ত্রিলোচন কবিরাজ

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা
১৩৪০

মূল্য এক টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্‌ এর পক্ষ হইতে শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঁঙার
দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত—২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা

ত্রিলোচন কবিরাজ

আর কোনও শব্দ কানে আসিতেছিল না, শুধু পায়ের খড়ম জোড়ার সঙ্গে ফুটপাথ ঘর্ষণের ফলে অবিশ্রাম নানা ছন্দে খটাস্ খটাস্ ধ্বনি উঠিতেছিল, তাহাই শুনিতে শুনিতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া চলিতেছিলাম। সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ মনে হইতেছিল। সকালে 'জেণ্টস্ রেস্তোরাঁ ডি ল্যুক্স'-এ এক পয়সার এক কাপ চায়ের সঙ্গে তিন দিনকার বাসি রুটির একখানা পোড়া টোষ্ট খাইয়াছিলাম, ক্রমাগত তাহারই ঢেকুর উঠিতেছিল। সমস্ত দিন বাড়ী ফিরিব না সঙ্কল্প লইয়া বাহির হইয়াছিলাম, কিন্তু কোথায় দিন কাটাইব স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। পরিচিত দুই একটি বন্ধুর বাড়ী কাছেই ছিল, যাইতে পারিতাম, কিন্তু মনে মনে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলের উপরই কেমন বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, কাহারও কাছে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না। দুই একটি ঝি বাজার লইয়া পাশ দিয়া চলিয়া গেল, ফিরিয়াও চাহিলাম না। প্রতি মুহূর্ত্তেই মন উত্তরোত্তর সংসারে বীতরাগ হইয়া উঠিতেছিল। সমস্ত জগৎটাই যদি কেওড়াতলা অথবা কাশীমিত্রের ঘাট হইয়া যাইত তাহাতেও কোন আপত্তি ছিল না।

সহসা পথের ধারের একটি ঘরের মধ্যে পুরুষের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। জানালা দিয়া দেখি অনেকগুলি লোক, কেহ

সরবে কাঁদিতেছে কেহ রুমালে চোখ মুছিতেছে। কেহ মরিয়াছে মনে হইল, কিন্তু বাড়ীর সম্মুখে খাটিয়া দেখিলাম না ; উপরে চাহিলাম— দেখিলাম বাড়ীখানার প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটা সাইন-বোর্ড, তাহাতে সোনালি অক্ষরে লেখা 'প্রেমার্ত্তিহরণ ঔষধালয', তাহার নীচে লেখা—শ্রীত্রিলোচন কবিবাজ। ঔষধালয ও কবিরাজ উভয়কেই নূতন মনে হইল, কাজেই কৌতূহলী হইযা দাঁড়াইলাম। কিন্তু অচিরাৎ বুঝিলাম ভুল করিযাছি, কবিরাজ এবং ঔষধালয কোনটিই নূতন নহে, যেহেতু সাইন বোর্ডের সোনালি অক্ষরে কালো দাগ পড়িয়াছে এবং সদরের যে ঘরে ক্রন্দমান জনগণকে দেখিলাম তাহারই পাশে একটা বড় হল ঘর, তাহার আসবাব পত্রও অতি পুরাতন এবং ফরাসের একশ'-একটি স্থানে কালি এবং তেলেব দাগ ; ক্যাশবাক্সেব সম্মুখে যে লোকটি বসিযা-ছিলেন তিনিও অতি প্রাচীন। বুঝিলাম এইটি কবিরাজ মহাশযের ডিস্‌পেনসারী। ক্যাশবাক্স রক্ষক ভদ্রলোকটি আমাকে আগ্রহেব সঙ্গে দেখিতেছিলেন, সহসা ডাকিলেন, "আসুন, ভিতবে আসুন !"

ভিতরে ঢুকিযা ফরাসে বসিলাম। দেয়ালে একখানি প্রকাণ্ড আকারের মদনভস্মের অযেল পেন্টিং ছিল, সেইখানি দেখিতেছি এমন সময় ভদ্রলোকটি কহিলেন, "জানেন তো বাড়ীতে ব্যবস্থা নিলে দর্শনী আট টাকা ?" কহিলাম, "কিসের দর্শনী ?"

"কবরেজ মশাযের। ব্যাধি অবশ্য আপনাব তিনদিনেই নির্ম্মূল হবে। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।"

বিরক্ত হইয়া কহিলাম, "এই কথা বল্‌বার জন্যে ডেকেছেন বুঝি ? ব্যাধি আমার নেই।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "অবশ্য আছে। এই ব্যাধি নেই এমন পুরুষ এবং নারী জগতে নেই মশাই, রাজা রাজড়া থেকে—"

কথা সমাপ্ত হইতে দিলাম না, বিদ্রূপ করিয়া কহিলাম, "আপনি অন্তর্যামী দেখছি!"

বৃদ্ধ নির্ব্বিকার ভাবে কহিলেন, "প্রায়। এই তেষট্টি বচ্ছর বয়স হ'ল মশাই, আঠার বছর থেকে কবরেজ মশায়ের কম্পাউণ্ডারী কর্চ্ছি। প্রত্যহ গড়পড়তায় তিন শ' রুগীকে ওষুধ দেই। বর্ষা আর বসন্তে এই রুগী হয় দুনো। ত্রিশটি ছেলে মোড়ক বেঁধে অবকাশ পায় না। নিজে দেখছি তো কবরেজ মশাযের ওষুধ নৈলে কারো চলে না। আর আপনি কি না—"

একটু সম্ভ্রম হইল, কহিলাম, "কি ব্যাধির কথা বল্‌ছেন জান্‌লে—" বৃদ্ধ কহিলেন "সাইনবোর্ড দেখেন নি? যাবতীয় প্রণয়-ঘটিত ব্যাধির চিকিৎসা এখানে ওষুধ এবং মুষ্টিযোগ সহযোগে করা হয়। দর্শনী আট টাকা, ওষুধ বিনামূল্যে। এর চেয়ে সুবিধে পাবেন কোথাও?" শিরোঘূর্ণন, হৃৎকম্প প্রভৃতি প্রণয়ঘটিত অনেক প্রকার ব্যাধির নাম ও তাহার বহুবিধ পেটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন বড় বড় মাসিক ও সংবাদপত্রে আবাল্য দেখিয়া আসিতেছি, এ পর্য্যন্ত তাহার প্রয়োজন হয় নাই। আর আজ—বৃদ্ধ কহিলেন, "ভাবছেন? ভাবছেন বুঝি কোনও ব্যাধি নেই আপনার? কবরেজ মশায়ের সঙ্গে চোখোচোখি হ'লেই বুঝতে পার্‌বেন ব্যাধি আছে কিনা? আপনার আর বয়েস কি মশাই, আমি শ্রীবলরাম রসনিধি, পাঁচ পাঁচটি স্ত্রীকে নিমতলার ঘাটে পার ক'রেছি, এই তেষট্টি বছর বয়েস, এখনও আমাকে মাঝে মাঝে কবরেজ মশায়ের কাছে ব্যবস্থা নিতে হয়।" প্রতিবাদ

করিলাম না, কিন্তু মনে হইল হয় তো ব্যাধি আমারও কোথাও আছে। গৃহিণীর সহিত ঝগড়া করিয়া আসা অবধি মাথাটা টন্ টন্ করিতেছিল, ভাবিলাম হয় তো এটাও প্রণয়ঘটিত কোনও ব্যাধি হইবে, কিছু জিজ্ঞাসা করিব এমন সময় রসনিধি মহাশয় সসম্ভ্রমে কহিলেন, "ওই কব্‌রেজ মশাই আস্‌ছেন!" পরক্ষণেই হুঁকা হাতে ত্রিলোচন কবিরাজ মহাশয় মোহমুদ্গর আবৃত্তি করিতে করিতে ঘরে প্রবেশ করিলেন। বয়স সত্তর পার হইয়া গিয়াছে, মাথার সম্মুখের দিকে চুলের উৎপাত নাই, পিছনে কয়েক গুচ্ছ শুভ্র কেশ, তাহাতে একটি ধুতুরা ফুল। কবিরাজ মহাশয়ের ললাটে একটি যাত্রার দলের মহাদেবের ধরণে ললাটনেত্র আঁকা, তাহার মধ্যে একটি রক্তচন্দনের অক্ষিতারকা। ফরাসে বসিয়াই কবিরাজ মহাশয় আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কেন জানি না, আমি চোখ বুঁজিলাম। কবিরাজ মহাশয় কহিলেন, "ভয় নাই, আরোগ্য হবে।" পরে হুঁকায় টান দিয়া কহিলেন, "রোগিগণকে উপস্থিত কর মাধাই!" কবিরাজ মহাশয়ের আহ্বান শুনিয়া গুটিকয়েক অল্প বয়সের শিক্ষার্থী ডিসপেনসারীতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কবিরাজ মহাশয়কে প্রণাম করিয়া রোগীদের বসিবার ঘরে চলিয়া গেল। আমি ফরাস ছাড়িয়া একটি টুলের উপর গিয়া বসিয়া সতৃষ্ণনেত্রে রোগীদের ঘরের দরজার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

রোগীদের ঘর হইতে নানারূপ গুঞ্জন দীর্ঘশ্বাস অস্ফুট স্ফুট রোদন শুনিতে পাইলাম। তাহার পরই কবিরাজ মহাশয়ের ছাত্রদের কাঁধে ভর দিয়া রোগীরা আসিতে সুরু করিল। একি! প্রায় যে সকলেই আমার পরিচিত! রসনিধি মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন তাহা দেখিতেছি মিথ্যা নহে। রাজনৈতিক নেতা হইতে আরম্ভ করিয়া মাসিক পত্র

সম্পাদক পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ ব্যক্তিই কবিরাজ মহাশয়ের নিকট চিকিৎসার্থ আসিয়াছেন। একটা বিশেষত্ব এই দেখিলাম যে, সকলেই কাঁদিতেছেন, কিন্তু কেহ কাহারও দিকে চাহিতেছেন না। অতি বৃদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া দশ বৎসরের বালক পর্য্যন্ত রোগ দেখাইতে আসিয়াছে। একটা প্রশ্ন মনে জাগিল, উঠিয়া রসনিধি মহাশয়ের কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কহিলেন, "হাঁ মেয়েরাও আছেন, তবে তাঁরা দোতলায়। এঁদের ব্যবস্থার পর তাঁদের ব্যবস্থা হবে।"

কবিরাজ মহাশয় হাঁকিলেন, "অগ্রে অল্প বয়স্কগণকে উপস্থিত কর।" এক সঙ্গে পাঁচ সাতটি স্কুলের ছেলে চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া ফরাসে বসিল! কবিরাজ মহাশয় গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "পরীক্ষায় ফেল করিয়াছ?"

সকলেই সমস্বরে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে উত্তর দিল, "হুঁ।"

কবিরাজ মহাশয় আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। রসনিধির দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "প্রাতে মোহমুদ্গর গুড়িকা একমাত্রা, পথ্য উপবাস।" ব্যবস্থাপত্র লইয়া ছেলে কয়টি দর্শনী দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

এইবার বয়স্ক রোগীরা আসিতে সুরু করিলেন। প্রথমে যিনি আসিলেন তাঁহাকে চিনিতাম না। তিনি কবিরাজ মহাশয়ের সম্মুখে বসিয়াই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

কবিরাজ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "পেশা কি?" ভদ্রলোক কাঁদিতে কাঁদতেই কহিলেন, "পত্রিকা সম্পাদক।"

"হুঁ! কবিতা ছাপা হয়?"

"আজ্ঞে তা'তেই তো—"

"হুঁ! লেখিকার কাছে পত্রলিখন কার্য্য করা হইয়াছে?"

"আজ্ঞে। তাঁর জবাব পেয়েই তো—" বলিয়াই ভদ্রলোক আবার কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি কবিরাজ মহাশয়ের অভ্রান্ত নির্দ্দেশ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম! কবিরাজ মহাশয় হাত বাড়াইয়া রোগীর নাড়ী দেখিলেন, তাহার পর কহিলেন, "ব্যবস্থা—প্রাতে ও সন্ধ্যায় অভ্রভৈরব বটি, মধ্যাহ্নে স্বল্পপ্রণয়ান্তক।" তাহার পর রোগীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "পত্রিকা সম্পাদন ত্যাগ কর।"

এই সময় ক্ষীণ একটি আর্ত্তনাদ শুনিলাম, পরক্ষণেই মাধাই আসিয়া জানাইল যে, দ্বিতলে একটি রোগিণীর মূর্চ্ছা হইতেছে। ত্রিলোচন কবিরাজ উঠিলেন এবং একটিপ নস্য নাসারন্ধ্রে টিপিতে টিপিতে দ্বিতলে চলিয়া গেলেন, এই অবসরে আমি রসনিধি মহাশয়ের নিকট গিয়া বসিয়া কহিলাম, "যদি কিছু মনে না করেন—"

রসনিধি কহিলেন, "আদৌ মনে কর্ব্ব না, প্রশ্ন করুন।"

ত্রিলোচন কবিরাজের জীবন-কাহিনী জানিবার জন্য দুর্নিবার আগ্রহ হইতেছিল, কহিলাম "কবিরাজ মশায়কে অনেক দিন থেকেই জানেন আপনি। তাঁর সম্বন্ধে—"

রসনিধি কহিলেন, "ত্রিলোচন কব্‌রেজের কথা জানেন না আপনি? আচ্ছা সংক্ষেপে শুনুন তবে। পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। কবরেজ মশায় পড়তেন সিদ্ধান্ত-কৌমুদী, আমরা পড়তাম মুগ্ধবোধ। অকস্মাৎ একদিন গ্রামের রজকনন্দিনী ধৈর্য্যময়ী ত্রিলোচন কব্‌রেজের নামে অভিযোগ কর্‌ল যে, তিনি তার অঙ্গ স্পর্শ

করেছেন। অধ্যাপক মশায় চতুষ্পাঠী থেকে তাঁকে বিদায় দিলেন। ত্রিলোচন কবরেজ সেই থেকে সংসার ত্যাগ করেন। তারপর এ দেশ সে দেশ ঘুরে দেখলেন যে, জগতে প্রেমব্যাধিই সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক। তখন জীবহিতের জন্য এই ব্যাধির ওষুধ খুঁজতে তিনি গেলেন হিমালয়। সেখানে সিদ্ধবাবা মদনমথনজীর নিকট দীক্ষা নেন, তিনিই তাঁর প্রেম-ব্যাধি আরাম করেন। তারপর গুরুর আদেশে তিনি লোকহিত সাধনের জন্য গুরুদত্ত ওষুধ পত্তর নিয়ে সংসারে আসেন এবং এই ডিসপেনসারী খোলেন। তাঁর ছাত্রেরা কেউ বিবাহ কর্ত্তে পারে না; তবে আমার পৈতৃক বৃত্তি বলে আমার সম্বন্ধে তাঁর অন্য ব্যবস্থা ছিল। তা তাঁর কৃপাতেই হোক আর ভাগ্যবলেই হোক্ পাঁচ পাঁচটার হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছি। গুরু হে তুমিই সত্য।" বলিয়া রসনিধি হাত-যোড় করিয়া উদ্দেশে নমস্কার করিলেন। এই সময় কবিরাজ মহাশয় আবার আসিয়া ফরাসে বসিলেন। এইবার আমিও ভক্তিভরে কবিরাজ মহাশয়ের পদধূলি লইলাম। কবিরাজ মহাশয় মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

রোগীরা তখনও কাঁদিতেছিল। ত্রিলোচন কবিরাজ হাঁকিলেন, "চুপ!" ক্রন্দনধ্বনি থামিয়া গেল, শুধু ফোঁস-ফোঁসানি শোনা যাইতে লাগিল।

দ্বিতীয় রোগী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বয়স বছর পঁচিশ, গায়ে একটা রঙীন পাঞ্জাবী, চোখ কাঁদিয়া কাঁদিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে, মাথার চুল রুক্ষ। ফরাসে বসিয়াই ভদ্রলোক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। ত্রিলোচন কবিরাজের খোলা নস্যদানী হইতে খানিকটা নস্য ফরাসে উড়িয়া পড়িল,

কবিরাজ মহাশয় তাহা লক্ষ্য করিলেন। তাহার পর রোগীর নাড়ী দেখিয়া কহিলেন, "রোগের বিবরণ বর্ণনা কর।"

কেমন করিয়া পাশের বাড়ীর ছাতে শাড়ী শুকাইতে দেখিয়া তাঁহার রোগের প্রথম সূত্রপাত হয় এবং তাহার পর ক্রমে ক্রমে অনিদ্রা অরুচি দীর্ঘনিঃশ্বাস প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়, ভদ্রলোক তাহা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। শেষে গত সন্ধ্যায় শাড়ীর অধিকারিণী তাঁহার মাথায় ছাত হইতে একঝুড়ি তরকারীর খোসা ফেলিয়া দেওয়াতে অনেকগুলি নূতন উপসর্গের সৃষ্টি হইয়াছে। কবিতা রচনা করিবার প্রবৃত্তি তাহার অন্যতম। এই পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া পকেট হইতে একটি কলার খোসা কবিরাজ মহাশকে দেখাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রোগী পুনরায় কহিলেন, "তাঁর স্মৃতিচিহ্ন রেখেছি আমি—খোসা নয়, এ ফুল।" কবিরাজ মহাশয় তাঁহার হাত হইতে খোসা লইয়া পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর সেটা ফেলিয়া দিয়া প্রশ্ন করিলেন, "হুঁ! জঞ্জাল প্রক্ষেপকারিণীর বয়স কত?" রোগী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ষোলো—ষোলো! sweet—"

ত্রিলোচন কবিরাজ ধমক দিয়া কহিলেন, "চুপ! ব্যবস্থা—কিশোরী-কালানল প্রাতে; সন্ধ্যায় দীর্ঘশ্বাসারি ঘৃত, বুকে মালিশ। যাও দক্ষিণের বাতায়নে একটি স্থূল যবনিকা প্রলম্বিত কর গে।"

ইহার পর ক্রমাগত রোগীরা আসিতে লাগিলেন; একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম যে, সকলেই অসঙ্কোচে সকলের সম্মুখে রোগের গূঢ় নিদান উদ্ঘাটন করিতেছেন। লজ্জার লেশমাত্র কাহারও নাই। বৃদ্ধ অনুকূল চক্রবর্ত্তীকে চিনিতাম। চতুর্থ পক্ষের স্ত্রীর সহিত বনিবনা না হওয়াতে তিনি সম্প্রতি বিশ্বম্ভর পাকড়াশীর প্রৌঢ়া পত্নীকে দেখিয়া

রোগগ্রস্ত হইয়াছেন এবং এদিকে পাকড়াশী মহাশয় অনুকূলবাবুর চতুর্থ পক্ষের সহধর্ম্মিণীকে কাশীবাস করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন—সঙ্কল্পের ফলে তাঁহার অরুচি শিরঃশূল ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিয়াছে। উভয়ের রোগের এই পারিবারিক গোপন নিদানের কথা উভয়ে পরস্পরের সম্মুখেই বর্ণনা করিয়া গেলেন, বলিতে বাধিল না। দেখিয়া ত্রিলোচন কবিরাজের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতি আমার ভক্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

রোগী ক্রমাগত আসিতেছে, ব্যবস্থা লইতেছে, বিরাম নাই। এদিকে বেলা বাড়িয়া উঠিল দেখিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় ঝড়ের মত একজন ঘরে প্রবেশ করিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"প্রাণ যায়—প্রাণ যায়!"

আঁতকে শিহরিয়া উঠিলাম। 'বাস্তবিকার' অন্যতম সদস্য রাতুল রাহা! সহসা রাতুল রাহা হরিকুমারের স্বপ্নরাজ্য হইতে বাস্তব সহরে আসিলেন কি করিয়া? ঘর শুদ্ধ সমস্ত লোক নিস্তব্ধ। যে সকল রোগীরা ক্ষণকাল পূর্ব্বেও ফোঁস ফোঁস করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতেছিলেন তাঁহারাও নবাগত রোগীর অবস্থা দেখিয়া কৌতূহলে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিলেন। ত্রিলোচন কবিরাজ রাতুল রাহার দিকে একবার চাহিলেন—তাহার পর উঠিয়া আলমারী হইতে বেল কাঠের ষ্টেথস্‌কোপটি বাহির করিয়া রাতুল রাহার বুকে লাগাইলেন, রোগী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ব্যথা! ব্যথা! বুক আর নেই—ঝাঁঝরা হয়ে গেছে কবরেজ মশাই।"

ত্রিলোচন কবিরাজ ধমক দিলেন, রোগী চুপ করিলেন। নাড়ী পরীক্ষা করিয়া কবিরাজ মহাশয় কহিলেন, "হুঁ! রোগ জটিল।"

রাতুল রাহা হতাশ হইয়া কহিলেন, "সারবে কি? না কাঁদে বদ্ধ হ'য়ে—"

ত্রিলোচন কবিরাজ আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "ভয় নাই। অবস্থা বল।"

রোগী কহিলেন, "অবস্থা নেই আর। হৃদয়ের নাভিশ্বাস উঠেছে।"

ত্রিলোচন কবিরাজ চক্ষু মুদিয়া কহিলেন, "হুঁ। বল।"

রাতুল রাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন, "প্রেম আমার বুকে নীড় বেঁধেছিল—সেই ছোট বেলা থেকে। সেই নীড়ে হাজারো প্রেমপাখী ডিম ফুটে বেরিয়েছে। তারা জগৎ ঘুরে সবাই এখন হৃদয়-খাঁচায় আসতে চায়। কিন্তু ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই!" বলিয়া রাতুল রাহা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

ত্রিলোচন কবিরাজ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "স্পষ্ট করে বল।"

'রাতুল রাহা যাহা বলিলেন তাহার ভাবার্থ এই যে, একাদিক্রমে ঊনিশটি কুমারীকে তিনি প্রেম নিবেদন করিয়াছিলেন। পরে নিবেদিতা-গণের অভিভাবক এবং অভিভাবিকারা সন্ধান পাইয়া রাহা মহাশয়কে 'বাস্তবিকা' হইতে কুমারীগণের প্রেমার্ঘ্য গ্রহণ করিবার জন্য ধরিয়া আনিয়াছেন; ফলে তাঁহার ইহলৌকিক জনক জননী শশব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ঘটক বলিতেছেন যে, রাহা মহাশয়ের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ এক বৎসরে একান্নটি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং যথোপযুক্ত মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন! শুনিয়া পুরোহিত ঠাকুরেরা অত্যন্ত খুসী হইয়াছেন এবং পঞ্জিকা দেখিয়া একটা আসন্ন শুভহিবুক যোগের সন্ধান করিতেছেন। ত্রিলোচন কবিরাজ খানিকক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন, পরে কহিলেন,

"রোগ জটিল। রীতিমত চিকিৎসা আবশ্যক।" তাহার পর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ব্যবস্থা বলিতে লাগিলেন, "প্রাতে বৃহৎ প্রেমাঙ্কুশ-লৌহ পূর্ণমাত্রা ও পুরোহিত-নিসূদন রস অর্দ্ধবটি; মধ্যাহ্নে বিবাহ-বিদ্রাবণ রস ও সন্ধ্যায় ঘটকাশনি ও খট্টাঙ্গাবলেহ। পথ্য প্রথম তিন দিবস লঙ্ঘন পরে অবস্থা মত।" ব্যবস্থা মত ঔষধ লইয়া যখন রাহা মহাশয় বাহির হইয়া যাইতেছিলেন তখন হরিকুমারের বর্ত্তমান সংবাদ জানিবার অভিপ্রায়ে আমিও উঠিলাম। ত্রিলোচন কবিরাজ পিছন হইতে ডাকিলেন, "অপেক্ষা কর।" ফিরিলাম. কবিরাজ মহাশয় কহিলেন, "তোমাকে আমার একটু প্রয়োজন আছে।" বসিয়া রহিলাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সমস্ত রোগী বিদায় হইয়া গেল। তখন ত্রিলোচন কবিরাজ কহিলেন, "তোমাকে এই প্রথম দেখিলাম কিন্তু তোমার প্রতি আমার কিঞ্চিৎ মমতার সঞ্চার হইয়াছে, যেহেতু দেখিতেছি এই ব্যাধি তোমাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। কিন্তু দেখিলে তো বিদ্বান্ বুদ্ধিমান খ্যাতিমান্ ধনী দরিদ্র কেহই এই নিদারুণ প্রেমব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পান নাই। আমি যদি তোমাদের শহরে চিকিৎসালয় খুলিয়া না বসিতাম তাহা হইলে কি হইত তাহা ভাবিতে পারিতেছি না। প্রথম যৌবনে এই ব্যাধি আমাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছিল, গুরুদীক্ষা লইয়া উদ্ধার পাইয়াছি কিন্তু এখনও আমার মাঝে মাঝে তোমাদের নূতন নূতন উপন্যাস ও কবিতার বই পড়িয়া আবার দুই একটি উপসর্গ দেখা দিতেছে। কাজেই গ্রন্থপাঠ একরূপ বর্জ্জন করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার প্রাণান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও এই দারুণ সংক্রামক ব্যাধি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তোমরা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে অত্যন্ত

দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছ বলিয়াই বোধ হয় এত শীঘ্র রোগগ্রস্ত হও। পূর্ব্বে যেখানে কণ্ঠাশ্লেষ ব্যতীত রোগোৎপত্তি হইত না সেখানে এখন একটি কটাক্ষই দেখিতেছি যথেষ্ট—আবার স্কুল কলেজ এবং তোমাদের মধ্যে শাড়ীর আঁচল ও চাবির গুচ্ছ পর্য্যন্ত রোগবীজাণু ছড়াইতেছে। ভবিষ্যতে সম্ভবতঃ পদশব্দ শুনিয়াই তোমরা মূর্চ্ছা যাইবে।"

লজ্জায় লাল হইয়া উঠিলাম। পকেটে পয়সা না থাকিলে এখনও গৃহিণীর আসিবার শব্দ শুনিলে মূর্চ্ছার উপক্রম হয় তাহা আর বলিতে পারিলাম না। ত্রিলোচন কবিরাজ কহিলেন, "তুমি অদ্য যাও। তুমি রোগগ্রস্ত হও নাই সুখের কথা, কিন্তু এ ব্যাধিসঙ্কুল নগরে যেখানে মেয়ে-স্কুলের গাড়ী হইতে বায়স্কোপের ছবি পর্য্যন্ত এই দারুণ রোগের বীজাণু বহন করিতেছে সেখানে রোগগ্রস্ত হইতে বেশী সময় লাগে না। সাবধানের বিনাশ নাই, কাজেই প্রতিষেধক মদনমর্দ্দন বটি ও কটাক্ষারি অঞ্জন লইয়া যাও। সপ্তাহে একটি করিয়া বড়ী শীতল জল সহ সেবন করিবে ও প্রত্যহ চক্ষে কটাক্ষারি অঞ্জন একবার করিয়া লাগাইবে। আমি আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না, রোগিণীরা অপেক্ষা করিতেছেন।" আমি প্রণাম করিলাম। কবিরাজ মহাশয় পুনরায় মোহমুদ্গর আবৃত্তি করিতে করিতে দোতলায় চলিয়া গেলেন।

বাহির হইয়া প্রথমেই দ্রুতপদে কাশীমিত্রের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইয়া গঙ্গাজল অনুপানে ত্রিলোচন কবিরাজের একটি বটি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলাম। সেবনের সঙ্গে সঙ্গে নারীজন সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার চিন্তা তিরোহিত হইল, গৃহিণীর কথাও ভুলিয়া গেলাম, মনে হইতে লাগিল জগতে আমি একাকী—আমার কেহ নাই, কেহ নাই কেহ নাই।

ত্রিলোচন কবিরাজ

সম্মুখে দুর্গতিনাশিনী গঙ্গা খল খল করিয়া হাসিতে হাসিতে বহিয়া যাইতে লাগিলেন।*

* এই রচনা প্রেসে দিবার পরই আমরা বিপন্ন হইয়া পড়িলাম। আমাদের বুড়া কম্পোজিটার হইতে আরম্ভ করিয়া দপ্তরীর নয় বৎসরের ছেলেটি পর্য্যন্ত ত্রিলোচন কবিরাজের ঠিকানা জানিবার জন্য বার বার বিরক্ত করিতে লাগিল। এমন কি প্রসিদ্ধ মুষ্টিবীর অবলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক ও সংবাদপত্র-তাত্ত্বিক বৈকুণ্ঠ চাটুয্যে সেলটিকসভ্যতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী গবেষক বারিদবরণ চৌধুরী, সংবাদপত্র-সেবক ঔপন্যাসিক উৎফুল্ল দত্ত, প্রসিদ্ধ পাঁচালী-গায়ক সুবর্ণবণিককুলতিলক ভবভূতি লাহা পর্য্যন্ত পত্র লিখিলেন। রচনায় ঠিকানা না থাকাতে—অবস্থা বুঝিয়াআমরা শ্রীযুক্ত দিবাকর শর্ম্মার নিকট পত্র লিখি। তিনি উত্তরে জানাইয়াছেন—

"গৃহিণী কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া সমস্ত জগতের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া অভুক্ত অবস্থায় বাড়ী হইতে বাহির হই। শেষে ক্লান্ত হইয়া গয়লামাসীর খোলার ঘরের বারান্দায় চাদর বিছাইয়া শুইয়া পড়ি। নিদ্রিত অবস্থায় ত্রিলোচন কবিরাজকে স্বপ্নে দেখি এবং বাড়ীতে ফিরিয়াই স্বপ্নবৃত্তান্ত লিখিয়া ফেলি। রচনাটি তাহাই। তবে ভরসা আছে স্বপ্ন ফলিবে—যেহেতু ত্রয়োদশীর দিন স্বপ্ন দেখিয়াছি। এই কথা বলিয়া আপনার বন্ধুদিগকে ভরসা দিবেন। ইতিমধ্যে পারিবারিক তাড়নার ফলে যদি পুনরায় স্বপ্ন দেখি তবে ত্রিলোচন কবিরাজকে তাঁহার পার্থিব ঠিকানাটি জিজ্ঞাসা করিব। ইতি—শ্রীদিবাকর শর্ম্মা।"

সম্পাদক, শঃ. চিঃ.

অল-ষ্টার ট্র্যাজেডি

"তাহ'লে কি বলতে চান পোলানেত্রী সতী নয়?"

এই কথা বলিয়াই মুক্ত দ্বারপথে চটক আসিয়া বৈঠকখানায় ঢুকিল।

সভাস্থ সকলে চমকিয়া উঠিলেন। সর্ব্বেশ্বর ঘোষের চশমা চক্ষু হইতে নাকের ডগায় নামিয়া আসিল। যাঁহারা ইতিপূর্ব্বেও তারস্বরে চীৎকার করিতেছিলেন তাঁহারা নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

চটক প্রশ্নটি পুনর্ব্বার উচ্চারণ করিয়া কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইল।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই। কয়েক দিন হইতে বাড়ীর দেয়ালে এবং সংবাদপত্রের স্তম্ভে দেখিতে দেখিতে বিজ্ঞাপন-বিহ্বল হইয়া পাড়ার প্রবীণেরা মাথায় চাদর ঢাকা দিয়া ও নবীনেরা সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে গত রাত্রে 'মডেল সিনেমা'য় নগ্ন ও অর্দ্ধনগ্ন রূপসীদের ছায়াচিত্রে নৃত্য দেখিতে গিয়াছিলেন। আজ সকালে সর্ব্বেশ্বরবাবুর বৈঠকখানায় গত রাত্রির চিত্রাভিনয়ের সমালোচনা হইতেছিল। আলোচনা ক্রমে চিত্র হইতে চিত্রনটীগণের বয়স, রূপ, উপার্জ্জন এবং চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া আবর্ত্তিত হইতে লাগিল, কাল রাত্রে যাঁহারা বেশী করিয়া করতালি দিয়াছিলেন আজ তাঁহারাই অভিনেত্রীদের নির্ল্লজ্জতায় উষ্মা এবং সতীত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছিলেন। পথ দিয়া চটক যাইতেছিল, মিনিট খানেক স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিল, তাহার পর

সর্ব্বেশ্বর ঘোষের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া—তার পর পাঠকেরা জানেন।

সভাস্থ সকলের সন্ত্রস্ত হওয়ার হেতু ছিল। ৺চক্রপাণি চাকীর পুত্র চটক চাকী; পাড়ার সকলের চেয়ে পণ্ডিত, বি, এ পাশ এবং সকলের চেয়ে ধনী—এ পাড়ার বারো আনা বাড়ীর মালিক। অবিবাহিত। মঞ্চনাট্য ও ছায়ানাট্য সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান। পিতা সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া আজ পর্য্যন্ত ফিলম্ কোম্পানী খুলিতে পারে নাই। কিন্তু না খুলিলেও প্রত্যহ বায়স্কোপ দেখিত এবং হলিউডের প্রত্যেক অভিনেত্রীর কাছে চিঠি লিখিত। তেতলার পড়ার ঘরে বড় বড় আয়না টাঙ্গাইয়া ভ্যালেন্টিনো এবং নোভারোর মুখভঙ্গী আয়ত্ত করিত এবং ঘরের কর্ত্রী এক মাসতুত ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীর কাছে তাহার আয়ত্ত বিদ্যার পরীক্ষা দিত। একদিন একখানা ছবি পর পর তিনবার দেখিয়া বাড়ী আসিয়া চটক দরজায় খিল দিল এবং রুডল্‌ফের নেত্রভঙ্গিমার অনুকরণ করিয়া ফেলিল। তাহার পর রান্নাঘরের দরজায় আসিয়া ডাকিল, "বৌদিদি?" বৌদিদি খন্তি হাতে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। চটক কহিল, "আজ এক মহাপরীক্ষার দিন। বিশেষ ক'রে তোমার পক্ষে। আমি তোমার দিকে চাইব—তোমার মনে যে ভাব হয় সত্যি বলবে আমাকে—বল।"

বৌদি কহিলেন, "হ্যাঁ, বলব।"

"তবে স্থির হ'য়ে দাঁড়াও!" বলিয়া ওষ্ঠপ্রান্ত কুঞ্চিত করিয়া মদির-স্তিমিত নেত্রে চটক তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিল, "কি? বুকের মধ্যে কুর্ কুর্ করছে না?"

বৌদি মুখে কাপড় দিয়া কহিলেন, "না ভাই, হাসি পাচ্ছে।" চটক মুষড়িয়া গেল। সেই দিন হইতে সে বাঙ্গালী নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা হারাইল এবং প্রতিজ্ঞা করিল বিবাহ করিবে না। করিলেও ভারতবর্ষের নারীকে নহে। কিন্তু ওদিকেও অন্তরায় ছিল—৺চক্রপাণি চাকীর উইলের সর্ত্তের মধ্যে প্রধান সর্ত্ত ছিল—ছেলে ম্লেচ্ছায় গ্রহণ করিলে সেবায়েৎ পদ হইতে অপসৃত হইবে, কাজেই চটক মনে মনে হলিউডের প্রায় সকল অভিনেত্রীকেই বিবাহ করিয়া ফেলিল এবং তাহার মানসবধূদের ফটোগ্রাফে 'চক্রপাণি নিবাসের' একতলার বারান্দা হইতে তেতলার চিলেকোঠার দেয়াল পর্য্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিল। তাহার এক শিষ্য ছিল সোমেন। সেও চটকের সহিত বহুকাল ভাবের আদানপ্রদান করিবার ফলে নিজের বাড়ীখানিকে হলিউড করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন কি হইতে কি হইল! দেখা গেল যে, সোমেন টোপর মাথায় দিয়া মোটরে চাপিয়া একটা বাঙ্গালী মেয়েকে বিবাহ করিতে চলিয়াছে। চটক চটিয়া গেল, সোমেন নিজের পৈতৃক বাড়ীতে বাস করিত বলিয়া বাড়ীভাড়া দুনো করিতে পারিল না, তবে তাহার ইচ্ছার কথা সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়া দিল। আসল ভয়ের কারণ ছিল ইহাই, কাজেই চটকের প্রশ্নের জবাব দিবার ইচ্ছা কাহারো থাকিলেও সর্ব্বেশ্বর ঘোষের বৈঠকখানাস্থ কেহই বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। কেবল একটি ভদ্রলোক একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। নাম ব্যোমকেশবাবু। গত দুই বৎসর হইতে নিজের জন্য একটা সুপাত্রীর সন্ধান করিতেছিলেন এবং বৎসরের তিন শ' ষাট্ দিন পাত্রীর অভিভাবকদের বাড়ীতে লুচি ও ক্ষীরের সদ্ব্যবহার করিয়া ফিরিতেছিলেন।

গত তিন দিন হইতে সর্ব্বেশ্বরবাবুর বাড়ীতে অতিথি হইয়া রহিয়াছেন। সকলের মত চটককে দেখিয়া তাঁহারও একটু সম্ভ্রমের উদয় হইয়াছিল, কিন্তু সেটা বেশীক্ষণ রহিল না। অন্য কেহ চটকের প্রশ্নের জবাব দিল না দেখিয়া তিনি কথা কহিলেন। চটকের দম্ভ দেখিয়া তাঁহার রাগ হইল। তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই চটক জবাব দিল; মিনিট দুয়ের মধ্যে উত্তর প্রত্যুত্তর উদারা হইতে তারায় চড়িল এবং সতী এবং সতীধর্ম্ম সম্বন্ধে বিরাট তর্কযুদ্ধের আরম্ভ হইল। নূরজাহান বড় সতী কিংবা ক্যাথেরিন বড় সতী তাহার সিদ্ধান্ত হইবার পূর্ব্বেই প্রথমে একখানি চুড়ি-পরা সুডৌল হাত, তাহার পর এক গোছা কোঁকড়ানো চুল, তাহার পরে একখানি সুন্দর মুখ বৈঠকখানার পিছনের দরজার ফাঁকে দেখা গেল, এবং শব্দ হইল, "বাবা! আমার টেষ্ট—"

চটক তর্কে ক্ষান্ত দিয়া তরুণীর দিকে চাহিয়াই মুখ নীচু করিল, চোখের ভঙ্গী কাহার মত করিবে সহসা তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। ব্যোমকেশবাবুর তর্কের খেই হারাইয়া গেল, তিনি অনাবশ্যক ভাবে নাক চুলকাইতে লাগিলেন। সর্ব্বেশ্বরবাবু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "হ্যাঁ। এই আমরা সবাই যাচ্ছি মা।" তারপর চটকের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "মেয়েটার বি, এ, এগ্জামিন কি না——" চটক গদ্‌গদ্ কণ্ঠে কহিল, "যে অপরাধ করেছি আজ, তার জন্য ক্ষমা কর্ব্বেন" বলিয়া বাষ্টার কীটনের মত করুণ দৃষ্টিতে তরুণীর দিকে চাহিল, কিন্তু দরজা তখন বন্ধ হইয়া গেছে।

২

সন্ধ্যায় সিনেমা যাইবার পথে গলি ঘুরিয়া অকারণেই চটক একবার সর্ব্বেশ্বরবাবুর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; দরজা বন্ধ। উপরে চাহিয়া দেখিল বারান্দার এক কোণে ব্যোমকেশবাবুর মুখ। অকারণেই ঝাঁ করিয়া বাড়ীর বন্ধ ও খোলা জানালা-দরজাগুলির উপর একবার চটক চোখ বুলাইয়া গেল। ব্যোমকেশবাবুর পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই সে লইয়াছিল। দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কহিয়া গেল, "লোফার!"

রাত্রে খাইতে বসিয়া নানা কথার মাঝে ফস্ করিয়া চটক কহিল, "আজ একটা মেয়ে দেখ্‌লাম!" বৌদি প্রত্যহের মতই কহিলেন, "কে? ম্যাডাম ফ্যারারা?" ক্রমাগত শুনিতে শুনিতে অনেকগুলি নাম বৌদির মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল।

চটক কহিল, "না। বাঙ্গালী।"

বৌদি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া খুশী হইলেন, কহিলেন, "রূপসী বুঝি?"

"এমন রূপ নয় যে চোখে কুলের কাঁটার মত বিঁধে থাক্‌বে, তবু রূপসী। যাক্—" বলিয়া সে আহার শেষ করিয়া উঠিল।

বৌদি চট্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘট্‌কী পাঠাব?"

চটক ঘাড় হইতে মাথাটাকে ইঞ্চি তিনেক কাৎ করিয়া কহিল, "ঘট্‌কী! উঁহু! তত দূরে যেতে হবে না।" বৌদি আর অগ্রসর হইলেন না, তবে বুঝিলেন যে, দেবরের বাঙ্গালী মেয়ের প্রতি শ্রদ্ধা পুনরায় গজাইতেছে।

পরদিন প্রাতঃকালে আবার অকারণে চটক সর্ব্বেশ্বরবাবুর বৈঠকখানার জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল, শুনিল গান হইতেছে। হারমোনিয়ামের আওয়াজে গলার স্বর কাহার বোঝা গেল না; তবে প্রভাতী গজলের সুর বড় ভালো লাগিল, চটক নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল—

বাগিচার নাচদুয়ারে আয় নেচে রে বুল্‌বুলিয়া।
তপনের চুম লেগেছে ঘুম ভেগেছে ফুল গুলিয়া।
আঙ্গিনার কল্‌তলাতে কমল-হাতে মাজ্‌ছে হাঁড়ি
হা রে হা রূপগরবী সৈরভী ঝি চুল খুলিয়া;
বাহিরে সজনে-শাখে ডাক্‌ছে কাকে কাক-বধূটি
'হাঁসের ডিম্‌' যাচ্ছে হেঁকে পথের বাঁকে ফজ্‌লু মিঞা।

গান শেষ হইতেই 'সর্ব্বেশ্বরবাবু আছেন কি?' বলিয়াই চটক বৈঠকখানায় ঢুকিল; দেখিল ফরাসে ব্যোমকেশবাবু, তাঁহার সামনে হারমোনিয়াম, পাশে একখানি রেকাবে খানকয়েক বেগুনী ও এক পেয়ালা চা। চটকের যেন সহসা মনে হইল সে শত্রুপুরীতে প্রবেশ করিয়াছে; অভ্যাসমত পকেটে হাত দিল কিন্তু পিস্তলের পরিবর্ত্তে উঠিল একটা লাল-নীল পেন্সিল। সেইটিকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ব্যোমকেশ-বাবুর দিকে চাহিয়া সে গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "আছেন আপনি আজও—" ব্যোমকেশবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া তিন পা' পিছাইয়া গেলেন; চায়ের পেয়ালা উল্টাইয়া পড়িয়া গেল। চটক ফরাসে শায়িত চায়ের পেয়ালার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "ভাল ক'রে বসিয়ে রাখুন।"

ব্যোমকেশবাবুর অকস্মাৎ পশ্চাদ্‌গমনে ধুপ্‌ধাপ শব্দ হইয়াছিল, বোধ হয় শব্দটি ভিতরে পৌঁছিয়াছিল। কালিকার মতই পিছনের দরজা খুলিয়া গেল এবং তিনিই প্রবেশ করিলেন। এক চক্ষু বিস্তৃত, অপর চক্ষু স্তিমিত করিয়া চটক চাহিল; তরুণী কহিল, "বাবা বাড়ী নেই—" চটকের হাতের পেন্সিল কাঁপিয়া গেল। স্নিগ্ধ কণ্ঠে সে কহিল, "বস্‌ব তা হ'লে—"

তরুণী পুনরায় কহিল, "আমার এগ্‌জামিন—"

চট্‌কের চোখে আগুন জ্বলিল, মনে মনে কহিল, ব্যোমকেশের বেলায় চা আর বেগুনী, আর আমার বেলায় এগ্‌জামিন! মুখে কহিল, "আচ্ছা—"

তরুণী চলিয়া গেল।

চটক ব্যোমকেশের দিকে চাহিয়া কহিল, "আর কত দিন থাক্‌বেন?"

ব্যোমকেশবাবু আর এক পা পিছাইয়া গেলেন, কহিলেন, "ঘোষ-মশাই যেতে বল্‌লেই—"

চটক আর দাঁড়াইল না।

সেদিন রাত্রে জোয়ান ক্রফোর্ডের ছবিখানার দিকে চাহিয়া চটক দেখিল যে, ছবিখানার মুখখানি যেন অনেকটা সর্ব্বেশ্বর ঘোষের মেয়ের মত হইয়া গিয়াছে। চটক বাতি নিভাইয়া দিল।

৩

পরদিন প্রাতে ব্যোমকেশবাবু অমলাকে কহিলেন, "আমাকে যেতে হচ্ছে।"

অমলা কহিল, "বেশ যাবেন। বাবাকে বলুন।" সর্ব্বেশ্বরবাবুকে পূর্ব্বেও ব্যোমকেশবাবু বলিয়াছেন, পাত্রী পছন্দ হইয়াছে তাহাও জানাইয়াছেন। সর্ব্বেশ্বরবাবু আহ্লাদিত হইয়া কন্যার নিকট অনুমতি লইতে অনুমতি দিয়াছেন।

ব্যোমকেশবাবু কাহলেন, "আমি যেতাম না, কিন্তু—"

অমলা Hamlet খানা উল্টাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু কি?"

"চটকবাবু আমাকে পছন্দ করেন না।" বলিয়াই ব্যোমকেশবাবু একটি নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

"চটকবাবুর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি? মনিব?" অমলা জিজ্ঞাসা করিল।

"না, তবে আপনাদের বন্ধু তো বটে।" অমলা রাগিয়া গেল, "আমাদের বন্ধু কেউ নেই। থাকুন আপনি। আমি দেখ্‌ব।" ব্যোমকেশবাবু খুশী হইয়া বৈঠকখানায় বসিয়া ঘরের দরজায় খিল আঁটিয়া দিলেন।

আধঘণ্টা পর দরজার কাছে চটকের আওয়াজ শোনা গেল, "সর্ব্বেশ্বর-বাবু আছেন?"

ব্যোমকেশবাবু দরজার খিলের দিকে একবার চাহিয়া কহিলেন, "না, নেই। অমলার এগ্‌জামিন—"

বাহিরে একটা অর্দ্ধস্ফুট আক্রোশ-বাণী শোনা গেল, তাহার পরেই প্রশ্ন, "আপনি আছেন আজও ?"

ব্যোমকেশবাবু পিছনের দরজার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, অমলা দরজার পাশেই পড়িতেছে; সদম্ভে কহিলেন, "হ্যাঁ, আছি।"

"বাইরে আস্‌বেন ?"

"না।" বলিয়াই হারমোনিয়াম খুলিয়া তান ধরিলেন—

বাগিচার নাচদুয়ারে—

তাহার পরই হারমোনিয়াম বন্ধ করিয়া দরজায় কান লাগাইলেন—বাহিরে কোনও শব্দ নাই।

পাত্রের তো পছন্দ হইয়াছে, এখন আসল কাজ নির্ভর করিতেছে পাত্রীর পছন্দের উপর। ব্যোমকেশবাবু পাত্রীর দিকে বার বার চাহিতে লাগিলেন, মুখে প্রণয় কিংবা লজ্জা কিছুর চিহ্নই দেখিতে পাইলেন না।

* * * *

মোগল থিয়েটারে 'হ্যামলেট' ছবি দেখানো হইতেছে। সর্ব্বেশ্বরবাবু যাইতে পারিলেন না। অগত্যা ব্যোমকেশবাবু অমলার শেক্সপীয়ারের নোটবহিখানা বগলে করিয়া তাহার পিছনে পিছনে গিয়া ট্রামে চড়িলেন।

Interval-এর সময় কে যেন ব্যোমকেশবাবুর কাঁধে হাত দিল। ব্যোমকেশবাবু চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, চটক! চটক কহিল, "বাইরে আসুন!" ব্যোমকেশ অমলার খাতাখানা মুঠা করিয়া ধরিয়া কহিল, "এখানেই বলুন।"

"সে এখানে বলবার কথা নয়," বলিয়া চটক ব্যোমকেশবাবুর হাত ধরিয়া টান দিল।

অমলা কহিল, "যান না বাইরে!" অগত্যা ব্যোমকেশবাবু বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চটক কহিল, "আর একটু দূরে ওই চামড়ার গুদামের পিছনে!" মন্ত্রচালিতের মত ব্যোমকেশবাবু চটকের পিছনে পিছনে চলিলেন।

চটক বাঁ হাতের Oxford Edition Shakespeare-খানা ডান হাতে লইয়া কহিল, "শোন ব্যোমকেশ! এ সংসারে অমলার দুই প্রণয়ীর স্থান নাই। হয় তুমি থাক্‌বে, নৈলে আমি। এই অন্ধকার রাত্রি, এই নির্জ্জন গলির মোড়—পাহারাওয়ালা নেই। তোমার সঙ্গে ডুয়েল লড়্‌ব। যে জিত্‌বে অমলা তার।"

ব্যোমকেশবাবু কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "আমি পারব না।"

"পারতে হবে তোমাকে কাপুরুষ! দাঁড়াও গলির ওধারে। তোমার হাতে ওই খাতা, আর আমার হাতে এই শেক্সপীয়ার! এই দুই পিস্তল, ছোঁড় গুলি! এক দুই তিন!" বোঁ করিয়া গলির দু'ধার হইতে বহি ছুটিল, কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই চলন্ত একটি সাইকেলের সমুখের চাকায় দুই অস্ত্রই ঠেকিয়া গেল; আরোহী সাইকেল থামাইয়া নামিয়া পড়িলেন। ব্যোমকেশবাবু গলির উত্তর দিকে ভোঁ করিয়া ও চটক দক্ষিণ মুখে ক্লাইভ ব্রুকের ধরণে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া দৌড় দিল। সাইকেলের আরোহী একবার চাহিয়া দেখিলেন কোথাও পুলিশ নাই, অগত্যা নিমেষমধ্যে বহি দু'খানি কুড়াইয়া লইয়া গলির পূর্ব্ব দিকের রাস্তা দিয়া সাইকেল চালাইয়া দিলেন।

৪

প্রকৃতপক্ষে ইহা গল্প নহে, উপন্যাস। কাজেই পাঠক-পাঠিকা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, অমলার কি হইল?

কিছু হইল না, অমলা বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া চা তৈয়ারী করিয়া পান করিল, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যোমকেশবাবু কোথায়?" কেহ কিছু বলিতে পারিল না।

পরদিন প্রাতে দেখা গেল, ব্যোমকেশবাবুর আহার্য্য লুচী তেমনই ঢাকা রহিয়াছে। ব্যোমকেশ নাই। অমলা কহিল, "আমার খাতা?" সর্ব্বেশ্বরবাবু কহিলেন, "দেখিনি। ব্যোমকেশ দিয়ে যায় নি?" অমলা কহিল, "আমার এগ্‌জামিন—যাও বাবা চটকবাবুর বাড়ীতে, সেখানে ব্যোমকেশবাবু আছেন হয় তো।"

সর্ব্বেশ্বরবাবু চলিলেন। কিন্তু চটক শয্যাগত। গলি দিয়া ছুটিবার সময় বিড়ির দোকানওয়ালা তাহাকে চোর বলিয়া তাড়া করিয়াছিল, সে ডগ্‌ল্যাস ফেয়ারব্যাঙ্কসের অনুকরণে লাফ দিয়া চলন্ত রিকসাতে উঠিতে গিয়া চার্লি চ্যাপলিনের ভঙ্গীতে উল্টাইয়া পড়িয়া চোট খাইয়াছে। সে কথা সর্ব্বেশ্বরবাবু জানিলেন না, শুধু শুনিলেন ব্যোমকেশবাবু সেখানে নাই। খাতাও নাই।

শুনিয়া অমলা কাঁদিয়া ফেলিল, ব্যোমকেশবাবুর জন্য নহে, খাতার জন্য। কাল তাহার টেষ্ট।

এমন সময় বাহিরে কড়া বাজিয়া উঠিল। সর্ব্বেশ্বরবাবু দরজা খুলিয়া

দিলেন। একটি ভদ্রলোক বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "মিস্ অমলা ঘোষ এখানে—?"

অমলা আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল "আমি।"

ভদ্রলোক কহিলেন, "এই আপনার খাতা। কাল কুড়িয়ে পেয়েছি।"

অমলা হাসিয়া কহিল, "বাঁচালেন আপনি। আমি খাতা না পেয়ে কেঁদে ফেলেছিলাম। কোথায় পেলেন?"

আগন্তুক বীরেশ দাস হাসিয়া কহিলেন, "সে কথা নাই-ই শুন্‌লেন। আপনার খাতার সঙ্গে এটাও নিন—আমার নিজের নোট, ষ্টীফেন সাহেবের—কাজে লাগ্‌বে।"

অমলা কহিল, "ধন্যবাদ! চা খান।"

চা খাওয়া হইল।

অধ্যাপক বীরেশবাবুর সে দিন প্রথম ঘণ্টায় ক্লাশ করা হইল না।

চটকের গায়ের ব্যথা সারিয়াছে। আবার অকারণে সেদিন সে সর্ব্বেশ্বরবাবুর বৈঠকখানার জানালায় আসিয়া দাঁড়াইল—দেখিয়া এণ্টোনিও-মরেণোর ভ্রূ-কুঞ্চিত মত করিল—অধ্যাপক বীরেশ দাসের বড় বেশী কাছাকাছি বসিয়া অমলা শেক্সপীয়ার পড়িতেছে। ধিক্!

বাড়ীতে ফিরিবার পথে দেখিল যে ব্যোমকেশবাবু চানাচুর খাইতে খাইতে চলিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া চটক কহিল, "এবার!"

গলায় চানাচুর আট্‌কাইয়া গেল; একটু কাশিয়া গলা সাফ্ করিয়া ব্যোমকেশবাবু কহিলেন "অমলার বাড়ীতে আর যাইনি তো?"

চটক সে কথা কানে শুনিল না, কহিল, "এখন?"

"মদন বড়ালের লেনে যাচ্ছি—সেখানে একটা পাত্রী আছে।" বলিয়া এক লম্ফে ব্যোমকেশবাবু দণ্ডায়মান বাসখানিতে গিয়া উঠিলেন।

চটক চলন্ত বাসখানির দিকে রোনাল্ড কোল্‌ম্যানের মত বিদ্রূপ ভঙ্গীতে চাহিয়া কহিল, "কাউয়ার্ড!"

নারী-নির্য্যাতন

চটকের ভাবদীক্ষিত যে ভক্তটির উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি তাহার একটু সবিস্তার-পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। অতি সংক্ষেপে এবং অবলীলাক্রমে লিখিয়া যাইতেছি, গল্পও হইতে পারে, উপন্যাসও হইতে পারে, ইতিহাস হওয়াও বিচিত্র নহে।

সোমেন সমাদ্দার। য়্যুনিভার্সিটির পঞ্চম বার্ষিক ইংরেজী শ্রেণীর ছাত্র। 'জীবনাঙ্ক সঙ্ঘে'র প্রেসিডেণ্ট। সঙ্ঘের নির্দ্ধারণ ছিল যে সমস্ত জীবনটাই একটা প্রকাণ্ড নাটক; প্রতি দিবস তাহার নব নব দৃশ্যপট, মানব মানবী প্রত্যেকেই নট নটী। আহারে বিহারে সর্ব্ববিষয়ে এই নাটকীয় অনুভূতির উপলব্ধিই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। চটক ছিল এই সঙ্ঘের পেট্রণ, কিছু টাকাও দিয়াছিল; কিন্তু সোমেন সহসা সঙ্ঘের নীতি বহির্ভূত একটা গর্হিত কাজ করিয়া ফেলিল। 'জীবনাঙ্ক সঙ্ঘের' জীবনান্ত হইল, বন্ধুবিচ্ছেদ হইল, ভবিষ্যতে সোমেনের এই দুষ্কর্ম্মের ফল ফলিলে কি হইবে কে জানে? যাহা হইবার হইবে, এখন তাহার জন্য চিন্তা করিয়া লাভ নাই। যাহা বলিতে ছিলাম—

চটকের ভাবদীক্ষিত শিষ্য ও বন্ধু সোমেন। থার্ডক্লাশ হইতে চটকের সঙ্গে রীতিমত থিয়েটার ও বায়স্কোপ দেখিয়া ফিরিতেছে। প্রতিজ্ঞা করিয়াছে বিবাহ আদৌ করিবে না, হলিউডের কোনও রূপসী আসিয়া

পাণি প্রার্থনা করিলেও—না। সোমেনের দিদিমা ও বৌদিদি উভয়েই বাবা তারকনাথের মানৎ করিয়াছিলেন কিন্তু সোমেনের মতের পরিবর্ত্তন হইল না। তবে একবার দিদিমা জোর করিয়াই তাহাকে পাত্রী দেখিতে পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু তাহার ফল ভাল হয় নাই।

ব্যাপারটা এইরূপ। শিবরাত্রির রাত্রে চন্দ্রশেখর অভিনয় দেখিয়া সোমেন বাড়ীতে ফিরিয়া দেখিল, বারান্দায় শৈলি ঝি—ভাল নাম শৈবলিনী—অঘোরে ঘুমাইতেছে। নিদ্রিতা শৈলি ঝিকে দেখিয়া সোমেন প্রতাপের ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িল; রেলিংএ ভর দিয়া ডান হাত তুলিয়া সে কহিয়া উঠিল, "এ কি সেই শৈবলিনী? বাল্যকালে যার সঙ্গে—শৈবলিনী—শৈ—" শৈলি ঝি হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। দিদিমা শিবমন্ত্র ভুলিয়া ছুটিয়া আসিলেন। বৌ-দিদি কাঁদিয়া কাটিয়া সোমেনের মাথায় জল ঢালিলেন। পরদিন বৌ-দিদি ও দিদিমা উভয়ে যুক্তি করিয়া উপবাস করিয়া রহিলেন, বাধ্য হইয়া সোমেন পাল-পাড়ার বিশ্বাসদের বাড়ী ক'নে দেখিতে গেল। তলে তলে বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। ক'নে সাজিয়া গুজিয়া আসিয়া দাঁড়াইতেই সোমেন তাহার বাঁ হাত খানি মুঠা করিয়া ধরিয়া কহিল,

"ব্রহ্মচারী ব্রতধারী আমি
পতিযোগ্য নহি বরাঙ্গনে!"

ক'নেটি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, বেদনায় অথবা লজ্জায় জানি না। ক'নের দাদা অবিনাশ হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল কিন্তু

ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট সোমেন সমাদ্দারের গায়ে সেকেণ্ড ইয়ারের ফেল করা ছেলে হাত্‌ দিতে সাহস করিল না। সোমেন সহসা দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া ট্রাম ধরিল এবং বাড়ীতে আসিয়া বৌদি এবং দিদিমাকে শাসাইল যে ইহার পর এ বাড়ীতে যদি কেহ তাহার বিবাহ সম্বন্ধে আলাপ করে তাহা হইলে সে খাল্‌ধারের নিষ্ক্রিয়ানন্দ মঠে গিয়া সন্ন্যাস লইবে।

দিদিমা বত্রিশ পাটী দাঁতের অবশিষ্ট সম্মুখের দু'টি দাঁত দিয়া জিভ কাটিয়া কহিলেন, "ষাট্‌! ষাট! ও কথা বলিস্‌নে মাণিক!" সোমেন পড়ার ঘরের দরজা সশব্দে বন্ধ করিয়া কহিল, "বল্‌ব! সহস্রবার বল্‌ব! আকাশের চন্দ্রতারা সাক্ষী! স্বর্গে মন্দাকিনী সাক্ষী—" আর শোনা গেল না, জানালাটিও বন্ধ হইয়া গেল, রান্না ঘরে বসিয়া বৌদিদি 'দুর্গেশনন্দিনীর' খোলা পাতার উপর মুখ রাখিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইহার পর হইতেই বাড়ীতে সোমেনের বিবাহপ্রসঙ্গ একেবারে বিবর্জ্জিত হইল, ভূমিকা এই পর্য্যন্ত।

২

এখন কাহিনীর পালা।

সেদিন আষাঢ়ের প্রথম দিবস। নবমেঘভারে আচ্ছন্ন নীল আকাশ যেন একটি তরুণীর সর্ব্বাঙ্গ বেড়িয়া একখানি গাঢ়নীল শাড়ীর অঞ্চল। বিদ্যুৎ চম্‌কাইতেছে যেন সেই অঞ্চলে খচিত মণিমালা। আকাশে মেঘের গর্জ্জন, নীচে ট্রামের ঘর্ঘর আর গলির মোড়ে মোড়ে গরম চানাচুর-

ওয়ালার অশ্রান্ত চীৎকার। সোমেন এক ঠোঙ্গা চানাচুর লইয়া বাসে উঠিল। দশটার বাস্। পরিপূর্ণ যাত্রী-সমারোহ। পিছনের বেঞ্চির এককোণে একটু স্থান করিয়া লইয়া সোমেন বসিল। বাস চলিতে চলিতে থামিয়া গেল। হাতে বহি আর খাতা লইয়া উঠিল এক অষ্টাদশী। গাড়ীশুদ্ধ সমস্ত যাত্রীই একবার ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিয়া লইল, শুধু সোমেন দেখিল নির্ব্বিকারভাবে। গাড়ী চলিল। মেয়েটি একবার চাহিয়া সোমেনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া লোলুপ দৃষ্টিতে সোমেনের পাশের বহির গাদার দিকে চাহিল। বহিগুলি তুলিয়া লইলে তন্বীর স্থান হয় কিন্তু অত কাছাকাছি! ঘৃণায় সোমেনের সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল। সে বহি লইয়া উঠিয়া গাড়ীর দেয়াল ঠেস দিয়া দাঁড়াইল এবং তরুণী অবলীলাক্রমে বসিয়া পড়িয়া কহিল, "থ্যাঙ্ক্‌স্! কোথা যাচ্ছেন?"

সোমেন হাতের বইগুলিকে নির্দ্দয়ভাবে টিপিয়া ধরিয়া কহিল, "চুলোয়।"

তরুণী কহিল, "সেটা বুঝি দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংএ?"

সোমেন তেমনি নির্ব্বিকারভাবে কহিল, "হ্যাঁ।"

তরুণী কহিল, "চলুন, আমিও যাচ্ছি।"

সোমেন কহিল, "থ্যাঙ্কস্!"

দু'জনেই এক ক্লাশে পড়ে, মুখ দেখাদেখি ছিল, আলাপ হইল এই প্রথম।

কমলা ও ফার্ষ্ট ক্লাশ তবে সোমেনের দুই ধাপ নীচে। সোমেনের সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা তাহার বরাবরই ছিল, পড়াশুনার সুবিধা

হইবে বলিয়া। কিন্তু সোমেনের রীতি-প্রকৃতির কথা শুনিয়া কাছে ঘেঁসে নাই। দৈবক্রমে পরিচয় হওয়াতে সে খুসী হইল। সোমেনকেও চিনিয়া ফেলিল।

বাস হইতে নামিয়া হন্‌হন্ করিয়া সোমেন তেতলায় উঠিল, উঠিয়াই দেখিল দরজার কাছে কমলা দাঁড়াইয়া! সে লিফ্‌টে উঠিয়াছে। সোমেনকে দেখিয়াই সে চানাচুরের ঠোঙ্গাটি আগাইয়া দিয়া কহিল, "নিন্! বাসে ফেলে এসেছিলেন।"

এই অসঙ্গত ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা দেখিয়া সোমেন রাগিয়া গেল, কহিল "চাইনে। টিফিন কর্ব্বেন।" কমলা কহিল, "থ্যাঙ্ক্‌স্!"

আরও মিনিট পাঁচেক পরের কথা। সোমেন নিবিষ্ট মনে কি লিখিতেছিল, কমলা পিছন হইতে আসিয়া কহিল."আপনার পেন্সিলটা?" সোমেন একবার চাহিল, তারপর মনে মনে দাঁত খিঁচাইয়া পকেট হইতে একটা পয়সা বাহির করিয়া ডেস্কের উপর রাখিয়া কহিল, "কিনে নিন্ গে।" কমলা পয়সাটা তুলিয়া লইয়া কহিল, "থ্যাঙ্কস্।"

তারপর বেলা চারটে। সোমেন লাইব্রেরীতে বসিয়া Apo ogiaর একটি নূতন সংস্করণ হইতে নোট করিতেছিল, কমলা আসিয়া খোলা বহিখানার উপর একটা পয়সা ফেলিয়া দিয়া কহিল,"চানাচুরের পয়সাটা।" বহির উপর এক ঘুঁষি মারিয়া সোমেন দাঁতে ঠোঁট্ চাপিয়া কহিল, "ড্যা—" তারপর সম্মুখে অকস্মাৎ জয়গোপালবাবুকে দেখিয়া কহিল, "অ্যাঙ্ক্‌স্।"

কমলা পিছন হইতে মৃদুস্বরে কহিল, "ড্যাঙ্কস্!" এবং ঈষৎ হাসিয়া বাহির হইয়া গেল।

সোমেনের সম্মুখের বহিখানার ইংরাজী অক্ষরগুলি ফারসীর মত জড়াইয়া যাইতে লাগিল। সেদিন আর নোট লেখা হইল না।

সন্ধ্যাকালে দিদিমার সহিত বৌদিদি ছাতে আসিয়া দেখিলেন যে সোমেন কারারুদ্ধ জগৎসিংহের মত পাদচারণা করিতেছে ও বলিতেছে—

"কমলা, এঁটেকলা, কাণমলা—হুঁ! হুঁ!" লেখক বুঝিলেন যে এই অস্থিরতার হেতু ছন্দ না মিলিবার দরুণ, দিদিমা বুঝিলেন যে তাঁহার নাতির কমলালেবু খাইবার সাধ হইয়াছে, বৌদিদি বুঝিলেন যে কমলা কাহারও নাম। দিদিমা ও বৌদিদি কোনও কথা না কহিয়া নিঃশব্দে নামিয়া গেলেন, কিন্তু আমি লেখক বাধ্য হইয়া কাহিনী-সমাপ্তির জন্য অশরীরী অবস্থায় সোমেনের সহিত রহিয়া গেলাম এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দেখিলাম যে জগতের যাবতীয় অভব্য অমেধ্য '-লা' সংযুক্ত শব্দের সহিত কমলার নাম সংযুক্ত করিয়া দিব্য একটি কবিতার সৃষ্টি হইল এবং প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়া ইজিচেয়ারে শুইয়া সোমেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল!



পরদিন। প্রোফেসার আসিবার দেরী ছিল। কমলা আর তাহার সহাধ্যায়িনীরা যে বেঞ্চিটাতে বসে, সোমেন আপনার অজ্ঞাতসারেই ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে বারবার সেইদিকে চাহিতেছিল, এমন সময় ডানদিক হইতে প্রশ্ন আসিল, "আজ মেজাজ কেমন আছে সোমেনবাবু?" সোমেন চাহিয়া দেখিল, কমলা। ঘরভরা ছেলে, চটিয়া উঠিতে পারিল না।

কাল সন্ধ্যায় রচিত কবিতার কাগজখানি কমলার হাতে দিয়া কহিল, "এটা আপনার। নিয়ে যান।" কমলা চলিয়া গেল। যাইবার সময় কহিয়া গেল, "ড্যাঙ্কস্!" সোমেন মনে মনে গর্জ্জন করিতে লাগিল।

কমলা পরিহাসের উপযুক্ত জবাব পাইয়াছে এই সান্ত্বনা লইয়া সেদিন বায়স্কোপ দেখিয়া সোমেন ফিরিল। ফিরিতেই বৌদিদি চিঠি দিলেন—প্রকাণ্ড একখানি খাম। সোমেন তেতলায় গিয়া চিঠি খুলিল, লেখা আছে—"ড্যাঙ্কস্ ফর ইওর কম্‌প্লিমেণ্টস্! কিন্তু দুঃখ যে আমি ছবি আঁকতে জানি কিন্তু কবিতা লিখতে পারিনে, কাজেই—ইতি

কমলা"

মোটা চোকা আর্টপেপারে লেখা কয়টি কথা পড়িয়া সোমেন চিঠি উল্‌টাইল, দেখিল একখানি ছবি অবিকল-সোমেনের চেহারা, হাতে বই আর মাথায় চানাচুরের ঠোঙ্গা, নীচে লেখা, চানাচুর সমাদ্দার। নির্লজ্জ নারী! হাতের কাছে পাইলে চুলের মুঠা ধরিয়া এমনি করিয়া দুই-ঘুষি লাগাইয়া দেয়! সোমেন ঘুষি চালাইতে লাগিল। কাহার চিঠি খোঁজ লইতে আসিয়া জানালা দিয়া বৌদিদি দেখিতেছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন "ওকি ঠাকুরপো! কাকে ঘুষি মারছ?" উদ্যত ঘুষিটাকে পকেটে লুকাইয়া সোমেন কহিল, "বিরক্ত কোরো না! এক্‌সারসাইজ কচ্ছি।"

বৌদিদি কহিলেন, "ডাম্বেল কোথায়?" পকেট হইতে হাত বাহির করিয়া মুঠা পাকাইয়া সোমেন কহিল, "ডাম্বেলে হবে না, এখন মুগুর!"

সোমেনের চোখ দেখিয়া বৌদিদির ভয় হইল, তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলেন। সোমেন আবার ছবিখানি দেখিল, দেখিল যে এ

ছবির কাছে কবিতাটা কিছুই নয়। যেন পিনের আঁচড়ের বদলে ছুরীর খোঁচা।

এমন সময় দিদিমা বাহির হইতে কহিলেন, "দাদা, আয় তোকে একটু ত্রিফলার জল খাইয়ে দিই।"

সোমেন তীব্রস্বরে কহিল, "তিনফলাতে হবে না দিদিমা, চৌদ্দফলা চাই।" ত্রিফলার বদলে চোদ্দফলা পাওয়া যায় কি না জানিবার জন্য দিদিমা তাড়াতাড়ি আসিয়া শৈলি ঝিকে কৃষ্ণধন কবিরাজের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

৪

ত্রিফলার জল খাইয়াও সেদিন রাত্রে সোমেনের ঘুম হইল না। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া কমলার ধৃষ্টতার উপযুক্ত প্রতিশোধ দেওয়ার উপায় ভাবিতে লাগিল। কবিতাতে আর চলিবে না, কমলার একখানি ফটোগ্রাফ পাইলে কোনও আর্টিষ্টকে দিয়া একখানা কার্টুন আঁকা যায়, ভালই হয় কিন্তু ফোটোগ্রাফ চাওয়া যায় না, সব ফাঁস হইয়া যাইবে! তবে—

উপায় উদ্ভাবনের পূর্ব্বেই ভোর হইয়া গেল। কখনও অ্যাটালাণ্টা, কখনও কমলা, কখনও মিলটন—বিচিত্র বস্তুতে ধাক্কা খাইতে খাইতে মন অবশ হইয়া পড়িতেছিল, তখন দশটা বাজিল। ট্রামে চাপিয়া একরশি পথ গিয়াছে এমন সময় আর একটি তরুণীর সহিত কমলা ট্রামে উঠিল। সোমেন গম্ভীরমুখে বহিগুলি গুছাইয়া নামিবার উপক্রম করিতেছে, কমলা কহিল, "কোথা যাচ্ছেন?"

সোমেন কহিল, "চানাচুর কিনতে।" কমলা মুচকি হাসিয়া কহিল, "আনবেন চাট্টি আমার জন্যে—ড্যাঙ্কস্!" সঙ্গের সহাধ্যায়িনী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সোমেন চোখ লাল করিয়া নামিয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক পর কমলার ডেস্কে চানাচুরের একটি ঠোঙ্গা পৌঁছিল, কমলা খুলিয়া দেখিল তাহার মধ্যে চানাচুরের পরিবর্ত্তে কলার খোসা, সে হাসিল। দূর হইতে সোমেন দেখিল, কমলা চটিল না। আঘাতটা লাগিল না দেখিয়া সে একেবারে মুষড়িয়া গেল। ছুটির পর সোমেন গোলদীঘির মোড়ে দাঁড়াইয়া বাসের প্রতীক্ষা করিতেছিল। পিছনে কখন স-সঙ্গিনী কমলা আসিয়া দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল তাহা লক্ষ্য করে নাই। বাসে উঠিয়া বসিয়াছে; তখন কমলার সহিত চোখোচোখি হইল। কমলা সপ্রতিভভাবে কহিল, "আপনার খাবার আমাকে পাঠিয়েছেন সোমেনবাবু—তার জন্য ড্যাঙ্কস্!" সোমেন মুখ ফিরাইল, ইচ্ছা হইল মেয়েটাকে দাঁত নখ দিয়া কামড়াইয়া আঁচড়াইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে!

পরদিন সোমেন কলেজের সময়ের একঘণ্টা আগে বাহির হইল এবং ছুটির আগেই ফিরিল। কলেজে অবশ্য অজ্ঞাতসারে দু-একবার কমলার দিকে চাহিয়াছিল গম্ভীরমুখে, কমলাও চাহিয়াছিল কিন্তু তাহার দৃষ্টিতে কৌতুক আর বিদ্রূপ! এইরূপে প্রায় দিন পনেরো কাটিল। কথাবার্ত্তা না হইলেও তখনও প্রতিশোধ লইবার কল্পনা সোমেনের মগজে বাসা বাঁধিয়াছিল। একটা তুচ্ছ নারী তাহাকে পরাজিত করিয়া স্বচ্ছন্দে তাহারই চক্ষের সম্মুখে বিচরণ করিতে থাকিবে, এ অসহ্য! বৌদিদিকে সমস্ত ঘটনা বলিলে তিনি অবশ্যই প্রতিশোধের একটা

সদুপায় উদ্ভাবন করিয়া দিতে পারিবেন এ বিশ্বাস তাহার ছিল, কিন্তু এক নারীকে জব্দ করিবার জন্য অপর নারীর সাহায্য লইতে কিছুতেই মন সরিতেছিল না। শেষে হঠাৎ প্রতিশোধ লইবার এক মহা সুযোগ উপস্থিত হইল।

প্রতিশোধ না লইলেও আর চলিতেছিল না। একে তো প্রত্যহ কমলার সেই অসহ্য কৌতুক-হাস্য, তাহার পর একসঙ্গে বাসে আসিবার ভয়ে ক্রমাগত ক্লাস কামাই করিতে হইতেছে। যেমন করিয়া হোক চিরকালের মত কমলাকে জব্দ করিতেই হইবে। সেদিন সুযোগও জুটিয়া গেল।

পথের মোড়ে আসিতেই সোমেন দেখিল, ক্লাসের আর দুটি ছাত্রীর সহিত কমলা এক ট্যাক্সিতে উঠিয়া হাঁকিল, "বোটানিক্যাল গার্ডেন।"

সোমেন মিনিটখানেক ধরিয়া কি ভাবিয়া লইল, তাহার পর চলন্ত একখানি ট্যাক্সি থামাইয়া তাহাতে উঠিয়া পড়িয়া হাঁকিল, "বোটানিক্যাল গার্ডেন।"

বোটানিক্যাল গার্ডেন। কাল সায়াহ্ন। সঙ্গিনীরা গাছপালা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ফিরিতেছিল, একটা বেঞ্চে হেলান দিয়া কমলা বসিয়াছিল। জনপ্রাণী নাই। সোমেন ঝোপ হইতে ঝোপান্তরের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করিতেছিল, কমলার সম্মুখে আসিয়াই কহিল, "খাবেন চানাচুর?"

কমলা চমকিয়া উঠিল, তেমন করিয়া হাসিতে পারিল না, তবু অভ্যাসবশে কহিয়া উঠিল, "থ্যাঙ্কস্! দিন—"

সোমেন রক্তচক্ষু হইয়া কমলার ডানহাতখানি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া কহিল, "ইচ্ছে করে, চুলের মুঠি ধ'রে—"

বলিয়াই সে নিজেই চম্‌কাইয়া উঠিল, দেখিল যে কমলার চুলের গোছা আপনা-আপনিই যেন তাহার বুকের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। কমলা নিস্পন্দ।

হতভম্ব হইয়া ধপ করিয়া সোমেন বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল। এই সময় কমলা চোখে আঁচল দিল। সোমেন দেখিল, কমলা কাঁদিতেছে। হাতের মুঠা খুলিয়া শশব্যস্তে কহিল, "হাতে লেগেছে?" কমলা হাত না সরাইয়াই কহিল, "না।" সোমেন কিছুই বুঝিল না, কহিল "তবে —"

কমলা চোখ হইতে আঁচল না খুলিয়াই কহিল, "ছবিটা ছিঁড়ে ফেলে দেবেন—আর ক্ষমা—"

সোমেনের কথা জোগাইল না। নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিল। সহসা দূরে হাসির শব্দ শুনিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিল। দেখিল কমলারই দুই সঙ্গিনী হাসিতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে কহিল, "হাত মচ্‌কে গেছে—টিন্‌চার আইয়োডিনের পটি একটা—" বলিয়া কমলাকে দেখাইয়া দিয়া সে অন্তর্হিত হইয়া গেল। দূর হইতে একবার চাহিয়া দেখিল যে মুখ নীচু করিয়া কমলা দাঁড়াইয়া আছে।

* * * *

তেতলার ঘরে ঢুকিয়াই সোমেন দেখিল যে বৌদিদি কমলার আঁকা সেই ছবিখানা দেখিতেছেন আর হাসিতেছেন। সোমেন কহিল, "বৌদিদি! সর্ব্বনাশ করেছি।"

বৌদিদি চমকাইয়া উঠিলেন, কহিলেন "কি?"

সোমেন বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল, "নারী-নির্য্যাতন।" বৌদিদি সভয়ে কহিলেন, "নাটক রাখ ঠাকুরপো! বড্ড ভয় করে আমার!" সোমেন চোখ বুজিয়া কহিল,—"শুনবে তবে? শোন, সোমেন নামে একটি ছেলে ছিল"—তাহার পর এই কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি।

বৌদিদি সমস্ত শুনিয়া কহিলেন, "আগে যদি বল্‌তে ঠাকুরপো, তাহ'লে ছবি পাবার পর দিনই আমি পাল্‌টা জবাব দিয়ে দিতাম। তুমি থাক আমি তাকে জব্দ করে দিচ্ছি।"

পরদিন সোমেন ঠিক্ দশটায় কলেজে গেল, কমলাকে দেখিল না। তাহার সঙ্গিনী দুইটি তাহার দিকে চাহিয়া হাসিল, হাত তুলিয়া নমস্কারও করিল। পর দিনও কমলা আসিল না।

ইতিমধ্যে স্ত্রীর তার পাইয়া সোমেনের দাদা ছাপরা হইতে আসিলেন; চিঠির ঠিকানা দেখিয়া ইতিপূর্ব্বেই বৌদিদি ও দিদিমা কমলার বাড়ী ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। ফলে একদিন কমলার মামা ও সোমেনের দাদার সহিত ঘণ্টাখানেক পথে কথাবার্ত্তা—উভয়ে উভয়ের বাড়ীতেই আসিতেছিলেন।

পরে একদিন কমলার সহিত কলেজে সোমেনের দেখা হইল। কমলা হঠাৎ আঁচলটি মাথায় টানিতে গেল, কিন্তু আঁচল ব্রোচে আটকান ছিল বলিয়া পারিল না, অগত্যা মুখ নীচু করিয়া অত্যন্ত নিরীহ প্রাণীর মত বসিয়া রহিল আর সোমেন নীরবে পেন্সিল কাটিতে লাগিল।

শেষে একটা সামান্য নারীকে জব্দ করিবার জন্য এক দিন সন্ধ্যাকালে ট্যাক্সিতে চাপিয়া দুর্য্যোধন বেশে সোমেন কমলার মামা হারাণ মজুমদারের বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল।

জোয়ার

যে বয়সে কাক ডাকিলেও কোকিল বলিয়া ভ্রম হয় সেই দ্বাবিংশ বর্ষ বয়সে বেচারাম বাবু লবঙ্গমঞ্জরীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তখন ভবিষ্যৎ কেহই বিচার করেন নাই; বর, বধূ এবং তাঁহার আত্মীয় পরিজনের দৃষ্টি বর্ত্তমানেই একান্ত ভাবে নিবদ্ধ 'ছল। বেচারাম বাবু দেখিয়াছিলেন এক জোড়া পটল-চেরা চক্ষু, মুক্তার নোলক ও তাম্বুল-চর্ব্বণে ঈষৎ আরক্ত দুই পাটি দুগ্ধধবল দন্ত। বধূ দেখিয়াছিলেন ঘৃত-ছানাসেবনে নধরায়িত দেহ, স্ফীতগণ্ড একটি নবীন জলধরশ্যামল দেবমূর্ত্তি। লবঙ্গমঞ্জরীর মাতা দেখিয়াছিলেন একটি গোবেচারী ধরণের বালক, চাহিয়া খাইতে জানে না এবং তাঁহার পিতা দেখিয়াছিলেন বেচারাম বাবুর পিতা কেনারাম বাবুর কলিকাতার তিন খানা ভাড়াটিয়া বাড়ী এবং সুন্দরবনের তিন শত বিঘা আবাদী জমি। বিবাহ সাড়ম্বরেই হইয়াছিল—সেদিনের কথা মনে হইলেই আজও বেচারাম বাবু গ্রামোফোনে দম এবং তাহাতে পিলু রাগিণীর সানাইয়ের রেকর্ড জুড়িয়া দিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতেন ও লবঙ্গমঞ্জরী ভাঁড়ার-ঘরের বারান্দায় বসিয়া বেগুণ কাটিতে আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিতেন।

নদীর জোয়ারের জল শুথাইয়াছে আর তার দুই তীরে ভগ্ন ইষ্টকের পঞ্জর প্রকট করিয়া জরাজীর্ণ ঘাটের সোপানগুলি ক্রমে ক্রমে জাগিয়া উঠিতেছে। কিন্তু এমন কেন হইল?

তাহার বিস্তৃত বিবরণ এই কাহিনীর প্রসঙ্গে অনাবশ্যক। তথাপি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আভাস দিলে এই পার্থিব নশ্বর জগতের নশ্বরতর প্রেম-মরীচিকা সম্বন্ধে পাঠক পাঠিকাগণ সচেতন হইয়া সাবধান হইতে পারিবেন সেই জন্যই বলিতেছি।

ফুলশয্যার রাত্রি হইতেই আরম্ভ করা যাক্! জ্যোৎস্না রাত্রি। বাড়ীর আঙিনায় নিমগাছটিতে একটি রাত্রিচর পেচক পক্ষি-ভাষায় তাহার সখীর নাম ধরিয়া চীৎকার করিতেছিল। বেচারাম বাবুর পিসীমাতা বারান্দায় দাঁড়াইয়া 'দুর দুর' বলিয়া তাহাকে তাড়াইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, ছাতের চিলেকোঠায় ফুলের বিছানায় শুইয়া পিঠ্ চুলকাইতে চুলকাইতে বেচারাম বাবু নববধূর আগমনেব প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সিঁড়িতে চাপাহাসি, সতর্ক পদশব্দ ও চাবির গোছার ঝনৎকার শোনা যাইতেছিল, ক্রমে সমস্ত শব্দ ক্ষান্ত হইল এবং মিনিট দুয়েকের মধ্যে সিঁড়ির দরজার পাশে কাহার চুড়ির টুং টুং শোনা গেল এবং তাহার পরই হাতে একটা বেলফুলের মালা লইয়া নববধূ লবঙ্গমঞ্জরী কক্ষে প্রবেশ করিলেন, চক্ষের পলকে বেচারাম বাবু নিদ্রিত হইয়া নাসিকা গর্জ্জন আরম্ভ করিলেন। বধূ লবঙ্গমঞ্জরী দেখিল স্বামী ঘুমাইতেছেন, তৎক্ষণাৎ সে বাতি নিভাইয়া দিল। বেচারাম বাবু শশব্যস্তে কহিলেন —"ওকি, বাতি নিভিয়ে দিলে যে!"

লবঙ্গমঞ্জরী কহিল—"তুমি যে ঘুমুচ্ছ?" বেচারাম বাবু বিপদে পড়িয়া কহিলেন—"ঘুম নয়, তন্দ্রা। বাতি জ্বেলে দাও, তোমাকে দেখি একটু!"

লবঙ্গমঞ্জরীর বয়স তখন সতেরো বৎসর, ল্যাম্বস্ টেলস্ ক্রম

সেক্সপীয়ার পড়িয়া শেষ করিয়াছে, একটু হাসিয়া কহিল, "কি দেখবে আবার? দিন-ভোর-তো জানালা দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখলে?" বেচারাম বাবু কহিলেন—"আবার দেখব!"

"ত্যাখো" বলিয়া লবঙ্গমঞ্জরী সুইচ টিপিল এবং সেই দীপালোকিত কক্ষে পুষ্প-শয্যায় বসিয়া উভয়ে উভয়কে জানাইল যে জগতে আর কিছু না থাকিলেও তাহারা দুই জন দুই জনকে ভালবাসিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে। গৃহ না থাকিলে বনে গিয়া এবং অন্ন না থাকিলে ফল মূল খাইয়া জীবন ধারণ করিবে, তোয়ালে না থাকিলে কেশরাশি দিয়া লবঙ্গমঞ্জরী বেচারামের পা মুছাইবে এবং আলতার অভাব হইলে বেচারাম নিজের বুকের রক্ত দিয়া লবঙ্গমঞ্জরীর পেলব চরণ রাঙাইবে; কেবল মাত্র এম্-এ পরীক্ষাটা পাশ করা আবশ্যক নতুবা পিতা গালাগালি দিবেন। লবঙ্গমঞ্জরীও জানাইল যে বেচারামকে দান করিয়াই তাহার নারীজীবন সার্থক হইয়াছে এখন একমাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিতে পারিলেই জীবনের কোনও সাধ আর অপূর্ণ থাকিবে না।

কিন্তু যেমন গাছের সব আম পাকে না তেমনি জীবনের সকল সাধ পূর্ণ হয় না। বেচারাম ও লবঙ্গমঞ্জরীর সাধেও ভগবান বাদ সাধিলেন। ঠিক্ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পনেরো দিন পূর্ব্বে বেচারামের পিসীমাতা ঠাকুরাণী ভ্রাতুষ্পুত্রের মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে মরলোক ত্যাগ করিলেন। পিতৃ-গৃহে জিওমেট্রীর প্রবলেম কষিতে কষিতে এই সংবাদ পাইয়া লবঙ্গমঞ্জরী কাঁদিয়া উঠিল। পরদিন তাহার শ্বশুর কেনারাম বাবু স্বয়ং তাহাকে লইতে আসিলেন। লবঙ্গমঞ্জরী কাঁদিতে কাঁদতে তাহার বহিগুলি বাক্সে গুছাইয়া তুলিয়া পিস্শাশুড়ীর শূন্য স্থান

অধিকার করিতে পতিগৃহে যাত্রা করিল। শ্রাদ্ধান্তে ব্রাহ্মণ-ভোজন, তৎপর দিবস কাঙ্গালী বিদায় এবং শেষ দিন কুটুম্বিনীগণের মধ্যে বস্ত্র-বিতরণ সমাপ্ত করিয়া লবঙ্গমঞ্জরীর মনে পড়িল যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা সে বৎসরের মত শেষ হইয়া গেছে। ঘরে গিয়া চেয়ারে বসিয়া সে কাঁদিতে লাগিল, পিছন হইতে বেচারাম বাবু আসিয়া অতিরিক্ত আগ্রহে চেয়ারশুদ্ধ লবঙ্গমঞ্জরীকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া কহিলেন —"কেঁদোনা তুমি, আমি তোমাকে নিজে পড়িয়ে আস্‌ছে বছর নিশ্চয় পাশ করাব।" লবঙ্গমঞ্জরী চোখের জল মুছিয়া কহিলেন "এবার আমি স্কলারসিপ পেতাম যে!"

বেচারাম কহিলেন, "আস্‌ছে বছর মেডেল পাবে!"

স্বামীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া লবঙ্গমঞ্জরী তখনকার মত পরীক্ষার কথা ভুলিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য পাঠের নানারূপ প্রতিবন্ধকতা বশতঃ বেচারাম বাবুও পাশ করিতে পারিলেন না।

পরীক্ষার খবর যেদিন বাহির হইল, সেদিন বেচারাম বাবু পিতার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া রিক্সা চাপিয়া বাগবাজারে লবঙ্গমঞ্জরীর পিতৃ-গৃহে গমন করিলেন। লবঙ্গমঞ্জরী তখন ছাদে রেলিং ভর দিয়া দাঁড়াইয়া পাশের বাড়ীর বাতায়ন লক্ষ্য করিয়া কাহাকে যেন কি বলিতেছিলেন, স্বামীর পদশব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"ফল বেরিয়েছে?"

বেচারাম বাবু কহিলেন, "ফেল করেছি।"

লবঙ্গমঞ্জরীর মুখ শুকাইয়া গেল। কহিলেন "যে বিপদ আপদ গেল। তা নৈলে তোমার মত ছেলে—"

বেচারাম বাবু কহিলেন, "সেজন্য নয়। তুমি পরীক্ষে দিতে পার্লে না আর আমি তোমার অভিন্নহৃদয় স্বামী হ'য়ে কেমন ক'রে পাশ কর্ব্ব? সেই জন্যে—" লবঙ্গমঞ্জরী স্বামীর অপূর্ব্ব পত্নীপ্রেমে আবিষ্ট হইলেন এবং চকিত দৃষ্টিতে একবার পাশের সমস্তগুলি বাড়ীর ছাত দেখিয়া লইয়া বেচারাম বাবুর বুকে মুখ লুকাইলেন। তাহার পর ছাতে বসিয়া দুইজনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে এবার উভয়কেই পাশ করিতে হইবে। তাহার জন্য যদি কালীঘাটে তিন জোড়া পাঁঠা দিতে হয় তাহাও স্বীকার। লবঙ্গমঞ্জরী তাঁহার মাসিক হাত-খরচের টাকা হইতে জমাইয়া সে পাঁঠা কিনিয়া দিবেন।

পরীক্ষার খবর শুনিয়া কেনারাম বাবু পুত্রকে কিছু বলিলেন না, পুত্রবধূকে ডাকিয়া কহিলেন, "তুমি একটু শাসনে রেখো বৌমা! তেতলার চিলে কোঠায় ও পড়্‌বে আর তুমি দোতলার বারান্দায় ব'সে কাজকর্ম্ম সব দেখবে আর পাহারা দেবে, বুঝলে?" লবঙ্গমঞ্জরী দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া হাস্য রোধ করিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

অতএব বেচারাম বাবুকে গৃহস্থ হইয়াও সন্ন্যাসী সাজিতে হইল। তিনি তেতলার চিলেকোঠা ঘরে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া অধ্যয়নে ব্যাপৃত হইলেন। কিন্তু স্বভাবদোষ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। এক পাতা পড়িয়াই সিঁড়ির দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাকিতেন, "ওগো! শুন্‌ছ?"

লবঙ্গমঞ্জরী দোতলা হইতে জবাব দিতেন—"শুনছি।"

"আমার পায়ের তলাটায় একটু সুড়্‌সুড়ি দিয়ে যাও তো, বড় ঘুম পাচ্ছে।"

লবঙ্গমঞ্জরী কহিতেন—"ঠাকুর কিন্তু বাড়ীতেই আছেন!"

পিতা বাড়ীতে আছেন শুনিয়াই বেচারাম বাবুর নিদ্রার আবেশ ছুটিয়া যাইত, তিনি তারস্বরে আবার পড়িতে আরম্ভ করিতেন এবং দশ মিনিট পড়িয়াই আবার ডাকিতেন, "ওগো শুন্‌ছ, বাবা বেরিয়ে গেছেন?"

স্বামীর নিকট বারবার মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ কাজেই লবঙ্গমঞ্জরী কহিতেন "হ্যাঁ, কেন?"

"ছাদে একটা কাক বড্ড ডাক্‌ছে, তাড়িয়ে দিয়ে যাও তো লক্ষ্মী!"

বেচারাম বাবুর লক্ষ্মী দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়াই কাল্পনিক কাকের উদ্দেশ্যে 'হুস্ হুস্' শব্দ করিতেন। বেচারাম বাবু খানিকক্ষণ কাণ পাতিয়া থাকিয়া আবার ডাকিতেন, "ওগো জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে যাওতো!"

লবঙ্গমঞ্জরী কহিতেন, "পার্ব্ব না। হিষ্ট্রী পড়ছি এখন!"

বেচারাম বাবু আর কথা কহিতেন না, বালিশ বুকে টানিয়া চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া থাকিতেন আর এদিকে লবঙ্গমঞ্জরী তাঁহার দক্ষিণ কর্ণ একতলায় কেনারাম বাবুর বৈঠকখানার দিকে ও বাম কর্ণ বেচারাম বাবুর তেতলার সিঁড়িঘরের দিকে উৎকর্ণ করিয়া দোতলার বারান্দায় বসিয়া সিপাহী বিদ্রোহের কারণাবলী কণ্ঠস্থ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেন। শেষে রাগিয়া 'ম্যাট্রিকুলেশন হিষ্ট্রী অফ্ ইণ্ডিয়া' খানা পানের বাটার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেন ও একতলার সিঁড়িদরজায় শিকল লাগাইয়া তেতলায় গিয়া উপস্থিত হইতেন। তারপর বেচারাম বাবুর মাথায় হাত দিয়া কহিতেন—"হ্যাঁ গা, রাগ কর্লে?"

বেচারাম বাবু মুখ না তুলিয়া গাঢ়স্বরে কহিতেন—"যাও, যাও হিষ্ট্রী পড়—মরা মানুষের নাম মুখস্থ করগে !"

লবঙ্গমঞ্জরী বেচারাম বাবুর ছোট বালিশটাতে নিজের মাথা রাখিবার একটু স্থান করিয়া লইয়া কহিতেন, "আর কোর্ব্বনা। এই বারের মত মাফ কর!" অগত্যা বেচারাম বাবু ক্ষমা করিতেন এবং তাহার পর উভয়ের মধ্যে অর্দ্ধ প্রহর ধরিয়া যে কথাবার্ত্তা হইত তাহার সহিত ডকট্রিন অফ্ ল্যাপ্স্ অথবা কেবাল মিনিষ্ট্রির কোনও সম্পর্ক থাকিত না। কথা না ফুরাইতেই একতলায় সিঁড়ির শিকল ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিত, মৃদুকণ্ঠে আহ্বান আসিত—"বৌমা!" লবঙ্গমঞ্জরী তাড়াতাড়ি নামিয়া হাতের কাছে যাহা পাইতেন—সূঁচ সুতা, পানের বাটা অথবা তেলের বোতল, তাহা বাম হাতে লইয়া ডান হাতে শিকল খুলিতেন। কেনারাম বাবু স্মিতমুখে প্রশ্ন করিতেন, "বেচু পড়্ছে তো ?" লবঙ্গমঞ্জরী কহিতেন, "হুঁ"।

কেনারাম বাবু কহিতেন "আচ্ছা, এইবার নেয়ে খেয়ে নিক্! বেশী পড়াও ভাল নয় আবার! যাও, ডেকে দাও গে।"

লবঙ্গমঞ্জরী বেচারাম বাবুকে ডাকিয়া দিতেন। বেচারাম বাবু ললাটের শিরা টিপিতে টিপিতে নামিয়া আসিতেন, কেনারাম বাবু কহিতেন, "কপাল তো টন্‌টন্ কর্ব্বেই। এক সঙ্গে বেশী পড়াতে মাথায় ঝাঁকানি লাগে। খানিকটা পড়্বে আর খানিকটা ঘুরবে—ছাতে—"

বেচারাম বাবু "আজ্ঞে আচ্ছা" বলিয়া স্নানের ঘরে প্রবেশ করিতেন।

* * *

মার্চ্চ মাসে ম্যাট্রিকুলেশন, জুলাইতে এম্-এ। হঠাৎ একদিন ডিসেম্বর মাসে মুখ অত্যন্ত বিমর্ষ করিয়া লবঙ্গমঞ্জরী বেচারাম বাবুকে

কহিলেন—"এবারও পরীক্ষা দেওয়া হোলনা!" বেচারাম বাবু মুষড়িয়া গিয়া কহিলেন, "ছাখো যদি কোনও মতে পার!" লবঙ্গমঞ্জরী আঙ্গুলের কর গণিয়া কাঁদো কাঁদো হইয়া কহিলেন, "কোনোমতেই হয় না আর!" বেচারাম বাবু শুষ্ক কহিলেন, "তাইতো!" তাহার পরই মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে পেন্সিল কিনিতে বাহির হইয়া গেলেন।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার কয়েকদিন লবঙ্গমঞ্জরীকে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকিতে হইল। পরীক্ষার দিন কয়েক পর একদিন বেচারাম বাবু অত্যন্ত করুণা-মধুর স্বরে লবঙ্গমঞ্জরীকে কহিলেন, "এবার পরীক্ষা দিলে তুমি নিশ্চয় মেডেল পেতে।"

লবঙ্গমঞ্জরী হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্রখণ্ডে বিজড়িত শিশুকন্যাটিকে বেচারাম বাবুর দিকে তুলিয়া ধরিয়া তীক্ষ্ণস্বরে কহিলেন, "এই যে মেডেল দিয়েছ!" বেচারাম বাবু অত্যন্ত অপরাধীর মত মুখ নীচু করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিছুকাল আর পরীক্ষার প্রসঙ্গ হইল না। মাস ছয় পর একদিন বেচারাম বাবু হাসিতে হাসিতে আসিয়া লবঙ্গমঞ্জরীকে বলিলেন, "আমি সেকেন ক্লাস পেয়েছি।" লবঙ্গমঞ্জরী প্রথমে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন, পরক্ষণেই তাঁহার পতিভক্তিতে আঘাত লাগিল, মনে হইল বেচারামবাবু প্রতারক, স্বার্থপর—লবঙ্গমঞ্জরীকে নারীজন্ম সার্থক করিবার কাজে নিযুক্ত রাখিয়া নিজে স্বচ্ছন্দে পরীক্ষা দিয়া পাশ করিয়া গিয়াছেন!

লবঙ্গমঞ্জরীর প্রাণে সেই প্রথম ঈর্ষ্যার আঁচড় লাগিল। পর বৎসর ট্রাম হইতে পড়িয়া ঠিক মার্চ্চমাসে কেনারাম বাবু পঞ্চত্ব পাইলে লবঙ্গমঞ্জরীর প্রাণের এই আঁচড়টি সূক্ষ্মরেখা হইতে একটি দাগে পরিণত হইল। তৎপর বৎসর লবঙ্গমঞ্জরী ঠিক মার্চ্চ মাসেই পুনরায় প্রথম

বৎসরের মত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। বেচারাম বাবু পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার পর দিবসেই শ্বাশুড়ীর তত্ত্বাবধানে তদীয় কন্যাকে সমর্পণ করিয়া লবঙ্গমঞ্জরীর ভয়ে পুরী যাত্রা করিলেন। চতুর্থ বৎসরে মার্চ্চমাসে খুকীর ইনফ্লুয়েঞ্জা ও পঞ্চম বৎসরে ঠিক্ মার্চ্চ মাসেই আবার খোকার টায়ফয়েড্ হইল। এইরূপে লবঙ্গমঞ্জরীর বিবাহিত জীবনের চতুর্দ্দশটি মার্চ্চ মাস কাটিয়াছে এবং প্রাণের সেই আঁচড়ের দাগটি ক্রমে ক্রমে একটি চৌদ্দ ইঞ্চি প্রস্থ বিশিষ্ট অস্ত্রক্ষতে পরিণত হইয়াছে। লবঙ্গমঞ্জরীর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই তবে তাঁহার খুকী বই খাতা হ্যাণ্ডব্যাগে ভরিয়া প্রতিদিবস ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে যাতায়াত করিতেছে।

* * * *

জীবন-নদীর ভাটার টানে এমনই একটা দিনে আমাদের কাহিনীর ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল।

তখন বড়দিন। সিমলা, বোম্বাই, ওয়ালটেয়ার, দিল্লী, কাণপুর প্রভৃতি স্থান হইতে লবঙ্গমঞ্জরীর বাল্যসখীরা তাঁহাদের স্বামীদের বেতনের আয়তন অনুযায়ী কলেবর লইয়া কলিকাতায় বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় সে বৎসর নিখিল-ভারত-শিল্প-প্রদর্শনী। প্রথম শ্রেণীর সমস্ত হোটেল বারান্দায় স্থানাভাবের নোটীশ লট্কাইয়া দিয়াছে ও কলিকাতার বাজারে মুর্শিদাবাদী শিল্কের শাড়ীর দাম টাকায় দুই আনা হিসাবে চড়িয়া গিয়াছে।

উক্ত শিল্প-প্রদর্শনীতে একদিন সন্ধ্যাকালে লবঙ্গমঞ্জরী সকন্যা ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহারই সমানবয়সী একটি মহিলা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন, "হ্যাঁ ভাই, তুমি লবঙ্গ না?"

লবঙ্গমঞ্জরী আগন্তুকার পায়ের জরি-বসানো নাগরা ও পরণের পার্শী-শাড়ীর ঘাগরাবৎ ঢেউ দেখিয়া ভাবিলেন, বাইজী—পরক্ষণেই স্মৃতি-গহ্বরে একটি আবছায়া মূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল। কিন্তু সে অতীব শীর্ণকায়া এবং সম্মুখবর্ত্তিনী একেবারে বরনারী, কাজেই কি বলিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। আগন্তুকা হাসিয়া কহিলেন—"চিন্‌তে পার্ল্লে না ভাই—আমি পঙ্কজ!" লবঙ্গমঞ্জরী হাসিয়া কহিলেন, "যে মুটিয়ে গিয়েছ ভাই!" পঙ্কজিনী কহিলেন, "উনিও তাই বলেন, কি করি বল্ দেখি ভাই?" বলিয়া পঙ্কজিনী দেবী একখানি বার বর্গগজ প্রমাণ ফুলদার রুমাল পাতিয়া তদুপরি তৃণ-শয্যায় উপবেশন করিলেন। সেখানে বসিয়াই উভয় সখীতে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পঙ্কজিনীর বেলফুল কমলিনী, কমলিনীর গঙ্গাজল নির্ঝরিণী, নির্ঝরিণীর দেখনহাসি পূজারিণী, পূজারিণীর ফাগ সুভাষিণী ইত্যাদি সখীত্বসূত্রে গ্রথিত অর্দ্ধডজন নারী একটি পুষ্পমালার মত লবঙ্গমঞ্জরীকে বেষ্টন করিলেন, তাঁহাদের স্বামীরা দূরে বটগাছের তলে দাঁড়াইয়া উর্দ্ধনেত্রে গাছের ডালের সংখ্যা নির্ণয় করিতে করিতে সভাভঙ্গের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধপ্রহর রাত্রে কলহাস্যধ্বনিসহ সভাভঙ্গ হইল। একমাত্র তিনিই কলিকাতাবাসিনী বলিয়া আগামী দিবস অপরাহ্নে তাঁহার গৃহে সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া লবঙ্গমঞ্জরী বিদায় লইলেন।

পথে আসিতে আসিতে লবঙ্গমঞ্জরী আপনার অবস্থা একবার চিন্তা করিলেন, বুঝিলেন যে তিনি নিতান্তই অভাগিনী। সকলের স্বামীরা তাঁহাদের পত্নীকে সঙ্গে লইয়া প্রদর্শনী-ভ্রমণে আসিয়াছেন আর তাঁহার

সঙ্গে আসিয়াছে গুণ্ড কোচ্‌ম্যান্‌, মহাদেও বরকন্দাজ আর মাধাই সহিস। লবঙ্গমঞ্জরীর মানসিক বিলাপ শেষ হইবার পূর্ব্বেই গাড়ী ফটকে প্রবেশ করিল। বেচারাম বাবু অস্থির হইয়া তখন এঘর ওঘর করিতেছিলেন এবং ক্ষেমী ঝি কেন লবঙ্গমঞ্জরীর সঙ্গে যায় নাই, এইজন্য তাহাকে তিরস্কার করিতেছিলেন। লবঙ্গমঞ্জরীকে দেখিয়া বেচারাম বাবু সহর্ষে কহিলেন, "যা হোক্‌, এলে?" লবঙ্গমঞ্জরী নিজের দুর্ভাগ্যের কথা তখনও ভুলিতে পারেন নাই, কহিলেন, "না এলেই ভালো হ'ত!" বেচারাম বাবু সাহস করিয়া আর কিছু বলিতে পারিলেন না, খুকীকে ডাকিয়া গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর মা টাকা নিয়ে যায় নি বুঝি, না?" খুকী 'জানি নে' বলিয়া চলিয়া গেল। তখন বেচারাম বাবু নীচে নামিলেন এবং সহিসকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে পথে ঘোড়া দুষ্টামি করে নাই। তবে সহসা লবঙ্গমঞ্জরীর এরূপ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণের কারণ কি? কিছু বুঝিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি আহার সমাপ্ত করিয়া বেচারাম শয়ন করিলেন। পরদিন লবঙ্গমঞ্জরীর রুদ্ররূপের হেতু বেচারাম বাবুর চক্ষে প্রাতঃসূর্য্যের মতই প্রত্যক্ষ হইল।

বেচারামবাবু তখন আহারান্তে নিদ্রিত। অকস্মাৎ সিঁড়িতে অনেকগুলি পদশব্দ, চুড়ীকঙ্কণের ঝণৎকার, গরদের শাড়ীর খস্‌খসানি, কলহাস্য শুনিয়া তিনি চমকিত হইয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। পরক্ষণেই, "এসো ভাই!" "মাইরি, কি মানিয়েছে!" "ওটা ক'ভরির?" "মজুরী কি নিলে?" "পান্নাখানা ক' রতি?" "আস্‌তে দিলে তো?" এই প্রকার বিচিত্র প্রশ্ন শুনিয়া বুঝিলেন যে লবঙ্গমঞ্জরীর

কক্ষে সখী-সমাগম হইয়াছে। বাহিরে যাইতে হইলে লবঙ্গমঞ্জরীর কক্ষ তিনখানির সম্মুখ দিয়া যাইতে হয়—কিন্তু বেচারামবাবু গত পাঁচ দিন সময়াভাবে ক্ষৌর-কার্য্য করেন নাই, কাজেই কক্ষত্যাগ করিতে না পারিয়া বিছানায় মুদ্রিত নেত্রে শুইয়া পার্শ্বের কক্ষের স্বামীগৃহ, সন্তান এবং বিবাহতান্ত্রিক আলোচনা শুনিতে লাগিলেন।

শুনিতে শুনিতে বেচারামবাবু তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, সহসা লবঙ্গমঞ্জরীর উচ্চ কণ্ঠস্বরে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, লবঙ্গমঞ্জরী কহিতেছেন, "তোদের স্বামী ঘরে মাষ্টার বেখে পড়িয়ে পাশ করিয়েছে—ভাগ্যি ভাল। আমার স্বামীর মত মানুষের হাতে পড়লে ফার্ষ্ট-বুকেই শেষ হ'ত। আমি আবাব পাশ দেব!" বেচাবামবাবুর আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগিল। রাগও হইল, কিন্তু ক্রোধের উদ্রেক হইলেই তিনি গ্রীক্ নীতি-উপদেষ্টার উপদেশ অনুসারে মনকে বিক্ষিপ্ত করিবার জন্য এক হইতে একশ পর্য্যন্ত গণিতেন, আজও সেই পন্থাই অবলম্বন করিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে হাজার পর্য্যন্ত গণিয়াও ক্রোধের শান্তি হইল না, তখন ছাদে গিয়া পাদচারণা করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, লবঙ্গমঞ্জরীর অতিথিবা যূথবদ্ধ হইয়া মোটর-আরোহণে প্রস্থান করিলেন, ছাদ হইতে রক্তনেত্র বেচারামবাবু তাহা দেখিলেন। তারপর ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিলেন। লবঙ্গমঞ্জরী প্রশ্ন করিলেন, "দু'খানা লুচি মুখে দেবে?"

বেচারামবাবু কহিলেন, "না।" তারপর নীচে নামিয়া গিয়া একখানি চিঠি লিখিয়া ক্ষেমী ঝির হাতে দিয়া লবঙ্গমঞ্জরীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। লবঙ্গমঞ্জরী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পাঠ করিলেন—

"তুমি আমার অপমান করিয়াছ। আমি তোমাকে মাষ্টার রাখিয়া পড়াইয়া পাশ করাই নাই এই কথা ভদ্রমহিলাদের নিকট রটাইয়াছ। কালই এই কথা তাঁহাদের স্বামীর নিকট এবং স্বামীদের মুখ হইতে তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবেরা শুনিবেন। প্রথমে কলিকাতা সহরে, তাহার পর দিল্লী, আগ্রা, দেরাদুন, সিমলা, কাণপুব, বোম্বাই, মাদ্রাজে এই অখ্যাতি প্রচার হইয়া যাইবে। লোকে মনে করিবে আমি স্ত্রীকে যন্ত্রণা দিই এবং তাঁহাকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বর্ব্বর করিয়া রাখিয়াছি। এ ক্ষেত্রে আমি তোমার স্বামী হইবার উপযুক্ত নহি, কাজেই অদ্য হইতে আমি বৈঠকখানায় শুইব এবং নীচের ঘরেই আহারাদি করিব। ইতি শ্রীবেচারাম।"

লবঙ্গমঞ্জরীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, কহিলেন "বেশ!"

আহারান্তে বৈঠকখানার ঘরে ছারপোকার দংশনে অতিষ্ঠ হইয়া বেচারামবাবু ছট্ ফট্ করিতেছিলেন এমন সময় ক্ষেমী ঝি একখানি পত্র লইয়া উপস্থিত হইল, বেচারামবাবু পড়িলেন।

"তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইলাম। তোমার ছেলে মেয়েদের খাওয়াইতে পরাইতে আমার জীবন ব্যর্থ হইল, আবার তুমিই রাগ করিতেছ! আমি কল্য হইতে তোমার সংশ্রবে থাকিব না, অশান্ত ছেলে মেয়ে কেমন করিয়া সামলাও তাহা দেখিব। লোকে দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বোঝেনা। ইতি—শ্রীমতী লবঙ্গমঞ্জরী দেবী।"

প্রথমে বেচারামবাবুর মাথা ঘুরিয়া উঠিল কিন্তু তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া ক্ষেমী ঝিকে কহিলেন "বেশ!"

*　*　*　*

ত্রিলোচন কবিরাজ

সমস্ত রাত্রি নানা দুর্ভাবনা ও নির্ম্মম ছারপোকা-দংশনের ফলে গতনিদ্র হইয়া রাত্রিশেষে বেচারামবাবু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন—ঘুম ভাঙ্গিল ছোট খোকার চীৎকারে। সে আসিয়া বেচারামবাবুর হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল, "খিদে পেয়েছে বাবা!" তন্দ্রাবিজড়িত নেত্র ঈষদুন্মীলিত করিয়া বেচারামবাবু কহিলেন—"বিরক্ত কোরোনা খোকা, তোমার মার কাছে যাও!" খোকা কহিল—"মা যে নেই।" সর্পদষ্টবৎ চমকিত হইয়া বেচারামবাবু শয্যার উপব উঠিয়া বসিলেন, গত দিবসের যাবতীয় ঘটনা মনে পড়িল। তাড়াতাড়ি দোতলায় উঠিয়া দেখিলেন দোতলা শূন্য—কেবল বড় খুকী ছবি আঁকিতেছে এবং বড় খোকা ও ছোট খুকী দুই জনে পিতার পরিত্যক্ত ছেঁড়া চটিগুলি সংগ্রহ করিয়া লবঙ্গমঞ্জরীর রজত-শুভ্র প্রশস্ত শয্যার উপর একটি ছিন্ন পাদুকার মনুমেণ্ট প্রস্তুত করিতেছে। বেচাবামবাবুকে দেখিয়াই বড়খুকী কহিল,—"আজ আমার স্কুলের মাইনের দিন বাবা, টাকা দিয়ে বাড়ী থেকে বেরিও। বার বার চাইতে পার্ব্বনা।"

বেচারামবাবু প্রশ্ন করিলেন—"তোমার মা—"

বড়খুকী কহিল—"মা দিয়ে যায়নি, ব'লে গেল যে সব তোমার কাছ থেকে নিতে হবে। এই তোমার ভাঙ্গা বাক্সটার চাবী রেখে গেছে।" বলিয়া একটা চাবী পিতার হাতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

বেচারামবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় গেছেন?"

বড় খোকা কহিল "বাগবাজার! আর বলেছে তুমি যদি ও-মুখো হও—" বড়খুকী তাহাকে ধমক্ দিয়া কহিল, "চুপ্ কর খোকা! বাপের সঙ্গে বুঝি ও রকম ক'রে কথা কইতে হয়? শোন বাবা, মা বলেছে যে

যদি তুমি বাগবাজারের দিকে যাও তা হ'লে মা দুঃখিত হবেন, তারপর, কলকাতা ছেড়ে চলে যাবেন—কাশীও যেতে পারেন, কাটোয়ায়ও যেতে পারেন।" ছোট খুকী কহিল—"মা বলেছে—যে সে আর আমাদের মা নয়, নতুন মা আস্‌বে। হ্যাঁ বাবা, কবে আস্‌বে?"

বেচারামবাবু কহিলেন—"হুম্! আচ্ছা!"

তাহার পর একখানি চাদর গায়ে ফেলিয়া বাহির হইবার জন্য কেবল ঘরের বাহির হইবেন এমন সময় বড় খোকা কহিল, "আমাদের খাবার আনিয়ে দাও বাবা। আমার কচুরী, ছোট খুকীর বার্লির বিস্কুট।"

বড় খুকী ও ছোট খোকা সমস্বরে কহিল—"আমাদের গরম বেগুনী।"

বেচারামবাবু একটু ভীত হইলেন তারপর কহিলেন—"ক্ষেমীকে ডাক!"

"সে তো নেই বাবা!" বড় খুকী কহিল।

"কোথায়?"

"সে আজ সকালে মার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে মার গাড়ীতেই চ'লে গেছে।"

বেচারামবাবু বুঝিলেন যে ষড়যন্ত্র। কহিলেন—"হুম্! বেশ দেখ্‌ব! ঠাকুর?" গণপতি ঠাকুর আসিয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল যে সজিনার চচ্চড়িতে লঙ্কা বাঁটা দিতে হইবে কিনা।

বেচারামবাবু কহিলেন, "না। তুমি খোকা খুকীদের খাবার আনিয়ে দাও।"

গণপতি কহিল—"এখন আবার কি খাবে বাবু! দশটা বাজে। একবার তো খেয়েছে!"

বেচারামবাবু বুভুক্ষু চতুষ্টয়ের প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানিয়া কহিলেন—"খেয়েছিস্?"

বড় খুকী কহিল—"অল্প।"

বেচারামবাবু কহিলেন,—"এখন থাক্ তবে, বিকেলে বেশী ক'রে খাস্!"

সে দিন বেচাবামবাবু গৃহস্থালীতে মনোযোগ দিলেন, সমস্ত গুছাইয়া খোকাখুকীদেব আহারের নিয়ম ও পরিমাণ একখানি কাগজে লিখিয়া রান্নাঘবের দরজায় সাঁটিয়া দিলেন এবং ঠাকুর ও চাকরকে জানাইলেন যে সমস্ত কাজ নিয়মমত হওয়া চাই। মাইজী নাই বলিয়া চালাকী করা চলিবেনা।

রাত্রে বেচারামবাবুব তন্দ্রাকর্ষণ হইবার উপক্রম হইতেছিল, ছোট খোকা আসিয়া কহিল—"বাবা আমার লাল জামাটা পরিয়ে দাও না—"

বেচারামবাবুব তন্দ্রা টুটিল—"রাত্রে কি হবে জামা?"

ছোট খোকা কহিল—"নৈলে ঘুম পাচ্ছে না আমার!"

বেচারামবাবু হাঁকিলেন—"বড় খুকী!"

বড়খুকী জবাব দিল—"আমার বড্ড কাণ কট্ কট্ কচ্ছে বাবা!"

বেচারামবাবু কহিলেন—"আচ্ছা।"

প্রভাতে বৈঠকখানায় বসিতেই জগু কোচম্যান আসিয়া জানাইল ঘোড়া দানা খাইতেছে না।

বেচারামবাবু কহিলেন—"ডাক্তার দেখাও।"

জগু চলিয়া গেল এবং সন্ধ্যার সময় আসিয়া জানাইল যে ঘোড়া ছট্‌ ফট্‌ করিতেছে।

বেচারামবাবু ধোপার কাপড় হিসাব করিতেছিলেন। নির্বিকার চিত্তে হুকুম দিলেন, ঘোড়াকে পিঁজরা-পোলে পাঠাইয়া দেওয়া হৌক্‌!

দুপুর বেলা বেচারামবাবু ঘুমাইতেছিলেন, এমন সময় একটি কন্‌ষ্টেবল দুই হাতে ছোটখোকা ও ছোটখুকীর হাত ধরিয়া আনিয়া হাজির করিয়া জানাইল যে বড় রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া দুই জন কাঁদিতে কাঁদিতে বাগবাজারের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল। বেচারাম বাবু কনষ্টেবলকে একটি সিকি বথশিস্‌ দিয়া বিদায় করিলেন, কিন্তু বুঝিতে পারিলেন কলিকাতার গাড়ীঘোড়াসঙ্কুল সহরে এইসব অশান্ত ছেলে মেয়ে লইয়া বাস করা নিতান্তই বিপদ্‌জনক। তৎক্ষণাৎ বরকন্দাজ ডাকিয়া টাইমটেবিল কিনিতে হাওড়া ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলেন।

টাইমটেবিলের পাতা উল্টাইয়া আইন কানুন দেখিয়া বেচারামবাবু মনে মনে কি স্থির করিলেন তাহা তিনিই জানেন। সন্ধ্যাকালে এক বাক্স হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, এক ঝুড়ি কমলা লেবু ও হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসাবিজ্ঞান নামক একখানি বহির এগারো ভল্যুম কিনিয়া বাড়িতে পৌঁছিয়াই দেখিলেন দোতালায় হৈ চৈ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এক গামলা রসগোল্লা সম্মুখে লইয়া তাঁহার দুই খোকা ও দুই খুকী মহা সমারোহে ভোজন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বেচারামবাবু স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন এবং অতিরিক্ত রসগোল্লাভোজনে উদরাময় হইলে নক্স কিংবা পাল্‌সেটিলা দিতে হইবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময় দাদার সহিত পাল্লা দিতে গিয়া ছোট খোকা

এক সঙ্গে দুইটি রসগোল্লা গালে ফেলিয়া দিয়া চক্ষু কপালে তুলিল। বড়খুকী তাড়াতাড়ি চেঁচাইয়া উঠিল—"ওরে মর্ব্বি যে—বমি কর্!" ছোট খোকা সেই অবস্থাতেই মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াই চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। বড়খুকী কাঁদিয়া উঠিল এবং ঠিক্ সেই সময় ঘরেব দরজার আড়াল হইতে ক্ষেমী ঝি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ছোট খোকাকে কোলে লইয়া তাহার মাথায় জল ঢালিয়া বাতাস করিতে বসিল। বেচারামবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি এখানে কেন?"

ক্ষেমী কহিল—"গিন্নিমা খোকাখুকীদের রসগোল্লা পাঠিয়েছিলেন। তাই—"

বেচাবামবাবু কহিলেন—"হুম্! ফিরিয়ে নিয়ে যাও!"

রসগোল্লা ফিবাইয়া লইবার কথায় ছোট খোকা উঠিয়া বসিয়া কহিল—"উঁহু! ও আমার!" বলিয়া আড়াই সেব রসগোল্লার অবশিষ্ট তিনটি খপ্ করিয়া মুঠা করিয়া লইয়া সে একতলার সিঁড়ি ধরিল। বেচারামবাবু আঙ্গুল তুলিয়া ক্ষেমীঝিকে কহিলেন—"গামলাটা ফিরিয়ে নিয়ে যাও!"

ক্ষেমী ঝি চলিয়া গেল।

সারারাত্রি ধরিয়া বেচারামবাবু নানাপ্রকার যুক্তিতর্কসমন্বিত চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে কলিকাতায় লবঙ্গমঞ্জরীর এবম্বিধ ঔদরিক অশান্ত সন্তানাদি লইয়া বাস করিলে আশু বিপৎপাত অবশ্যম্ভাবী। ভবিষ্যৎ চিন্তায় তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে চার টুক্রা পেষ্টবোর্ডে তাঁহার চারিটি সন্তানের

নাম পরিচয়সহ লিখিয়া দুই খোকা ও দুই খুকীর গলায় ঝুলাইয়া দিয়া বেচারামবাবু হাঁকিলেন—"মহাদেও, ট্যাক্সি নিয়ে এস।"

বড় খুকী জিজ্ঞাসা করিল—"গলায় টিকিট দিলে কেন বাবা ?"

বেচারামবাবু কহিলেন—"বেড়াতে যাচ্ছি। পরে যদি কেউ হারিয়ে যাস্ তবে এই টিকিট দেখালে কল্‌কাতায় এই বাড়ীতে পৌঁছে দেবে। গাড়ীতে যদি কলিশন হয়, আর তাতে যদি আমি—বুঝ্‌লি, তবে তোদের গলায় এই টিকিট দেখে রেলের লোক তোদের খবর জানতে পার্ব্বে। বুঝ্‌লি ?" বড়খুকী বুদ্ধিমতী, সমস্তই বুঝিল। বেড়াইতে যাইবার আশায় অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া সে হাতের কাছে জামা-কাপড় যাহা পাইল গুছাইয়া লইল। বেচাবামবাবু জগুর সাহায্যে ছয়খানা লেপ ও সাতখানা তোষকের একটা প্রকাণ্ড বিছানার বাণ্ডিল করিয়া স্বতন্ত্র ট্যাক্সিতে অন্যান্য দ্রব্যাদি সহ জগুকে ষ্টেশনে পাঠাইয়া নিজের ঘরে কুলুপ দিয়া ও লবঙ্গমঞ্জরীর ঘরগুলি খোলা রাখিয়া মহাদেও বরকন্দাজের প্রতি গৃহরক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। তাহার পর সিদ্ধিদাতা গণেশের নাম জপিতে জপিতে ছেলেমেয়ের হাত ধরিয়া ট্যাক্সিতে গিয়া উঠিলেন।

বেচারামবাবু টিকিট কিনিয়াছিলেন মথুরার। কিন্তু বর্দ্ধমানে গাড়ী পৌঁছিলেই হঠাৎ হাতের খবরের কাগজখানা মুঠা করিয়া কহিলেন—"বড়খুকী! তোরা সব নেমে পড়্।"

ছোট খোকা কহিল "দাদা নাম্, বাবা সীতাভোগ খাওয়াবে !"

বড়খুকী কহিল—"নাম্‌বে কেন বাবা ?"

বেচারামবাবু খবরের কাগজখানা বড়খুকীর গায়ে ফেলিয়া দিয়া

কহিলেন—"ত্যাখ্ না পড়ে মথুরার কাছে কেবলই ইঁদুর মর্চ্ছে—প্লেগে মর্ব্বি নাকি সবশুদ্ধ? নাম্ নাম্—" ছোটখোকা পূর্ব্বেই নামিয়া সীতাভোগওয়ালাকে ডাকিতেছিল, বেচারামবাবু বাকী তিনটিকে সঙ্গে করিয়া নামিয়া পড়িলেন। প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ ভাবিয়া দেখিলেন যে কাছে স্বাস্থ্যকর স্থানের মধ্যে আছে উত্তরপাড়া—সেখানে গঙ্গার ধারে তাঁহার স্বর্গীয় পিতা কেনারামবাবুর বাগানবাড়ীও আছে। ভাবিতে ভাবিতে একখানি ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেণ আসিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি এক সের সীতাভোগ কিনিয়া সেই গাড়ীতেই উঠিয়া বসিলেন এবং যথাকালে উত্তরপাড়ায় অবতরণ করিয়া জঙ্গলাকীর্ণ 'কেনারাম-উদ্যানে' স্থান গ্রহণ করিলেন!

*　　*　　*　　*

জগু প্রভুভক্ত কোচম্যান। প্রভুর গাড়ী যখন ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যাল ছাড়াইয়া গেল, তখন সে ট্যাক্সি চাপিয়া বাগবাজারে গিয়া প্রভুপত্নীকে জানাইল যে বাবু অদ্য প্রাতে পুত্রকন্যাসহ মথুরা যাত্রা করিয়াছেন। লবঙ্গমঞ্জরীর হাত হইতে প্রাতঃকালীন গরম সিঙ্গাড়ার ঠোঙ্গাটি পড়িয়া গেল। তিনি কথা কহিতে পারিলেন না, বিচিত্র দুর্ভাবনায় বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। মথুরার পাণ্ডারা নাকি ডাকাত এই কথা ছেলেবেলায় তাঁহার ঠাকুরমার নিকট শুনিয়াছিলেন। মনে হইতে লাগিল এতক্ষণ মারিয়া পাণ্ডারা খুকীর গলার হার, ছোটখুকীর কোমরপেটী সমস্ত কাড়িয়া লইয়াছে! ভাবিতে ভাবিতে আতঙ্কে তিনি কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন—"তোরা কেন যাস্‌নি সঙ্গে?"

অগু কহিল—"বাবু নিলেনা কি করি? তা নৈলে বুড়াকালে মথুরাজী দর্শন—"

লবঙ্গমঞ্জরীর মাতা আসিয়া সমস্ত শুনিয়া তাঁহার পুত্রকে কহিলেন —"তুই যা হরু। দস্যি ছেলেমেয়ে নিয়ে পথে ঘাটে একা মানুষ—" হরুর দেশ ভ্রমণের দারুণ সখ ছিল,—পয়সার অভাবে কোথাও যাইতে পারে নাই বটে কিন্তু ভারতবর্ষের সমস্ত রেলওয়ে কোম্পানীর টাইমটেবিল পড়িতে পড়িতে একেবারে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। মাতার প্রস্তাব শুনিয়াই সোৎসাহে কহিল—"এ তো অতি অবিশ্যি কথা—"

"ওদের সঙ্গে দেখা হ'লেই আমাকে একখানা তার ক'রে দিবি বুঝলি?" বলিয়া লবঙ্গমঞ্জরী একশ টাকার একটা পুঁটুলী হরুর হাতে গুঁজিয়া দিলেন। হরু হাতে সুটকেস্ ঝুলাইয়া বাহির হইয়াই বাসে চড়িল।

এমন সময় বাহিরের দরজার কাছে এক ভিখারী আসিয়া গান ধরিল—

আর তো ব্রজে যাবনা ভাই
যেতে প্রাণ আর নাহি চায়।
ব্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে
তাই এসেছি মথুরায়।

শুনিয়া লবঙ্গমঞ্জরী শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন—"কি অলুক্ষুণে গানরে বাপু! দূর করে দে অগু হতভাগাকে!" ভিখারী বিড়্-বিড়্ করিয়া বকিতে বকিতে চলিয়া গেল, তথাপি কীর্ত্তনের শেষ চরণটি

লবঙ্গমঞ্জরীর মনের মধ্যে ক্রমাগত হাতুড়ীর আঘাত করিতে লাগিল। শেষে অতিষ্ঠ হইয়া ক্ষেমীঝিকে সঙ্গে লইয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে লবঙ্গমঞ্জরী ট্যাক্সি আরোহণে পতিগৃহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বাড়ীতে পৌছিয়া লবঙ্গমঞ্জরীর দুশ্চিন্তা তিনগুণ বাড়িয়া গেল। দেখিলেন যে বেচারামবাবু গরম ওভার-কোট লইয়া যান নাই। খোকাখুকীদের চল্লিশ জোড়া পশমী মোজা ঘর ও বারান্দায় ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। লবঙ্গমঞ্জরী কাঁদিয়া ক্ষেমীকে কহিলেন—"কি শাস্তি হ'ল আমার ক্ষেমী! এই শীতের দিন গরম জামা মোজা সব ফেলে উনি চ'লে গেলেন!"

ক্ষেমী সান্ত্বনা দিয়া কহিল—"সে তুমি ভেবোনা। সঙ্গে টাকা পয়সা আছে—কিনে নেবেন।"

লবঙ্গমঞ্জরী কহিলেন—"সে কি কল্‌কাতার সহর ক্ষেমী যে পয়সা দিলেই জিনিষ মিল্‌বে? রাগ ক'রে কি ছাই খেয়েছি আমি!" বলিয়াই লবঙ্গমঞ্জরী শয্যা গ্রহণ করিলেন—ক্ষেমী তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

* * * * *

উত্তরপাড়ার বাগান-বাড়ীর সম্মুখে গঙ্গার ঘাটে বসিয়া বেচারাম বাবু তাঁহার সংসারের কথা ভাবিতেছিলেন। দারুণ দুঃখময় বিশৃঙ্খল সংসার। প্রাণাধিকা পত্নী—যাঁহার সহিত কত গভীর রাত্রে দশবৎসর পূর্ব্বে এই গঙ্গার এই ঘাটেই সাঁতার কাটিয়াছেন, সুরে সুর মিলাইয়া রবি ঠাকুরের প্রেমের গান গাহিয়াছেন—সে পত্নী বিমুখ; বড় খুকী রাঁধিতে গেলেই ঘুমাইয়া পড়ে, বড় খোকা বাগানবাড়ীর মালী সহদেব

গোয়ালার যন্ত্রপাতি সুবিধা পাইলেই গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দেয়—ছোট খোকার দুই আনা মূল্যের পাঁউরুটি ও পোয়াদেড়েক ঝোলাগুড় ব্যতীত প্রাতে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, ছোটখুকী জোনাকী দেখিলেই ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে। বাগানে মশা এবং কট্‌কটে ব্যাং সমানে সমস্ত রাত্রি শব্দ করে—সহদেব মালী তাহার গৃহবাসিনী প্রণয়িনীর নাম ধরিয়া ঘুমের ঘোরে উড়িয়া ভাষায় নিদারুণ চীৎকার করিতে থাকে—বেচারাম বাবুর ঘুম ভাঙিয়া যায়। এই প্রকার বিচিত্র উৎপাত বেচারাম বাবুকে মুহ্যমান করিয়া তুলিতেছিল। নিঃসঙ্গ জীবন কিছুতেই আর ভাল লাগিতেছে না। মনে হইল ষ্টীমারযোগে একবার তাঁহার সুন্দরবনের প্রজাদের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলে হয়-তো অনেকটা শান্তি লাভ হইতে পারে। ভাবিয়া ভাবিয়া সঙ্কল্প অনেকটা স্থির করিয়া আনিতেছিলেন এমন সময় কে কহিল—"বেচুবাবু যে! নমস্কার!"

বেচারাম বাবু মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন—তালতলার বিপিন চৌধুরী। আগে শিয়ালদয় টিকেট কালেক্টার ছিলেন তারপর পুরাণো রিটার্ণ টিকিট বিক্রয় করিয়া চাকুরী হারাইয়া উত্তরপাড়ায় ভুষির আড়ত খুলিয়াছেন। পরিচয় ছিল—বেচারাম বাবু কহিলেন"—হ্যাঁ।"

বিপিন কহিল—"বেশ! বেশ! অনেক কাল পর দেখা হ'ল। বাগানে এসেছেন বুঝি? সপরিবারে? বেচারাম বাবু মুখ বিমর্ষ হইলেন, বলিলেন—"পরিবার নেই।"

বিপিন কহিল—"পরিবার নেই কি মশাই? জান্‌তুম না তো! বড় দুঃখের কথা।"

বেচারাম দার্শনিকের মত গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন—"দুঃখ আর কি?

জগতে মিলন-বিরহ, দিন-রাত সবইতো আছে। সবই তো সৈতে হয় ?”

বিপিন একটু দম লইয়া কহিল,—“তা’ যদি মনে না করেন। আমার শালীর বয়স একুশ। রং আমার স্ত্রীর মত ফর্সা, চোখ অত টানা নয়, তবে এদিকে বুঝ্‌ছেন—ভারী সুশ্রী, ডাগর। গরীব ব্রাহ্মণ। যদি অনুমতি করেন তা হলে—”

গঙ্গার দিকে চাহিয়া লবঙ্গমঞ্জরীর সন্তরণ-চঞ্চল দেহের স্মৃতি বেচারাম বাবুর অন্তরে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছিল। বিপিনের কথা তাঁহার কাণে গেলনা, অন্যমনস্কভাবে কহিলেন, “দেখব।”

বিপিন বাড়ীতে ফিরিয়াই প্রথমে তাহার স্ত্রী, তৎপর তাহার শাশুড়ী তাহার পর তাহার শ্বশুর মালগুদামের কেরাণী জলধর বাবুকে জানাইল যে সে বড় শীকার গাঁথিয়াছে। সেই সঙ্গে তাহার শ্যালিকা বৃন্দারাণীর থুৎনিতে চিমটি কাটিয়া দুই অক্ষরের একটা রসিকতা করিতেও ছাড়িল না। বেচারামের দ্বিতীয়পক্ষ হইলে কি হয়—তাহার অবস্থা ইত্যাদি বলিয়া বিপিন কন্যাভার-কাতর জলধর বাবুকে ও তাঁহার পত্নীর অন্তরাত্মাকে লোলুপ করিয়া তুলিল। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা সারারাত্রি ঘুমাইতে পারিলেন না, তৎপর দিবস সূর্য্য উদিত হইবার পূর্ব্বেই জলধর বাবুর পত্নী স্বামীকে বেচারাম বাবু সম্বন্ধে সাক্ষাৎ-সন্ধান আনিতে ভোরের গাড়ীতেই কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।

* * * * *

কয়েক দিন হুজুর টেলিগ্রামের প্রতীক্ষায় পিওনের পথপানে চাহিয়া লবঙ্গমঞ্জরীর চক্ষের দীপ্তি নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছিল। বেচারাম বাবুর

মথুরাযাত্রার দিবস হইতেই নিদ্রা ঘুচিয়াছে, হরুর টেলিগ্রাম না পাইয়া আহারও ঘুচিল। তিনি কেবলই কাঁদিতে লাগিলেন। সে দিনও দ্বিপ্রহরে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন, এমন সময় দরজার বাহিরে কে একজন ডাকিল—"এটা কি বেচারাম বাবুর বাড়ী!" লবঙ্গমঞ্জরী নিদ্রিতা ক্ষেমী ঝির চুল ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া বলিলেন—"ক্ষেমী দেখ্ তো, টেলিগ্রাম এলো বুঝি—"

ক্ষেমী উঠিয়া একতলা ঘুরিয়া আসিয়া কহিল—"ভদ্দর লোক। বুড়ো।" স্বামীর সংবাদ পাইবে ভাবিয়া লবঙ্গমঞ্জরী ক্ষেমীকে সঙ্গে করিয়া নীচে নামিলেন। ভদ্রলোককে বৈঠকখানায় বসাইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কোত্থেকে আস্‌ছেন?"

জলধর বাবু কহিলেন—"ওতোরপাড়া থেকে। এটা বেচারাম বাবুর নিজ বাড়ী? পৈতৃক?"

লবঙ্গমঞ্জরী কহিলেন—হুঁ।

"পথ ভুলে কালিঘাট গিয়ে প'ড়েছিলুম, তা বেশ!" বলিয়া জলধর বাবু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বহু পারিবারিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন যে বেচারাম বাবুর হাতে পড়িলে তাঁহার আদরিণী কন্যা রাণীর হালে থাকিবে। যাইবার সময় অনুচ্চ স্বরে জলধর বাবু কহিলেন —"এখন প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।"

কথাটি লবঙ্গমঞ্জরীর কাণে গেল—কহিলেন—"কি বল্‌লেন?"

জলধর বাবু কহিলেন, "কি বলব আর মা, একটা বয়স্থা মেয়েকে নিয়ে বিপদে পড়েছি। আমার জামাই রিপিন—বেচারামের বন্ধু, বল্‌লে তাঁর দ্বিতীয় পক্ষ কর্‌বার ইচ্ছে।"

ক্ষেমী ঝি বিস্ময়ে হাঁ করিয়া ফেলিল। লবঙ্গমঞ্জরীর নিষ্প্রভ চক্ষুতে দীপ্তি ফিরিয়া আসিল—তিনি প্রশ্ন করিলেন—"তিনি কোথায় ?"

"ওত্তোরপাড়াতেই আছেন" বলিয়া শুভকর্ম্ম শেষ হইল ভাবিয়া কন্যার রাজরাণী হইবার সম্ভাবনায় উল্লসিত জলধরবাবু লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

বেচারামবাবু মথুরা যাইবার ভাণ করিয়া উত্তরপাড়ায় গিয়া গোপনে বিবাহ করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন! লবঙ্গমঞ্জরীর মগজে বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। মনে হইল বেচারামবাবুই একটি মূর্ত্তিমান ষড়যন্ত্র! নানাপ্রকারে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হইতে তাঁহাকে বিরত রাখিয়া আজ পর্য্যন্ত লবঙ্গমঞ্জরীর সহিত তিনি যতপ্রকার ব্যবহার করিয়াছেন সমস্তই ষড়যন্ত্রমূলক। কি করিবেন কিছুই লবঙ্গমঞ্জরী স্থির করিতে পারিলেন না। ক্ষেমী ঝি এই সময় কহিল—"ভেবে আর কি কর্ব্বে মা ? এখনও সময় আছে। তোমাকে দেখলেই——"

"আমি তাঁকে চাইনে। আমার ছেলেমেয়ে নিয়েই সংসার! মহাদেও !"

হুকুম পাইয়া মহাদেও ট্যাক্সী লইয়া আসিল।

* * * * *

শীতের সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। বাগানবাড়ীর একতলায় ইজিচেয়ারে বালাপোষ গায়ে জড়াইয়া বেচারামবাবু বিবর্ণমুখে বসিয়াছিলেন। সম্মুখের চেয়ারে বিপিন চৌধুরী বসিয়া কহিতেছিল—"এ কি রকম কথা মশাই, অনর্থক বুড়ো ভদ্রলোকের চৌদ্দ আনা গাড়ীভাড়া খসিয়ে এখন বল্‌ছেন—"

বেচারাম বাবু কহিলেন—"ভুল শুনেছেন। আমি সে সব বলিনি।"

বিপিন কহিল—"ভুল শুন্‌ব আমি মশাই? ভুষির দালালী ক'রে খাই—কড়াক্রান্তির পাওনাগণ্ডা মনে থাকে, আর আমি শুন্‌ব ভুল! স্পষ্ট বলুন না, বিয়ে কর্ব্বেন কিনা?"

বেচারামবাবু মাথা টিপিয়া ধরিয়া কহিলেন—"মশাই বিরক্ত কর্ব্বেন না! আর ভাল লাগছে না। আমার স্ত্রী আছেন—বাপের বাড়ীতে। কাজেই বলেছিলুম পরিবার নেই। আর তিনি না থাকলেও আমি বিয়ে কর্ত্তাম না জানেন? তাঁকে ছাড়া অচেনা কাউকে বিয়ে কর্ত্তে পারিনে—তাঁর সঙ্গে চোদ্দ বছরের পরিচয়—বুঝ্‌ছেন?"

বিপিন কহিল,—"স্ত্রীলোক আবার অচেনা কি? একবার দেখেই তো নাড়ীনক্ষত্র চেনা যায়! দেখ্‌ছি ফাঁকিবাজী আপনার! স্ত্রী একটা থাকল ত' হ'ল কি? আর একটা বিয়ে ক'রে এখানে রেখে যান—মাস মাস খোরাকীর টাকা দেবেন।"

বেচারামবাবু বিব্রত হইয়া কহিলেন—"বল্‌ছি যে মশাই মাথা টন্ টন্ কর্চ্ছে—কথা কইতে পার্চ্ছিনে—"

এতক্ষণ দরজার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া লবঙ্গমঞ্জরী স্বামীর কথা শুনিতে শুনিতে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছিলেন। এইবার প্রবেশ করিয়া বিপিনের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বেচারাম-বাবু—"তুমি!" বলিয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াই ইজি-চেয়ারে পুনরায় শুইয়া পড়িয়া চোখ বুঁজিলেন! বিপিন অবস্থা বুঝিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল—চৌদ্দআনা আদায় করিতে পারিল না। ক্ষেমী ঝির মুখে সংবাদ পাইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে ভাতের থালা ফেলিয়া খোকাখুকু চতুষ্টয়

আসিয়া রুদ্যমানা মাতাকে ঘিরিয়া ফেলিল। লবঙ্গমঞ্জরী কাঁদিতে কাঁদিতে সব ক'টিকে একসঙ্গে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ইজি-চেয়ারে শয়ান বেচারামবাবুর বিবর্ণ ওষ্ঠাধরের দিকে বারবার সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

* * * * *

দু'জনে চোখোচোখী হইল অনেকবারই। কিন্তু কথা কে আগে কহিবে তাহা স্থির হইল না। লুচী পরিবেষণের ফাঁকে—"আর দু'খানা দিই"—বলিয়া আলাপ আরম্ভ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে কিন্তু মানের হানি হইবে না ভাবিয়া লবঙ্গমঞ্জরী রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন। কিছুকাল পর লুচীর থালা হাতে লইয়া আসিয়া দেখিলেন, ইজিচেয়ার শূন্য, বেচারাম নাই। আশঙ্কায় লবঙ্গমঞ্জরীর হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতে লাগিল।

* * * * *

গঙ্গার ঘাটে বেচারামবাবু নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন। বাস্—কোনও উৎপাত নাই—সংসার এখন স্বচ্ছন্দে রসাতলে যাইতে পারে! ভাবিতেছিলেন, এমন সময় মৃদুপদক্ষেপে কে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে নীরবে বসিল। দেখিলেন লবঙ্গমঞ্জরী! তাঁহার দেহে বিদ্যুৎ স্ফুরণ হইল, তথাপি বেচারাম নির্ব্বাক্। লবঙ্গমঞ্জরীর গায়ে সেমিজ ও ব্লাউজ ছিল না। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া তিনি পৌষের দারুণ শীতে কাঁপিতে লাগিলেন। বেচারামবাবু আড়চোখে অর্দ্ধাঙ্গিনীর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার বালাপোষখানি একটু উন্মোচন করিলেন এবং লবঙ্গমঞ্জরীর কম্পমান দেহখানি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তাহার পর তাঁহার

বাম স্কন্ধে লবঙ্গমঞ্জরীর মস্তক ও দক্ষিণ স্কন্ধে লবঙ্গমঞ্জরীর দক্ষিণ বাহু অবাধে স্থানলাভ করিল।

গঙ্গায় তখন জোয়ার আসিয়াছে। জোয়ারের টানে নৌকা ভাসাইয়া জনকয়েক মাঝি পূর্ব্ববঙ্গের ভাটিয়ালের টানাস্থরে কোরাস গাহিয়া চলিয়াছে—

দক্ষিণ হাওয়ায় নৌকার পাল ছিঁড়্যাছে
ওরে ও মাঝি খবরদার!
দণ্ডে দণ্ডে প্রেমের নদী হয় সাঁতার!

শুনিয়া তীরস্থ দুইটি নির্ব্বাক প্রাণী মৃদু হাস্য করিলেন। কথা ফুটিল। এক জন অশ্রুগদগদকণ্ঠে ডাকিলেন—

লবং!

অন্য জন ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে জবাব দিলেন—

বেচারা!

সংস্কারক

অদ্য হইতে

(ক) অনুন্নত জনসাধারণের সেবা আমার জীবনের লক্ষ্য হইবে।

(খ) তাহাদের সামাজিক উন্নতি বিধান আমার জীবনের মন্ত্র হইবে।

(গ) বিধবার দুঃখ মোচন আমার জীবনের ব্রত হইবে।

ভগবান আমার সহায় হউন।

দৃঢ়কণ্ঠে এই কথা কয়টি পাঠ করিয়া শ্রীমান অনাদিচরণ চক্রবর্ত্তী বি, এ, নাম সহি করিলেন। পিতা ৺শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী সাং পদমী, জিলা যশোহর।

নাকের স্থূল ডগাটিতে চসমা নামাইয়া সমাজ সংস্কার সমিতির প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় কহিলেন "যে ব্রত আজ নিলে এই ব্রতের উদ্‌যাপন যদি করিতে পার তা হলেই জীবন সার্থক হবে। তুমি কবে যাচ্ছ?"

"আজই। আর বিলম্ব করব না। জাতির দুর্দ্দশা দেখে ধৈর্য্য রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়েছে।" "যাও। তোমার জীবন অন্য সকলের আদর্শ হোক।" বলিয়া সম্পাদক মহাশয় উপস্থিত অন্য পাঁচজন যুবকের দিকে চাহিলেন। অনাদি নমস্কার করিয়া বাহিরে আসিল। তখন সমাজ সংস্কারের জন্য সহরে মুহুর্মুহু সভা সমিতির

সৃষ্টি হইতেছে। এমনই একটি সভার কর্ম্মী ও প্রচারকের পদ শ্রীমান অনাদিচরণ গ্রহণ করিলেন। গত কল্য গোলদীঘিতে সম্পাদক মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া তাহার মনে জাতির সেবার জন্য যে দারুণ আগ্রহ জাগিয়া উঠিয়াছিল আজ এই পদ গ্রহণে তাহার পরিণতি হইল।

মেসে ফিরিয়া অনাদি বন্ধুদের ডাকিয়া কহিল "আমি আমার জীবনের স্বপ্ন সফল কর্ব্বার সুযোগ পেয়েছি, কর্ম্মের পথে চল্লাম। তোমরা সব পেছনে এস।" এই বলিয়া অনাদি আজিকার সন্ধ্যার সকল ঘটনা বন্ধুদের কাছে বলিল। সকলে এক বাক্যে বলিল, "এ একটা কাজের মত কাজ, তুমি যাও।" দুই একজন আইনের পরীক্ষা শেষ হইলেই তাহার সঙ্গ লইবে এ ভরসাও দিল।

অনাদি চাকর হরিচরণকে ডাকিয়া চা আনিবার আদেশ দিল। হরিচরণ যখন সিঁড়ির অর্দ্ধেক নামিয়াছে তখন অনাদি কহিল, "মোড়ের দোকান থেকে চা এনে হরি।"

হরি কহিল "সে কি বাবু, সে যে মানকে ধোপার দোকান।"

অনাদি দৃঢ়স্বরে কহিল, "পৃথিবীতে কেউ ধোপা নাপিত নেই হরি, সব সমান, একই স্থলে জলে—"

হরি সকল কথা শুনিল না, "আচ্ছা" বলিয়া নীচে নামিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "রাতে বাবু আমাকে 'চান' করালেন।"

চা যখন আসিয়া পৌছিল তখন এগারোজন বন্ধুর মধ্যে মাত্র তিনজন কক্ষে বর্ত্তমান ছিল। বাকী সকলে চা আনিবার অবকাশে উঠিয়া গিয়াছিলেন। কাজেই মাণিকের দোকানের চা চার পেয়ালা বাদে অবশিষ্ট নর্দ্দমায় গেল, ভাবাবিষ্ট অনাদি তাহা লক্ষ্য করিলেন।

২

ট্রেন হইতে নামিয়া বেলা তিনটায় অনাদি ব্যাগ হাতে চারখণ্ডির ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলো। সমস্ত রাত্রি নৌকায় কাটাইতে হইবে কাজেই বড় দেখিয়া একখানা পান্সি ভাড়া করিল। নৌকা যখন চারখণ্ডির ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল তখন প্রায় সন্ধ্যা, হারু মাঝি অনাদিকে ডাকিয়া কহিল, "বাবু রেতে কি ফলার করিবেন—না দুটো আলু সিদ্ধ ভাত ?" অনাদি বিছানায় শুইয়া কহিল "ভাতই খাব।"

"তবে গ্যান দেখি চার গণ্ডা পয়সা। বাজারটা ঘুরে আসি। পয়সা লইয়া হারু চলিয়া গেল। হারু চলিয়া গেলে মনাই মাঝির তামাকের কথা মনে হইল। অনাদিকে ডাকিয়া কহিল "বাবু কি তামাক খান ?"

অনাদি কহিল "সিগারেট খাই। আমার সঙ্গেই আছে।"

মনাই হাত বাড়াইয়া কহিল "একটা ছিগরেট পেসাদ পাব বাবু ?" অনাদি একটা সিগারেট ফেলিয়া দিল। সিগারেট ধরাইয়া একটা টান দিয়া কাশিতে কাশিতে মনাই কহিল, "চড়ার উপর উনুন করে দেব বাবু ?" অনাদি কহিল, "চড়ার উপর কেন ? তোমাদের উনুন নেই ?"

মনাই কহিল, "এজ্ঞে আছে। তা আমরা হচ্ছি মাঝি।"

জাতি সম্বন্ধে আপনার মতামত প্রকাশের এই প্রথম অবসর অনাদি ত্যাগ করিতে পারিল না, কহিল, "মাঝি। তাতে দোষ কি ? জাতে কেউ ছোট নয় ভাই। তোমরা ছোট বলে মনে কর, তাই তোমরা

ছোট। তোমাদের এই ভুল ঘোচাতে আমি এসেছি। আমি নিজে ব্রাহ্মণ, তোমাদের হাঁড়িতে খেয়ে দেখাব যে মাঝির হাতে খেলে ব্রাহ্মণের জাত যায় না।"

মনাইয়ের চক্ষু কপালে উঠিল। সে আর কথা কহিতে পারিল না। কথাগুলি মনাইয়ের মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছে বুঝিয়া অনাদি নীরব রহিয়া তাহাকে ভাবিবার অবসর দিল।

খানিকক্ষণ পরে হারু আসিয়া পৌঁছিল। আসিয়াই কহিল, "মাটির গামলাটা দে।"

মনাই কহিল, "ক্যান্?"

হারু বলিল, "কে আবার রাতের বেলায় হাঙ্গাম কর্‌বে? দে গামলা। চিঁড়ে কিনে আন্‌ছি সওয়া সের্। জল দিয়ে রাখি।"

মনাই উঁকি দিয়া দেখিল, অনাদি চক্ষু বুঁজিয়া শুইয়া আছে; তখন সে হারুকে কহিল,—"ছুঁস্‌নে পাজী, গামলা দিচ্ছি—আলগোছে নিয়ে চড়ায় রাখ্।"

হারু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"ক্যান্ রে?"

মনাই হারুর দিকে গলা বাড়াইয়া মৃদুস্বরে কহিল, "বাবু খেরেস্তান!"

হারু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "জান্‌লি ক্যামনে? গলায় যে পৈতে।"

"ও মানুষ দেখানো। বাবু আমার উনুনে পাক করি খাতি চায়।"

এই কথা শুনিয়া হারুর আর অনাদির খৃষ্টানত্ব সম্বন্ধে সংশয় রহিল না। সে কহিল,—"দে গামলাটা আলগোছে আমার হাতের উপর।"

মনাই গামলা দিয়া অনাদিকে ডাকিল, অনাদির তন্দ্রা বোধ হইতেছিল, উঠিয়া কহিল, "উনুন ধরিয়েছ ?"

হারু মহা বিপদে পড়িয়া গেল। খৃষ্টান ছুঁইলে উনুনের জাতি যায় এদিকে ব্রাহ্মণ ব্যবহার করিলেও মহাপাতক! একটু ভাবিয়া হারু কহিল "এজ্ঞে বাবু, সে উনুনে কাজ চলে না, আমরা রাতের বেলায় ফলারের চিঁড়ে আনিছি।"

পাক কবিয়া খাওয়া অনাদিব কোনও জন্মে অভ্যাস ছিলনা। চিঁড়াব কথা শুনিয়া কহিল, "আমারও চিঁড়েই আন তবে। রাতে আর বান্না-বান্নার হাঙ্গামে কাজ নেই।"

এই প্রকারে উনুনের জাতি বাঁচাইয়া হারু পুনরায় বাবুর চিঁড়া আনিবার জন্য চলিয়া গেল।



পবদিন বেলা একপ্রহরেব সময় পদমীর ঘাটে পান্সী লাগিল। অতি শৈশবে গ্রাম ছাড়িয়াছে তাহার পর সহরে বিশ বৎসর কাটাইয়া দিয়াছে। কাজেই গ্রামে তাহার পরিচিত কেহ ছিল না। মুঙ্গেরে শ্যামাচরণ বাবুব গৃহে গ্রামবাসী যাঁহারা মধ্যে মধ্যে স্বাস্থ্যের অন্বেষণে তিন চারি মাসের জন্য অতিথি হইতেন তাঁহাদের নামও অনাদির অজ্ঞাত ছিল।

অনেক ভাবিয়া খোঁজ লইয়া সে নিজের বাড়ীতে গিয়াই উপস্থিত হইল। পথচারী দুই একজন লোক কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাহাকে

দেখিতে লাগিল। কানাকানিও করিতে লাগিল কিন্তু কেহই তাহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ মোটা কম্বলে আবৃত এবং এই বেশটাকেই গ্রামের লোক ভয় করিত। কারণ অল্প-দিন হইল প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েৎ মহাশয় ইস্তাহার জারি করিয়া সকলকে জানাইয়া দিয়াছেন যে গান্ধীর চেলাদের সঙ্গে কোনওরূপ আলাপ আলোচনা করিতে সরকার বাহাদুরের নিষেধ আছে। গান্ধীর চেলাদের লক্ষণ সম্বন্ধে ইস্তাহারের নীচে এইরূপ লেখা ছিল—

(ক) তাহারা মাথায় সাদাটুপী পরিয়া থাকিবেক।

(ক) মোটা কাপড় পরিয়া থাকিবেক, মোটা কাপড়ে নির্ম্মিত কোর্ত্তা অথবা কম্বল গায়ে দিবেক।

(গ) হিন্দু হইলে 'বন্দেমাতরম্' ও মুসলমান হইলে 'আল্লাহো আক্‌বর' বলিবেক।

(ঘ) তাহারা সভা করিয়া বক্তৃতা করিবেক এবং সকলের নিকট হইতে চারি আনা করিয়া পয়সা লইবেক।

সকল লক্ষণের সঙ্গে না হউক গান্ধীব চেলাদের একটি লক্ষণ অনাদির সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যমান ছিল, তাহা ছাড়া ইতিপূর্ব্বে গান্ধীর যে সকল চেলা গ্রামে মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছে তাহাদের চলিবার ভঙ্গীও ছিল এই রকম। যাহা হোক কোনমতে সন্ধান লইয়া অনাদিচরণ নিজ গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ীর উঠানটি জঙ্গলাকীর্ণ। চক-মিলান বাড়ীর দুইদিকের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ভগ্ন প্রাচীরের ইষ্টকগুলি প্রতিবেশীদের কাহারও পৈঠা কাহারও বা ঘাট বাঁধানোর কাজে লাগিয়াছিল। রান্নাঘরটির একখানি চালাতে শত ছিদ্র টিনের

আচ্ছাদন তখনও ছিল, অপব চালাখানির টীন নষ্ট হইয়া যায় দেখিয়া অনাদির এক জ্ঞাতি তাঁহার গোহাল ঘর তৈয়ারীর কাজে লাগাইয়া ছিলেন। বাগানের বেড়াটির শালের খুঁটিগুলির দুই একটি জরা-জীর্ণ অবস্থায় তখনও ছিল ; কিন্তু কাঠেব নকসা কাটা দাঁড়িগুলি রাখালদের গরু চরাইবার লাঠি ও বর্ষাকালে পড়শীদের জ্বালানী কাঠ রূপে ব্যবহৃত হইয়া বহু পূর্ব্বেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। কিছুদিন থাকিয়া বাড়ীটার সংস্কার করিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়া সে একটা মরিচা ধরা তালা খুলিয়া দক্ষিণের ঘরে প্রবেশ কবিল। তাহার পর ঘর হইতে কোনও মতে একটা চৌকি বাহিরে টানিয়া সেখানে বসিয়া আধঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া খিড়কীব ঘাটে হাত মুখ ধুইতে বসিয়া গেল।

এই সময় পশ্চাৎ হইতে একজন প্রশ্ন করিল—"মশায়ের কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?"

অনাদি মুখ ফিরাইয়া প্রশ্নকারীকে দেখিয়া লইল, তার পর কহিল,

"কল্‌কাতা থেকে"

"নাম ?"

"শ্রীঅনাদিচরণ চক্রবর্ত্তী পিতা ৺শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী।"

প্রশ্নকারী চর্ব্বিত দন্তকাষ্ঠটি ফেলিয়া কহিলেন, "ওঃ—তুমি আমার শ্যামাচরণ দা'র ছেলে ? দেশে ফিরেছ ? ভাল ! ভাল !"

আগন্তুক কে অনাদি চিনিত না। কোনও আত্মীয় হইবেন ভাবিয়া সম্ভ্রমের সহিত কহিল "আজ্ঞে হাঁ। এখন কিছু দিন এখানে থাক্‌ব !"

"বেশ আমরা আছি। কোন ভাবনা নাই—তবে সে রাম নাই সে অযোধ্যাও নাই। গাঁয়ের যারা মাথা ছিলেন একে একে

সকলেই গেছেন। এখন আছি আমি আর নটু খুড়ো। তা' আমাদেরও যাবার বয়স হ'য়ে এল। তুমি আমাকে চিন্‌তে পার্‌ছ না? আমি রসিক ঘোষাল, একবার মুঙ্গেরে গিয়ে তোমাদেব বাড়ীতে মাস খানেক ছিলাম, তখন তুমি ছোট।" এই বলিয়া রসিক ঘোষাল অনাদির স্বর্গীয় পিতার আতিথেয়তা সম্বন্ধে অনেক কথা কহিলেন।

অনাদি স্নান করিয়া উঠিলে কহিলেন, "বাবাজি বৈকালে বাড়ী থেকো, আমি আসব। গাঁয়ের হাব ভাব সব জানাব। এখানে থাক্‌তে হলে খুব সাম্‌লে চলতে হবে।"

"আচ্ছা" বলিয়া অনাদি গৃহে ফিরিল।



মধ্যাহ্ন ভোজনের পর জন কয়েক মজুর লাগাইয়া অনাদি গৃহ প্রাঙ্গণ পরিস্কার করাইয়া ফেলিল। গ্রামে নিম্নশ্রেণী কত ঘর আছে এবং মোট বিধবার সংখ্যা কত তাহারও সংবাদ কৃষাণদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিল। অতঃপর কাজ আরম্ভ করিবার পালা। কি করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইবে ভাবিতেছে এমন সময় রসিক ঘোষাল মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "এই যে বাবাজী, এক দিনেই বেশ গুছিয়ে নিয়েছ দেখছি।"

অনাদি তাঁহাকে বসিতে দিয়া কহিল "আজ্ঞে হ্যাঁ, দিন কতক থাকতে হবে।"

"তা থাক্‌বে বৈ কি? কিছু দিন না থাক্‌লে সব ঠিক-ঠাক করে

নিতে পারবে না। এই দেখ না, কি হয়েছে। ঐ যে গুপুরি গাছটি—ওটি ছিল তোমাদের সীমানায়, বেদখল করে খাচ্ছে নন্দ চক্কোত্তি। কিছু না শুধু এক নম্বর স্বত্বের মামলা করিলেই বাছাধনকে বাপ বাপ করে বেড়া সরিয়ে নিতে হবে।"

অনাদি কথা কহিল না।

রসিক ঘোষাল কহিলেন "তার পর পুকুরের ওপাড়ের বাঁশ ঝাড়টা, সেটার তো সবাই মালিক। যার বাঁশের দরকার, সেই আসে এই ঝাড়ে। ওদিকে ও একটু দৃষ্টি দিতে হবে।"

অনাদি কহিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

রসিক ঘোষাল কহিলেন, "মামলা করতে কষ্ট নেই, ছুটো টাকা ফেলে দিলে আমার ভাগ্নী জামাই সোমনাথ আছে বড় উকীলের মুহুরী, সব গুছিয়ে সেই করে নেবে। তদ্বির তদারক আমিই করব।"

অনাদি শুধু কহিল "বেশ।"

ইহার পরও রসিক ঘোষাল মহাশয়ের অনেক বক্তব্য ছিল কিন্তু গ্রামের অনেকগুলি ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী অগাধ বিত্ত রাখিয়া গিয়াছিলেন; তাহার অবিবাহিত পুত্র শ্রীমান অনাদিচরণ তিনটী পাশ দিয়া গ্রামে আসিয়াছে, অভিভাবক কেহ নাই; কাজেই এই পদটি নিবার জন্য সকলেরই আগ্রহ ছিল। কেবল ছুই একটি ভদ্র যুবক আসিয়াছিলেন অন্য উদ্দেশ্যে। তাঁহাদের গ্রামে যে 'পদমী ন্যাশনাল ব্রিটিশ ড্রামাটিক ক্লাব' খোলা হইয়াছিল। তাহার জন্য কিছু সরঞ্জাম অভাব পক্ষে কিঞ্চিৎ চাঁদা সংগ্রহ করা ছিল তাঁহাদের অভিপ্রায়। অনাদি সকলকে অভিবাদন করিয়া যথা যোগ্য

আসন দিয়া কহিল "আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে বড় খুসী হলুম। অনেক দিন দেশ ছাড়া, পরিচয় ত হয় নি।"

তখন সকলেই আপন আপন পরিচয় দিয়া গেলেন। শ্যামাচরণের সহিত সকলেরই যে অতি গভীর বন্ধুত্ব ছিল অনাদি তাহা বুঝিতে পারিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই অনাদি দেখিল, সে গ্রামে নির্ব্বান্ধব নহে। সমাগত সকলেই তাহার সহিত সম্পর্কিত। মামা, দাদা, কাকা, জেঠা, মায় ভগ্নীপতি পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার আত্মীয়ের সন্ধান পাইয়া অনাদি অত্যন্ত খুসী হইল। প্রাথমিক পরিচয় হইয়া গেলে একজন প্রশ্ন করিলেন—

"ভায়া গান্ধীর চেলা নও তো?"

প্রশ্নটির ভঙ্গী প্রশ্নকারীর দৃষ্টি এবং যুগপৎ সমাগত আত্মীয় মণ্ডলীর কৌতূহলী অবস্থা দেখিয়া হঠাৎ অনাদির মনে হইল যে, সত্য কথা বলাটা সুবুদ্ধির কাজ হইবেনা; এক পল্লীগ্রামে জনৈক কংগ্রেস-কর্ম্মীকে বিপদে পড়িতে হইয়াছিল তাহাব বিবরণ সে অতি অল্পদিন হইল সংবাদ পত্রে পড়িয়াছে। এখন সেই কথাটা মনে পড়িল, কহিল "আজ্ঞে, না আমার কাজ অন্য ধরণের। আমি একটা বড় উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি।"

সকলেই এই বড় উদ্দেশ্যটা জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া উঠিল।

একজন বৃদ্ধ কহিল "সেটা কি বাবাজী?"

অনাদি কহিল, "পতিত জাতির উদ্ধার। এই দেখুন না এই গ্রামেই যে সব জেলে ছুতোর, নমঃশূদ্র, বাগ্দীর বাস তারা কি অবস্থায় আছে? এদের উদ্ধার করাই আমার উদ্দেশ্য। এদের জল ব্রাহ্মণকে ব্যবহার করে দেখাতে হবে এরাও মানুষ।"

শেষের কথাটায় উপস্থিত সকলেই একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

ইতিমধ্যে তাঁহারা যে একখানি খবরের কাগজে পড়িয়াছিলেন একদল ম্লেচ্ছভাবাপন্ন শিক্ষিত হিন্দু যুবক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে ধ্বংস করিবার জন্য বক্তৃতা ও প্রচার করিতেছে সে কথাটা তাহা হইলে মিথ্যা নয়। কিন্তু কেহই সম্মুখে কোনও অভিমত প্রকাশ করিলেন না।

ইহার পরও অনাদি অনেক কথা বলিয়া গেল। সন্ধ্যা হইলে ভদ্রগণ একে একে প্রস্থান করিলেন, রহিলেন শুধু থিয়েটারের পাণ্ডা যুবক কয়টি। তাঁহারা সকলেই অনাদিকে সাহায্য করিবেন বলিয়া একটি টেবিল হার্ম্মোনিয়াম দানের প্রতিশ্রুতি লইয়া গেলেন।

পরদিন হইতে অনাদির সংস্কার চেষ্টা আরম্ভ হইল। প্রাতঃকালে ধীবর পল্লীর মাতব্বরগণকে ডাকিয়া সে সকলকে নিজের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিল। এই তিনটা পাশকরা দিগ্‌গজ বিদ্বানের সকল মন্তব্যই তাহারা স্বীকার করিয়া লইল। তাহার পর সূত্রধর পল্লী এবং সর্ব্বশেষে গ্রামের বাগ্দীদের মধ্যে প্রচার কার্য্য শেষ করিয়া সে সর্ব্বশ্রেণীর অবনত হিন্দুদিগের এক বিরাট সভা আহ্বান করিল।

ধীবর ও সূত্রধর পল্লীতে দুই একটি যুবক ছিল, তাহারা স্কুলের থার্ড ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়িয়া মা সরস্বতীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া ঘরে বসিয়া ছিল। জাতব্যবসা করা ছিল তাহাদের পক্ষে আয়াসসাধ্য ও লজ্জাজনক; অথচ সমাজের উন্নতি করিবার জন্য তাহাদের আগ্রহের অন্ত ছিল না। তাহারা রীতিমত নিজ নিজ সমাজের মুখপত্রগুলি পড়িত এবং তাহাদের প্রতি উচ্চবর্ণের ব্যবহার যে একান্তই অন্যায় ও বিদ্বেষমূলক এই কথা সময়ে অসময়ে আপন স্বজাতির পঞ্চায়েতের বৈঠকে প্রকাশ করিত। কিন্তু এ উপায়ে স্বজাতির চৈতন্যের উদ্রেক এ পর্য্যন্ত

তাহারা করিয়া উঠিতে পারে নাই। অনাদির অভিপ্রায় জানিয়া তাহারা তাহার অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সভায় বিভিন্ন গ্রাম হইতে আপন আপন সমাজের প্রতিনিধি উপস্থিত করিবার ভার তাহারাই লইল।

সভা হইবার দিন দশেক বিলম্ব ছিল। এ কয়টি দিন অন্য একটি কাজ করিবার ইচ্ছা করিয়া অনাদি তাহার থিয়েটার পার্টির সঙ্গীদিগকে ডাকিয়া পাঠাইল। তাহারা আসিলে সকলের পরামর্শে স্থির হইল যে আগামী রবিবার 'কীচক সংহার' নামক পঞ্চাঙ্ক নাটক অভিনয় করা হইবে। পৌরাণিক নাটকের কথা শুনিলে বিস্তর বিধবার সমাগম হইবে এবং অভিনয় আরম্ভের পূর্ব্বে অনাদি বিধবাদিগকে উদ্দেশ করিয়া বক্তৃতা দিবে।

সঙ্কল্প স্থির হইল এবং সেই সঙ্গে 'কীচক সংহার' নাটকের মহলা আরম্ভ হইয়া গেল। এই নাটকটির মহলা থিয়েটার পার্টির পূর্ব্বেই দেওয়া ছিল, কেবল মাত্র যে শয্যাটিতে বসিয়া কীচক দ্রৌপদীকে প্রেম সম্ভাষণ করিবেন সেই শয্যাটি তাহাদের জুটিতেছিল না। অনাদির ঘরে অনেকগুলি গিদ্দা বালিশ ও কার্পেট ছিল, সেইগুলি দেখিয়া কর্ম্মকর্ত্তাদের মনে বহুদিনের অভীপ্সিত এই নাটকটির অভিনয় করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল।

কয়দিন ধরিয়া সেন্সাসের সংক্ষিপ্তসার ও বিচিত্র সাময়িক পত্র হইতে বাঙ্গলার বিধবা ও পাত্রী অভাবে অবিবাহিত যুবকের সংখ্যা ও দেহ এবং মস্তিষ্কের উপর ক্রমাগত নিরামিষ ভোজনের ফল সম্বন্ধে বৈদেশিক স্বাস্থ্য ও সমাজতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতামত সংগ্রহ করিয়া সে একটি প্রকাণ্ড বক্তৃতা খাড়া করিল।

৬

সন্ধ্যায় থিয়েটার আরম্ভ হইবার কথা ; কিন্তু তখনও হাট ভাঙ্গে নাই বলিয়া শ্রোতৃসমাগম আরম্ভ হইতে বিলম্ব হইল। রাত্রি এগারোটার সময় মহিলাদের নির্দ্দিষ্ট আসন ভর্ত্তি হইয়া গেল। পুরুষেরা পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন।

রঙ্গমঞ্চে যবনিকার অন্তরালে বেহালা পিড়িং পিড়িং করিয়া গলা সাধিয়া রাগিণী আলাপের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। এমন সময় করতালি ধ্বনিতে শ্রোতৃবর্গ সচকিত হইয়া উঠিলেন। অনাদি আসিয়া মঞ্চের উপর দাঁড়াইল। বক্তৃতা পাঠের সময় শ্রোতৃগণের মধ্যে মৃদুস্বরে যে সমালোচনা হইতেছিল অনাদি তাহাতে কাণ দেয় নাই। মাঝে মাঝে দুই চারিটা বয়াটে ছেলের 'অর্ডার' 'অর্ডার' চীৎকার শুনিতে পাইতে-ছিল মাত্র ; কিন্তু ঘণ্টা খানেক পর বক্তৃতা যখন শেষ হইল, তখন অনাদি দেখিল সাজঘরে দারুণ গোলযোগ সুরু হইয়া গিয়াছে। একজন ভদ্রলোক থিয়েটারের উদ্যোগী একটি যুবকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছিলেন, "যত সব নচ্ছার বয়াটের দল! ভদ্দর লোকের মেয়েদের ডেকে এনে অপমান করা!"

যুবক প্রত্যুত্তরে ততোধিক রূঢ় ভাষায় একটা জবাব দিল। ক্রমে ক্রমে আসন ছাড়িয়া আরও জন দুই শ্রোতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয় পক্ষেই অপূর্ব্ব চলিত ভাষায় উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতে লাগিল। এই সময়ে বক্তৃতার কাগজ বগলে করিয়া অনাদিচরণ আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিবামাত্র চারিদিক হইতে যে ধরণের বাক্যের স্রোত বহিতে সুরু করিল তাহাতে যে কোনও মানুষের ধৈর্য্য টলিতে পারিত কিন্তু সমাজ-সংস্কারক অনাদিচরণ টলিল না, কিন্তু সে বিস্মিত হইল। তাহার অপূর্ব্ব বক্তৃতাটির পরিণাম ফল এইরূপ হইবে সে তাহা ভাবিতে পারে নাই। ক্রমে একতরফা গালাগালি নিঃশেষ হইয়া গেল তথাপি অনাদি বলিবার মত একটি কথাও খুঁজিয়া পাইল না। এমন সময় একটি অতি কৃষ্ণবর্ণ বালক আসিয়া অনাদির হাত টানিয়া ধরিয়া কহিল, "ডাক্‌ছে তোমাকে—"

কে ডাকিতেছে তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়া অনাদি বাহিরে আসিল। সভাগৃহের পিছনে একটি তেঁতুল গাছ অনেকখানি ছায়া বিস্তার করিয়াছিল। সেখানে অনাদির প্রতীক্ষায় যে স্ত্রীমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া ছিল সে ভূমিষ্ঠ হইয়া অনাদিকে প্রণাম করিয়া কহিল—"পেরণাম বাবাঠাকুর! আমার একটা গতি ক'রে দিতে হবে।"

কি গতি করিতে হইবে তাহা বুঝিতে না পারিয়া অনাদি কহিল, "আমার সাধ্যে হ'লে হবে।"

স্ত্রীলোকটি কহিল—"সে আপনার খুব সাধ্যি আছে বাবাঠাকুর। আমার আবাগী মেয়েটাকে তরাতে হবে। আট বছরে রাঁড়ী হ'য়ে সে এই উনিশে পড়েছে বাবাঠাকুর! খাওয়াতে আর পারিনে—যদি কেউ নেয় তবে—"

অনাদি সমস্ত কথা বুঝিয়া লইল। তাহার বক্তৃতাটি যে একেবারে নিষ্ফল হয় নাই দেখিয়া আনন্দও হইল। কহিল, "সে হবে। কাল আমার অবসর মত যেও সব ঠিক্ ক'রে দেব। তবে সে

কি এখানে হবে? জানা ভাল ছেলে আছে যে বিধবা বিয়ে কর্ত্তে চায়?"

স্ত্রীলোকটি কহিল, "এখানে বিয়ে কে কর্ব্বে বাবাঠাকুর? ভট্‌চাজ ঠাকুর বলে বিধবা বিয়ে করে হয় মুসলমান নয় খেরেস্তান। হিঁন্দুর মধ্যে কল্লে মহাপাতক।"

অনাদি বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া তারপর কহিল, "যেও তুমি দেখ্‌ব।"

স্ত্রীলোকটি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

· অনাদি ঘরে ফিরিল। ইতিমধ্যে সমাজরক্ষকদের ক্রোধ গিয়া পড়িল অভিনেতাদের উপর; যে ছেলেটির উত্তরা সাজিবার কথা ছিল তাহার কর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক বক্‌সী মহাশয় লইয়া গেলেন; অভিমন্যু তাহার মাতুলের রক্তচক্ষু দেখিয়া ইতিপূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিল। কাজেই রাত দুইটায় থিয়েটার আরম্ভ হইয়া তিনটায় ভাঙ্গিয়া গেল।

৭

পরদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে অনাদিচরণের সংস্কার চেষ্টার প্রথম ফল ক্ষেমঙ্করীকে লইয়া গত রাত্রির সেই স্ত্রীলোকটি আসিয়া উপস্থিত হইল, কথায় কথায় অনাদি তাহাদের সমস্ত অবস্থা জানিয়া লইল। মেয়েটি অল্প বয়সে বিধবা হইয়া এতদিন কাটাইয়াছে, এখন মায়ের ইচ্ছা তাহাকে সংসারী করে। অনাদি সমস্ত শুনিয়া কহিল, "আমি যেদিন ফিরব সেদিন তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে আমার

সঙ্গে যাবে। এখন চুপচাপ থাক, গ্রামটা সুবিধে নয়। জানাজানি হলে কিছু করতে পারবে না।”

মাতা ও কন্যা চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে অনাদির চরগণ বিরাট জাতীয় সভার জন্য শ্রোতৃ সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছিল। অনাদি এবার সংহিতা-সাগর মন্থন করিয়া শ্লোক উদ্ধার করিতে ব্যস্ত ছিল। ঊনবিংশ সংহিতাকারের সহিত পরিচয় সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে আদালতের এক চাপরাশী আসিয়া অনাদির হাতে একখানি শমন দিল। অনাদি দেখিল সাক্ষীর শমন। হঠাৎ সে কেমন করিয়া সাক্ষী হইল, তাহা সে বুঝিল না। শমনখানি হাতে করিয়া একেবারে ঘোষাল মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। ঘোষাল মহাশয় আদ্যোপান্ত দেখিয়া কহিলেন, “এটা আর শক্ত কি? বলবে যে এটা পোদ্দারের সীমানার মধ্যে নয়।”

“ওটা কি?” অনাদি প্রশ্ন করিল। ঘোষাল মহাশয় বুঝাইয়া দিলেন যে “দীনু পোদ্দার একটা কাঁটাল গাছের কাঁটাল পাড়িতে যাওয়ায় বক্‌সীদের বড়বাবু আপত্তি করেন। তাহাতেই এই মামলার উৎপত্তি। বক্‌সী মহাশয় তাঁহাকে সাক্ষী মানিয়াছেন।”

অনাদি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিল, “আমি এসবের কি জানি? আর অনর্থক আমাকে হয়রাণ করা। আমি এদের ভাল কর্ত্তে এসেছিলাম এরা দেখছি—”

ঘোষাল কহিলেন, “হয়রাণ কিসের বাবাজী? মহকুমা এখান থেকে ছ'ক্রোশ দূর বৈ ত নয়। আর ভাল কথা আগেই শুনবে লোকে? আগে দুটো চারটে সাক্ষী দেও, দুচার নম্বর মামলা কর। তবে ত

গাঁয়ের লোক ভাববে তুমি গাঁয়ের একজন।” অনাদি জবাব না দিয়া ফিরিয়া আসিল। থিয়েটারের বন্ধুগণ শমন দেখিয়া সত্য কথা কহিল। অনাদিকে সাক্ষী মানিয়া হয়রাণ করিবার যুক্তি সেদিন দক্ষিণপাড়ার চণ্ডীমণ্ডপে হইতেছিল। তাহা তাহাদের মধ্যে একজন স্বকর্ণে শুনিয়াছে। অনাদি শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল; কহিল, “আচ্ছা আগে জেলে ছুতোরগুলোকে একজোট করে দিই; তার পর বুঝব।”

মহা উৎসাহে অনাদি সংকাল্পিত কাজে লাগিয়া গেল। ভদ্রলোক ব্যতীত আর সর্ব্বশ্রেণীর লোক অনাদির অনুগত হইয়া পড়িল। সভাস্থল প্রায় পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। কাল মহাসভা হইবে, বিভিন্ন গ্রাম হইতে নৌকায় ও পদব্রজে লোক আসিতে সুরু করিল। অনাদি তাহার চরদের কর্ম্মতৎপরতায় বিস্মিত হইল। সে এতখানি আশা করে নাই। চরদের প্রধান সেই সূত্রধর যুবকটিকে ডাকিয়া সে কহিল, “তুমি খুব কাজের লোক। তুমি প্রচার কাজ চালাতে থাকবে; আমি কলকাতা থেকে মাস মাস তোমার খরচ পাঠাব।” সে একগাল হাসিয়া কহিল—“এই লোকগুলাকে কেমন করে যে এনেছি তা জানেন বিশকরম। কেউ কি আসতে চায়? বলে, ওতে কি হবে? তারপর যেই বলেছি, কলকাতার এক পণ্ডিত ভাগবত পড়বেন, অমনি সবাই রাজী হল। এখন আপনি যা পারেন করে নেন।” সামাজিক উন্নতির জন্য কেহ আসিতে চায় না, অথচ ভাগবত শুনিবার জন্য নিরাপত্তিতে সকলেই আসে শুনিয়া অনাদি আশ্চর্য্য হইল। সামাজিক উন্নতিটা যে কত বড় প্রয়োজন তাহা এবার ভালো করিয়া

এই সব অজ্ঞ, মূর্খ, অসহায়দের বুঝাইতে হইবে, এই কথা মনে সে স্থির করিয়া রাখিল।

পরদিন অবনত জাতিদের বিরাট সভা বসিল। গ্রামের ভদ্রলোক সকলেই কৌতূহলী হইয়া সভা দেখিতে আসিয়াছিলেন। অনাদি সাজ পোষাক করিতে বাড়ী গিয়াছিলেন। এমন সময় গ্রামের পণ্ডিত মাধব ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই গ্রামের জেলেদের মণ্ডল নিতাইচাঁদ সসম্ভ্রমে উঠিয়া আসিয়া গললগ্ন-অঞ্চল হইয়া প্রণাম করিল। পণ্ডিত মহাশয় বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া কহিলেন, "কি মণ্ডলের পো! বামুন হতে যাচ্ছ বুঝি?" দাঁতে জিব কাটিয়া নিতাইচাঁদ কহিল, "সর্ব্বনাশ! এসব কি কথা?"

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন, "তবে এসব বেহ্মজ্ঞানী দলে মিশছ কেন?"

বেহ্মজ্ঞানী কথাটি শুনিয়া নিতাইচাঁদের মুখ শুকাইয়া গেল। কহিল, "আজ্ঞে বাবাঠাকুব, অপরাধ নিবেন না, ওই চ্যাংড়াগুলোর কাণ্ড সব।"

এই বলিয়া কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করিয়া নিতাইচাঁদ আসিয়া বসিল। আধ ঘণ্টা পর অনাদি আসিল। তাহার মাথায় সিল্কেব গেরুয়া পাগড়ী, পরণে গেরুয়া আলখাল্লা, বুকের উপর লাল রঙ্গের কাপড়ের ফুল তাহার মধ্যে সাদা সূতার হরপে লেখা, "যতো ধর্ম্ম স্তো জয়ঃ।" তাহাকে দেখিয়া তাহার ভক্ত চরগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—"বন্দে মাতরম্"। এ শব্দটি সকলের বলা অভ্যাস ছিল না, কাজেই জনসঙ্গম নীরব হইয়া রহিল। তখন উৎসাহী সূত্রধর যুবকটি কহিল "বল ভাই সব" কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে সমবেত জনমণ্ডলী

সমস্বরে চীৎকার করিয়া কহিল "রাধাকৃষ্ণামৃতে হরিধ্বনি বল, বল হরি হরি বোল।"

তখন অনাদি দিস্তা তিনেক কাগজ বাহির করিয়া শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইতে লাগিল, উত্তেজনার মুখে কত কি বলিয়া গেল। অবনত জাতিদের উন্নতি করা দরকার, ব্রাহ্মণের জন্য জাতির এই অধোগতি, শাস্ত্রকারদের অবিচার ইত্যাদি। যাহারা ভাগবত শুনিতে আসিয়াছিল তাহারা ধৈর্য্য হারাইল। দুই একজন উঠিয়া গেল। অপর সকলে গল্প জুড়িয়া দিল। ঘণ্টা দুইয়ের পর বক্তৃতা সমাপ্ত করিয়া অনাদি চেয়ারে বসিয়া কহিল।

"আমার যা বলবার বল্লাম, এখন উন্নতি করা তোমাদের হাত। উন্নতি হলে ছোট বড় মানলে চলবেনা, জল চল সকলের করতে হবে। এ বাধাটা দূর করতেই হবে।"

সভামধ্য হইতে একজন কহিল, 'এজ্ঞে ভদ্দর বাবুরা বামুন ঠাকুরেরা যদি খান তবে আমরা খাব।'

তখন চেয়ারের উপর দাঁড়াইয়া অনাদি কহিল, "শোন ভাই সব, আমি ব্রাহ্মণ আমি যা কর্ব্ব তাই করবে?" অনাদির অনুচরেরা সমস্বরে কহিল, "হ্যাঁ।" আয়োজন পূর্ব্বেই করা ছিল। অনাদি কহিল "জল দাও লোচন।" লোচন নামক বাগ্দী বালকটি উঠিয়া আসিয়া জলের ঘটী অনাদির হাতে দিল,অনাদি এক নিঃশ্বাসে জলটুকু নিঃশেষ করিয়া কহিল, "যে আমাকে জল দিল সে জেতে বাগ্দী, আমি পথ দেখালাম, এখন তোমরা এস।" মুহূর্ত্ত মধ্যে সভাস্থল রঙ্গস্থলে পরিণত হইল। পশ্চাৎ হইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ম্লেচ্ছ, খৃষ্টান।"

সভাস্থল হইতে অনেকগুলি কণ্ঠ সমস্বরে কহিল, "ফাঁকি দিয়ে-জাত মারা। খেরেস্তান, বেহ্মজ্ঞানী।" অনাদি তাহাদিগকে বুঝাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বাহির হইয়া আসিল। তাহার মাথার মধ্যে তখন আগুনের হল্কা ছুটিতেছিল। সঙ্কল্প ভঙ্গে হতাশ হইয়া একেবারে সে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহার পর সভায় কি হইল জানিবার প্রবৃত্তি রহিল না। কিন্তু সন্ধ্যার সময় রক্তাক্ত কলেবরে বাগ্দী ছেলে লোচন আসিয়া সাশ্রুনেত্রে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল এবং অনাদিকে জল দিবার অপরাধে খড়ম, জুতা ও লাঠির দ্বারা যতগুলি শাস্তি সে পাইয়াছে তাহা দেখাইয়া সে কাঁদিতে লাগিল। অনাদি তাহাকে পাঁচটি টাকা দিয়া বিদায় করিয়া তাহার পুথি পত্র গোছাইবার কাজে বসিল। তাহার এত পরিশ্রম আয়োজন চেষ্টা, এমন উদার সঙ্কল্প সমস্তই লোচন বাগ্দীর এক ঘটি জলে ভাসাইয়া দিয়া পরদিন অনাদি গ্রাম ত্যাগ করিল।

অনাদির পাল্কী যখন পূবপাড়ার বাঁকে গিয়া পৌঁছিয়াছে তখন হঠাৎ কাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, একটি পুটুলি হাতে ক্ষেমঙ্করী ও সঙ্গে তাহার মাতা দাঁড়াইয়া। ক্ষেমঙ্করীর মাতা কহিল, "আমাদের ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন বাবাঠাকুর।"

অনাদি কহিল, "এর পর বার এসে নিয়ে যাব।"

"আপনার কথায় সব মাটির দামে বেচে দিয়ে—"

মাতার কথায় বাধা দিয়া ক্ষেমঙ্করী কহিল,—"জানিস্‌নি মা গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া,—এত দেখ্‌লি তবু শিক্ষা হল না?"

অনাদি এই কুৎসিত পরিহাসটি শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। পর মুহূর্তেই পাল্কীর ভিতর বসিয়া মাঝিকে বলিল, "ছাড় নৌকা।"

স্ত্রীরের তীব্রস্বর কথা শুনিতে আর কান দিল না। নৌকা কিছু দূরে অগ্রসর হইলে অনাদি বাহিরে আসিয়া মাঝিকে প্রশ্ন করিল, "ও মেয়েটিকে জান?"

মাঝি একটু মৃদু হাসিয়া কহিল, "বাবু জানেন না? ও ভট্চাজ মহাশয়ের বেটি।"

অনাদি আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "কি রকম?"

—"ওর মা ভট্চাজ মশায়ের বাড়ীতে দাসী খাট্‌ত। জাতে বাগ্দী।"

অনাদি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অনাদি আজ কাল মাষ্টারি করে—তবে সমাজ সংস্কার করিবার ঝোঁক এখনও যায় নাই, এই জন্য প্রতি রবিবার গোলদীঘি নচেৎ হেদোর ধারে তাহাকে বক্তৃতা করিতে দেখা যায়।

প্রচারক অভাবে তাহাদের সমিতিটি উঠিয়া গেছে।

একটি আধুনিক গল্প

সম্পাদক মহাশয় আসিয়া একটি বিনীত নমস্কার সহকারে কহিলেন, "একটা লেখা আবশ্যক।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "হেতু?"

"আমার পত্রিকার জন্য। দেরী কর্‌বার উপায় নেই, কাল থেকেই ছাপা সুরু হবে। একটা গল্প চাই, অভাবে একটা রস রচনা, সেই সঙ্গে সম্ভব হ'লে একটা কবিতা, নিতান্ত না পার্‌লে আপনার উপন্যাসখানির প্রথম অংশ—দুটি পরিচ্ছেদ। তারপর মাসে মাসে দু' তিন পরিচ্ছেদ ছেপে দেব। কপি দিন্!" সম্পাদক মহাশয় চেয়ারে বসিয়াই কপি দেখিবার জন্য গায়ের চাদরে চশমা জোড়া মুছিতে লাগিলেন। সভয়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিলাম, 'কাল হ'লে হয় না?"

সম্পাদক কহিলেন, "না। এক্ষুণি! বরং আমি বস্‌ছি, আপনি কিছু জল খাবার আর চা আনিয়ে দিন্। আমি বৈঠকখানায় খবরের কাগজটা দেখি গে!"

সম্পাদক মহাশয় বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, ডাকিয়া কহিলাম, "এত তাড়াতাড়ি কি লিখ্‌ব? কিছুই তো আস্‌ছে না মাথায়!"

সম্পাদক বারান্দা হইতে ধিক্কার দিলেন, "কী আপনারা! নকুল বাবু তিন ঘণ্টায় একটা গল্প লেখেন, মন্তু বাবু চার গল্প একসঙ্গে ফেঁদে নিয়ে চার প্রহরে চার্‌টে শেষ করে ফেলেন, দাশু বোস বায়স্কোপ দেখে

ফিরে এসেই,—গল্প লিখ্তে কি লাগে? সেকেলে ধরণে লিখ্তে অবিশ্যি চার দিন লাগ্তে পারে কিন্তু আধুনিক গল্প লিখ্তে গোটা দুই চুরুট আর দু পেয়ালা চা শেষ কর্ত্তে যে সময়টুকু দরকার তার চেয়ে বেশী সময় লাগে না।"

অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া কহিলাম, "প্লট?"

"প্লট কিসের? জগৎ জোড়াই তো প্লট ছড়িয়ে রয়েছে, আপনার সঙ্গে আমি কথা বল্‌ছি—প্লট্! চাকর খাবার আন্‌তে গিয়ে ময়রার সঙ্গে দস্তুরী নিয়ে মারামারি কর্চ্ছে—প্লট্। আপনার মাথায় গল্প আস্‌ছে না—প্লট। গল্প মাথায় আস্‌ছে না এই নিয়েই ফেলুন না একটা গল্প লিখে। প্লট ভাব্‌তেই যদি দিন গেল তবে গল্প লিখ্‌বেন কখন? গল্প মাথায় আস্‌ছে না—মাথা চুল্‌কাচ্চেন—মন ভারাক্রান্ত, মাথা টন্ টন্ কর্চ্ছে—কাগজের উপর ছবি আঁক্‌ছেন—অত্যন্ত ব্যাকুল প্রত্যাশায় বিরহিণী বধূর মত ষ্টেশনের পথের দিকে চেয়ে—"

কহিলাম, "চুপ করুন!"

"ওঃ! তাই তো আপনার আবার স্ত্রীলোক-ঘটিত উপমায় আপত্তি! মনে ছিল না। sorry। তবে লিখুন—কলেজের ছেলের মত ইংরেজী মাসের তেসরা তারিখে পৈত্রিক মণিঅর্ডারের প্রত্যাশায় পথের দিকে চেয়ে—কী করুণ সে চাওয়া!" এই সময় সম্পাদক মহাশয়ের চা এবং জল-খাবার আসিল। তিনি কহিলেন, "এই যে চা আর জল-খাবার, এই নিয়েই তো একটা এক ফর্ম্মা গল্প ফেঁদে দেওয়া যায়। এ যদি আপনার বাবুরাম না নিয়ে এসে, আস্‌তো কোনও তন্বী গৌরাঙ্গী—"

একটি আধুনিক গল্প

বুঝিলাম সম্পাদকের মগজে মলয় বাতাস ঘূর্ণীবাত্যার সৃষ্টি করিয়াছে। কহিলাম—"ও সব কথা রাখুন! কোনও প্লট মাথায় থাকে ব'লে যান লিখে দিচ্ছি!"

"বল্লুম তো—প্লট ক'রে নিন্, যা ঘট্‌ছে সব প্লট। লিখে গেলেই হবে গল্প। আপনি তো ট্রামে আর বাসেই দিন কাটান; যে কোনও দিনের একটা ট্রিপের কথা লিখে গেলেই শেষে দেখবেন গল্পে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তাই হবে খাঁটি গল্প—স্বচ্ছ, সহজ।"

চট করিয়া মাথায় বিদ্যুতের মত একটা উপায় ঝলকিয়া উঠিল, কহিলাম—"বেশ, বাইরে বসুন। যে কোনও দিনের একটা ট্রিপের কাহিনী স্বচ্ছ সহজ সরল ক'রে—লিখে যাচ্ছি।"

সম্পাদক মহাশয় কথা কহিতে পারিলেন না। সিঙ্গাড়ার আভ্যন্তরীণ একটা আলুর খোসা দেশলাইয়ের কাঠির সাহায্যে দাঁতের ফাঁক হইতে বাহির করিবার চেষ্টা করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলেন।

কবে কোথায় গিয়াছিলাম ভাবিতে লাগিলাম। কাল বাবু ঘাট, পরশু 'শনিবারের চিঠি' 'আনন্দ বাজার'—কোনও প্লট পাইতেছি না। বুধবারে? বুধবারে শ্যামবাজারে অকারণ যাত্রা। অকারণ যাত্রার কাহিনীটা লিখলেই স্বচ্ছ সহজ যাহা কিছু একটা হইতে পারে। কাগজের প্যাড্ লইলাম। বৈঠকখানা হইতে সম্পাদক মহাশয় হাঁকিলেন, "আধুনিক ধরণের কর্ব্বেন, আর ফর্ম্মা দেড়েকের বেশী না হয় যেন। আর একটু করুণ, একটু হাস্যরস—"

কহিলাম, "আচ্ছা। আপনি চুপ করুন। দরকার হয় আর এক

পেয়ালা চা আনিয়ে নিন্ নৈলে বায়স্কোপের বইয়ের ছবি দেখুন। আমি লেখা সুরু কর্চ্ছি। বুধবারের ট্রিপের কথাটাই লিখ্‌ছি।"

লিখিলাম—

*　　　*　　　*　　　*

শ্যামবাজারের মোড়—রৌদ্রস্নাত ইন্দ্রলোকের মত দেখ্‌তে। বাড়ীতে ভালো লাগ্‌ছিল না ব'লে বেরিয়েছিলুম, বাইরে ভালো লাগ্‌ছেনা ব'লে ফিরে যেতে ইচ্ছে কর্‌ছে। লাল রংয়ের বাস্ একখানা ছোট! ভিতরে বোঝাই হ'য়ে গেছে, জন তেরো যাত্রী—না তেরো নয় চোদ্দ, বসে তের জন, একজন এক কোণে দাঁড়িয়ে। ড্রাইভারের পাশে বস্‌লুম। ভিতরের যাত্রীদের কথায় বুঝ্‌লুম সকলেই অত্যন্ত শোকার্ত্ত। একজন বল্‌লেন—"কিন্তু বড় অকস্মাৎ!"

দ্বিতীয়—আমি তো অত্যন্ত মর্ম্মাহত হ'য়ে পড়েছি। তাঁর সেই যে বইটা—"আলু পটোল"—

তৃতীয়—"আলু পটোল" নয় "ধূলিপটল"।—যাতে বিধবা বিন্দু কাৎলা মাছের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌ছে—

চতুর্থ—কিন্তু কি আশ্চর্য্য কবিতা।

পঞ্চম—আর গান?

ষষ্ঠ—গল্প? কি চমৎকার করুণ—

সপ্তম—আর সেই একাঙ্ক নাটক দুটো—

অষ্টম—কি অদ্ভুত চরিত্র মিনি বোসের—

নবম—আর তার বাবার—

দশম—বেঁচে থাকলে গজানন বাবু গলস্‌ওয়ার্দ্দির মত—

একাদশ—বাঙ্গলার দুর্ভাগ্য—

দ্বাদশ—ওঁর আছেন কে ?

ত্রয়োদশ—আছেন স্ত্রী। আর সে স্ত্রী কি স্ত্রী ? সরস্বতী, তাঁর ছোঁয়াচ লেগেই তো গজানন বাবুর প্রতিভার উন্মেষ—

প্রথম। কি রকম ?

দ্বিতীয়। জানেন আপনি ?

ত্রয়োদশ। জানিনে ? তাঁর বিয়েতে আত্মীয় স্বজন কেউ এলোনা। তখন তিনি এসে বল্লেন, পাঁচু বাবু যেতে হবেই আপনাকে। তাঁর আগ্রহ…

তৃতীয়—তাঁর আগ্রহের কতক পরিচয় পেয়েছি আমি তাঁর ছেলের অন্নপ্রাশনে। আমার জ্বর, খাবনা, বাড়ীতে শুয়ে আছি। সন্ধ্যাকালে দরজায় মটরের ভেঁপু বেজে উঠ্‌ল। লেপের তল থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দেখি গজানন বাবু নিজেই এসে উপস্থিত।

চতুর্থ। অমন উদার মানুষ হয় না! মরবার আগের দিনও আমাকে বল্‌লেন যে তাঁর শ্বশুরের শ্রাদ্ধে আমাকে দেখ্‌তে শুনতে হবে—

দ্বিতীয়—ছেলে শ্বশুরের কথা রাখুন না মশাই! স্ত্রীর কথা বলুন পাঁচু বাবু—কি রকম সরস্বতী ?

ত্রয়োদশ। অনেক কথা সে, শুন্‌বেন ? আচ্ছা বিড়ি দিন একটা। থ্যাঙ্কস্। আমি তখন ম্যাকেঞ্জী লায়ালের ওখানে—Show room এর—

দ্বিতীয়—তার সঙ্গে সম্পর্ক কি ?

ত্রয়োদশ। আছে শুনুন। নম্বর লাগাচ্ছি একদিন নীলামী কতকগুলো ফার্ণিচারে, এমন সময় একটি ভদ্রলোক এসে বললেন, মশাই আবলুসের Book Case হবে একটা? ছিল। বল্লুম হবে। ভদ্রলোক দাম জানতে চাইলেন। বল্লুম, নীলাম ডেকে নিলে কত উঠবে জানিনে, এখন নিলে এক'শ। ভদ্রলোক Book Caseটা দেখলেন তার পর মিনিট পাঁচেক ধ'রে তাতে হাত বুলিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন, পছন্দ খুবই হয়—কিন্তু টাকায় কুলোবে না। আমার বড় দুঃখ হল। বল্লুম, আচ্ছা টাকা যোগাড় করুন আপনি, ওটার ডাক আমি Stay করে রাখব'খন। ভদ্রলোক আমার দুটি হাত ধ'রে বল্লেন, রাখবেন দাদা--ওটি নৈলে আমাব চলবে না।

দ্বিতীয়। Book Caseএর সঙ্গে স্ত্রীর সম্বন্ধ?

ত্রয়োদশ। সমস্ত Caseএর সঙ্গেই স্ত্রীর সম্বন্ধ আছে নুটুবাবু, থামুন বলছি! পরদিন আবার তিনি এলেন, অনেকক্ষণ Book Caseটার গায়ে ঘুমন্ত নববধূব গায়ে নববর যেমন হাত বুলোয় তেমনি হাত বুলিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চলে গেলেন। এম্নি করে তিনটি দিন পর পর। একদিন আমি জিজ্ঞেস করলুম, আচ্ছা, এরকম করেন কেন আপনি বলুন তো? নাম কি আপনার?

বল্লেন—গজানন চাটুয্যে। কেন এ রকম করি শুনবেন? যাবেন আমার সঙ্গে?

সে দিন হাতে কাজ ছিলনা, বেরিয়ে পড়লুম। গরাণহাটায় গিয়ে উপস্থিত। বাড়ীখানা ভদ্রলোকের নয়। উপরে গেলুম। উঃ সে কি অদ্ভুত রূপ! সতেরো আঠারো বছরের একটি মেয়ে বই পড়ছিল,

তাড়াতাড়ি বইখানা ফেলে দিয়ে আমার সাম্‌নেই গজাননের গলা জড়িয়ে ধ'রে বললে—"আজ এনেছ ?" গজানন মুখ নীচু ক'রে বল্‌লে, "পারিনি।" মেয়েটা অমনি গজাননের কাছ থেকে স'রে এসে বিছানায় পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে সুরু করে দিলে।

গজানন চোখের জল মুছে আমাকে বল্‌লেন, 'দেখছেন ?' সব শুন্‌লুম। মেয়েটা কীর্ত্তনওয়ালী বিধুমুখীর। গজানন মাষ্টার, বিনি পয়সায় পড়ান। উভয়ের গভীর প্রেম। মেয়েটির আবদার, একটা আবলুস কাঠের Book Case! গজানন সেই জন্যেই ব্যাকুল হ'য়ে পড়েছেন, আর সে কী ব্যাকুলতা!

দ্বিতীয়। সে ব্যাকুলতা থাক্‌, এখন তার পর বলুন—

ত্রয়োদশ। বল্লুম আমি, ভয় নেই আপনার, আমি ব্যবস্থা করে দেব। কাল আসবেন। পরদিন এলেন গজানন, মুখে তাঁর প্রত্যাশার দীপ্তি! কী—

দ্বিতীয়। আরে থাক্‌ মশাই—আসল কথাটা বলুন না।

ত্রয়োদশ—বল্‌ছি। টিকিট বদ্‌লে সাড়ে সাতাশ টাকায় Book Case দিয়ে দিলুম গজাননকে। গজানন আমার পায়ে হাত দিয়ে—

দ্বিতীয়। বামুনকে পায়ে হাত দিতে দিলেন আপনি ?

ত্রয়োদশ। কৃতজ্ঞতা, স্রেফ্‌ কৃতজ্ঞতা! তার কাছে জাত বিচার নেই। যাক্‌ Book Case নিয়ে গেলেন গজানন। সন্ধ্যায় গেলুম গরাণহাটায়। বরাবর উপরে উঠে দেখি Book Caseটার উপর মাথা রেখে মুখোমুখী গজানন আর সেই মেয়েটা—ইন্দুমুখী বসে, চোখে তাদের প্রগাঢ় প্রণয়ের নিগূঢ় ঘুম—

দ্বিতীয়—হ'ল কি বলুন না পাঁচুবাবু!

ত্রয়োদশ। যা হয় এবং হওয়া উচিত—গজানন চাটুয্যে আর ইন্দুমুখীর বিয়ে। আর কেউ গেল না, আমিই বরকর্ত্তা হ'য়ে গেলুম।

দ্বিতীয়। বিধুমুখীর মেয়ের সঙ্গে বে হ'ল—তাহ'লে আবার শ্বশুরের শ্রাদ্ধের কথা বল্‌লেন যে হারুবাবু?

চতুর্থ। মশাই, আপনার কাছে কিছু বল্‌বার যো নেই—কেবল জেরা, কেবল জেরা!

মেয়ের বে হবার পরই বিধুমুখী 'কলা মন্দির' থিয়েটারের এ্যাক্টার গোবিন্দ মহান্তির সঙ্গে মালা চন্দন কল্লেন! সে গোবিন্দ মহান্তি মারা গেছেন আজ দিন সাতেক।

দ্বিতীয়। তার পর পাঁচুবাবু!

ত্রয়োদশ। তার পর থেকেই গজানন বাবুর লেখা বেরুতে সুরু কর্ল—উঃ কি সে লেখা! গল্প, কবিতা, উপন্যাস! উপন্যাস, কবিতা, গল্প! আর ইন্দুমুখী দিনরাত দেখছে প্রুফ্—আহার নেই, নিদ্রা নেই—সেই আবলুস কাঠের Book Caseটার সাম্‌নে ব'সে—

প্রথম। বৈঠকখানার দক্ষিণ দিকের কোণটায় যে Book Caseটা?

দ্বিতীয়। না, মাঝখানে।

তৃতীয়। ঠিক্ মাঝখানে বলা যায় না—একটু কোণের দিকে—

ত্রয়োদশ। যেখানেই হোক্, Book Caseটা থেকেই সব হ'ল—এই Book Case থেকেই মিলন, লেখা, সব কিছু—

এমন সময়ে একটি গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে মুখ ফেরালেম। দেখি,

যিনি বাসের একটি কোণে জানালায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বল্‌ছেন—সবই বল্‌লেন আপনারা, কিন্তু শেষ রক্ষা কর্‌তে পার্‌লেন না। Book Caseটা থেকেই সব হ'ল, কারণ তারই নীচের একটা লুকোনো ড্রয়ারে ছিল অনেকগুলো manuscript—গজানন বাবু ক্রমাগত নিজের নামে তাই ছেপে যেতে লাগ্‌লেন—

তেবোটি যাত্রী সমস্বরে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন—বাজে কথা! অপমান কর্চ্ছেন আপনি গজানন বাবুকে! লায়ার!

ভদ্রলোকটি বিচলিত না হ'য়ে বল্‌লেন—না, কথা সত্যি।—গজানন বাবু নিজে বলেছেন আজ—

যাত্রীদল। ষ্টুপিড্! কাল মারা গেছেন তিনি—

ভদ্রলোকটি বল্‌লেন—যিনি মারা গেলেন তিনি গজানন গাঙ্গুলী—এটর্ণী, 'আয়ুর্ব্বেদীয় মতে গো চিকিৎসা' যিনি লিখেছেন—

যাত্রীদল। কিছু জানেন না তা হ'লে আপনি!

ভদ্রলোকটি একটি মৃদুহাস্য সহকারে বল্‌লেন—জানি। যেহেতু গজানন বাবুব যে বইটাতে বিধবা বিন্দু কাৎলা মাছেব দিকে চেয়ে আছে সেই বইটা আলু-পটোল কিংবা 'ধূলি পটল' নয়, তার নাম 'জটামুকুট', তিনি আবলুস কাঠের Book Case কোনোদিন চোখে দেখেন নি এবং গরাণহাটায় বিধুমুখী কীর্ত্তনওয়ালীর মেয়েকে বিয়ে করেন নি—বিয়ে করেছেন ভাটপাড়ার নরহরি শিরোমণির প্রথমা কন্যা দাক্ষায়ণীকে। তিনি শেয়ালদার মালগুদামে কাজ করেন এবং এখনই নেমে যাচ্ছেন। আমার নাম গজানন চাটুয্যে এবং আমি আপনাদের কাউকেই চিনিনে। নমস্কার! ভদ্রলোক নেমে চ'লে গেলেন।

যাত্রীদল সমস্বরে ব'লে উঠ্‌ল—ধাপ্পাবাজ! আমরা সবাই—

আর কিছু শুন্‌তে পেলাম না। নেমে প'ড়ে গজানন বাবুর পিছু নিলাম—আমার নূতন বইটা তাঁকে দেবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু লোকের ভিড়ে তাঁকে খুঁজে বের কর্ত্তে পার্‌লাম না।

*

* *

শেষ

সম্পাদক মহাশয় আসিয়া কহিলেন, "হ'ল?"

লেখাটি দিলাম। পড়িয়া কহিলেন, "বড্ড বড় ক'রে ফেল্‌লেন। আধুনিক ধরণের হ'লনা!"

সঙ্কুচিত হইয়া কহিলাম—"আর কি রকম হবে তা'হলে?"

সম্পাদক কহিলেন, "Book Case কেনার পর লিখুন—দেখ্‌লুম Book Caseএর উপর মাথা রেখে মুখে মুখ লাগিয়ে পাশাপাশি ব'সে মরণাহত গজানন আর ইন্দুমুখী—পাওয়ার আনন্দে উভয়ের হার্টফেল করেছে—আর এই Book Case হ'ল তাদের কফিন! আর সেই থেকে আমি ম্যাকেঞ্জী লায়ালের কাজ ছেড়ে দিয়েছি!"

শেষ-পৃষ্ঠা

ঠিক্ মনে পড়িতেছে না তবে সেদিন বোধ হয় প্রাতঃকালে সদর দরজা খুলিয়াই প্রথমে পাশের বাড়ীর ভৃত্য গোপীবল্লভের মুখ দেখিয়াছিলাম, যেহেতু জানিতাম গোপীবল্লভ প্রেমিক,—সে প্রত্যহ রাত্রি বারোটার পর তাহার ডিউটির শেষ-কাজ প্রভুর পদতলে সুড়্সুড়ি দিয়া ঘুম পাড়াইয়া গলির মোড়ের পোড়ো বাড়ীটার রোয়াকে বসিয়াই ভৈরবীতে গান ধরিত—

প্রেমের তরে পাগল হ'লাম আমি বৈরাগী

সম্ভবতঃ তাহাই হইবে, কারণ অনুরূপ কোনও হেতু না থাকিলে সে-দিনকার চারিটি প্রহরেই প্রেম সম্বন্ধীয় ব্যাপার লইয়া বিব্রত হইতে হইত না।

প্রথম প্রহরে বন্ধু যামিনীর পত্র পাইলাম—তাহার স্ত্রীকে দুই একদিনের মধ্যেই আনিতে হইবে, কেননা পৌষ মাসে যাত্রা নাই অথচ মাঘ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে সে পারে না। কপি ও মটরশুঁটির স্বাদ ততদিন খারাপ হইয়া যাইবে, তাহা ব্যতীত—যাক্ সে কথায় আবশ্যক নাই,—মোট কথা টাকা চাই।

স্ত্রীকে আনিবার খরচ অন্ততঃ পঞ্চাশ টাকা তার করিয়া পাঠাইতে হইবে। প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুতর বুঝিয়া তাড়াতাড়ি নিজেই ডাকঘরের দিকে চলিলাম। মোড় ফিরিতেই এক রিক্স-ওয়ালার সহিত ধাক্কা

লাগিল। বিনাবাক্যে ভূতলস্থ হইলাম। জুতার ফিতা ও পায়ের চামড়া কিঞ্চিৎ পরিমাণ ছিঁড়িয়া গেল।

দ্বিপ্রহরে টেলিফোঁ যোগে 'দীপশিখা' পত্রিকার সম্পাদিকার আদেশ আসিল তাঁহার পত্রিকার জন্য একটি প্রেমের কবিতা দিতে হইবে। দক্ষিণের জানালা খুলিয়া দিয়া গুটিকয়েক ফুটন্ত ফুলের গাছের টব বারান্দায় সাজাইয়া সেই দিকে চাহিয়া কলম কামড়াইতে লাগিলাম। মন কিছুতেই রসস্থ হইল না। অনেকক্ষণ বৃথা চেষ্টা করিয়া অবশেষে রাগিয়া লিখিলাম—

জনম অবধি প্রেম সাথে যার অহি-নকুলের সখ্য,
তার কাছে খোঁজ প্রেমের কবিতা ? ধর্ম্মতলায় মোক্ষ !

তৃতীয় চরণে লেখনী ক্ষেপ করিব এমন সময় আঙিনায় সশব্দ পদক্ষেপ, তাহার পরেই আহ্বান। বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখি পাড়ার 'ইয়ং মেনস্ ক্ল্যাসিকো-রোমান্টিক ডিবেটিং ক্লাবের যুগল সেক্রেটারী কানাই ও শশধর। বসিতে বলিলেই বক্তৃতা শুনিতে হইবে ভয়ে বারান্দা হইতেই প্রশ্ন করিলাম—"অকস্মাৎ ?"

কানাই কহিল, "জটিল সমস্যা। মীমাংসার জন্যে এসেছি।"

সপ্তাহে দুই তিনবার ইহাদের সমস্যা উপস্থিত হইত এবং তাহার অনিবার্য্য ফল স্বরূপ আমাকে নূতন করিয়া প্রতি সপ্তাহে হোম্ লাইব্রেরীর বহিগুলি গুছাইতে হইত—কাজেই সমস্যার কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইলাম, সভয়ে প্রশ্ন করিলাম—"কি রকম সমস্যা— রাজনৈতিক ?"

কানাই কহিল, "উঁ হু, প্রেমনৈতিক।"

বাঁচিয়া গেলাম। প্রেম সম্বন্ধে আমি বিশেষজ্ঞ নই, এ বিষয়ে কোন গ্রন্থও আমার ছিল না। কাজেই সাহস করিয়া কহিলাম—"বেশ! বল।"

কানাই কহিল, "প্রেম আছে কি না? যদি থাকে তবে তাহার পাত্রাপাত্র আছে কি না? প্রেমের মেয়াদ কতদিন? অর্থাৎ—"

বুঝিলাম প্রশ্ন অনেক দূর গড়াইবে। কাজেই আবার বাধা দিয়া কহিলাম—"এর মধ্যে সমস্যা কোথায়? সোজা ভবকান্তদা'র ওখানে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস কর—"

কানাই কহিল, "দেখুন, কাল আমাদের ডিবেট—"

কহিলাম, "বেশ তো। প্রেম সম্বন্ধে ভবকান্তদা'র মত অথরিটি এ পাড়ায় নেই।"

কানাই কহিল, "সে কথা জানি, কিন্তু তিনি যে কথা বলেন না মোটেই!"

কহিলাম, "কথা আদায় করা শিখ্‌তে হয়। এখন যাও, সন্ধ্যার পর একসঙ্গে সেখানে গিয়ে বসা যাবে। প্রশ্নগুলো লিখে নিয়ে যেও।"

কানাই ও শশধর চলিয়া গেল।

*　　　*　　　*　　　*

সন্ধ্যার পর শশধর আর কানাইকে সঙ্গে লইয়া ভবকান্তদা'র বাড়ীর বৈঠকখানার দরজায় দাঁড়াইয়া কড়া নাড়িলাম। আহ্বান আসিল, "এসো ভিতরে।"

ঘরে ঢুকিলাম। ভবকান্তদা একখানি ইজিচেয়ারে লম্বমান হইয়া

সট্‌কার নল মুখে দিয়া ঝিমাইতেছিলেন, চোখ মেলিয়া আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "অকস্মাৎ ?"

কহিলাম, "প্রয়োজন অকস্মাৎ উপস্থিত ব'লেই"

ভবকান্তদা' সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন, "বিশেষ জরুরী দরকার না হয় যদি, তবে বল বিনদিকে ডাকি চা নিয়ে আসুক !"

কানাই ও শশধর সমস্বরে কহিল, "সে সব হাঙ্গামে কাজ নেই। আমরা গুটিকয়েক প্রশ্ন নিয়ে এসেছি, জবাব নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।"

ভবকান্তদা' আবার ইজিচেয়ারে লম্বমান হইয়া আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"এ সময়টা ঠিক্ প্রশ্নের জবাব দেবার মত নয়, স্বপ্ন দেখ্‌বার সময় এটা—"

আমি কহিলাম, "আপনাকে অসময়ে বিরক্ত কর্ত্তে বাধ্য হ'লাম এই জন্যে যে ছেলেদের কাল সভা—তাতে প্রেম সম্বন্ধে কতকগুলি জটিল তত্ত্বের আলোচনা হবে। কতকগুলি বিষয়ে আপনার অভিমত জানা দরকার কারণ—" বলিয়াই ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম।

ভবকান্তদা' বলিলেন, "কারণ তোমাদের সকলেরই বিশ্বাস প্রেম সম্বন্ধে আমি একজন বিশেষজ্ঞ। আর শুধু তোমরা নও অনুকূল ঠাকুর্দ্দা সুদ্ধ তাই বিশ্বাস করেন, সেদিন ঠানদির সঙ্গে ঝগড়া ক'রে— যাক্‌গে প্রশ্নগুলো কি বল শুনি।"

শশধর একখানি কাগজ তাঁহার হাতে তুলিয়া দিল। ভবকান্তদা' পড়িয়া বলিলেন—"প্রশ্নগুলি একটুও জটিল নয়। কিন্তু তোমরা ছেলে মানুষ এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন ?"

শশধর কহিল, "তা নৈলে ডিবেটিং ক্লাবটা উঠে যায়! একটা 'সবজেক্ট' তো চাই। পলিটিক্স্ কর্ব্বার যো নেই—অর্ডিনান্স! লাঠি কুস্তি ছোরা ছুরি খেলা অথবা সে সম্বন্ধে আলোচনা করা—সি-আই-ডি! অস্পৃশ্যতা আর শাস্ত্র নিয়ে কথা কইতে গেলে সংস্কৃত জানা দরকার, কাজেই—"

ভবকান্তদা' মুখের উপর কাগজখানি চাপিয়া অৰ্দ্ধশয়ান অবস্থায় চুপ করিয়া ছিলেন, শশধরের কথা শুনিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "কিন্তু আর কিছু কর্ব্বার নেই ব'লে প্রেম নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কর্ব্বে—প্রেম জিনিষটা তো তত সহজ নয়। এত বড় একটা সার্ব্বজনীন ব্যাপার—"

শশধর বাধা দিয়া কহিল, "একটু অপেক্ষা করুন আমরা নোট ক'রে নিচ্ছি। কানাই—"

কানাই নোট বুক বাহির করিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভবকান্তদা'র মতে তা হ'লে কি—"

ভবকান্তদা' কহিলেন, "প্রেম আছে। তবে তা একটি নেশা মাত্র। গাঁজা, আফিম, চরস প্রভৃতির একটা মোলায়েম ধরণের রকমফের। উক্ত বস্তুগুলির মত প্রেম সেবনেও মত্ততা জন্মে এবং ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়াকে উচ্চৈঃশ্রবা, বস্তির খোলার ঘরকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এবং নর্দ্দামাকে মা ভাগীরথী ব'লে মনে হয়।"

বলিয়াই ভবকান্তদা' পুনরায় ইজিচেয়ারে লম্বমান হইলেন। বুঝিলাম ভবকান্তদা' আর কিছু বলিতে নারাজ। শশধর আমার মুখের দিকে হতাশ হইয়া চাহিল। তাঁহার কথার প্রতিবাদ না করিলে ভবকান্তদা'র নিকট হইতে কথা আদায় করা যায় না তাহা জানিতাম,

কাজেই শশধরের অভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য কহিলাম, "বল্লেন ভবকান্তদা' আমরাও শুন্‌লাম কিন্তু বিশ্বাস কর্ত্তে পার্চ্ছিনে।"

"বটে!" বলিয়া ভবকান্তদা' পুনরায় সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন, "তা হ'লে প্রেমের সঙ্গে পরিচয় হয়নি তোমার। পদার্থটার প্রথম আক্রমণ যে কি ভীষণ এবং তার অনিবার্য্য ফল—মত্ততা, যে কি পরিমাণ মারাত্মক তা যদি জান্‌তে তা হ'লে ছেলেমানুষের মত আমার কথায় অবিশ্বাস কর্ত্তে না! তা হ'লে শুন্‌বে?"

অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল, কানাই ও শশধর সমস্বরে সাগ্রহে কহিয়া উঠিল, "বলুন।"

ভবকান্তদা' কহিলেন, "ছেলেমানুষ তোমরা শোনা উচিত নয়, তবু শোন। একটা 'থিওরি'র ভাষ্য হিসাবে শুনে যাও।" তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া কহিলেন,

"আমাদের ওই সাত নম্বরের বাড়ীটা দেখেছ তো? যার ছাতের প্রাচীর নেই গলির শেষ বাড়ীটা?"

সকলেই সম্মতি-সূচক ইঙ্গিত করিলাম। ভবকান্তদা' কহিলেন, "বেশ! শোন তবে, বছর বিশেক আগেকার কথা বল্‌ছি। বাবা আর মা উভয়েই তখন সাংসারিক ঝঞ্ঝাটে ইস্তফা দিয়ে কাশীবাস কর্চ্ছেন, আমি একা কলকাতায় ঠাকুর চাকর নিয়ে সংসার পেতে ব'সে আছি। তোমার প্রথম বৌদিদি আসি আসি কর্চ্ছেন, ফেল্ কর্ব্বার ভয়ে যথাবিধি তাঁকে আন্‌তে পাচ্ছিনে—বৈশাখ মাসের প্রতীক্ষায় আছি। ঠিক প্রতীক্ষা বলা চলে না—বিয়ে কর্ব্বার ইচ্ছেও বড় ছিলনা। ছাতের চিলেকোঠায় ব'সে 'অভিজ্ঞান' 'ম্যাক্‌বেথ' আর 'প্যারাডাইজ লষ্ট' নিয়ে

দিন কাটাই, ওই রকম জীবনই অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে তখন, আর একটা নতুন লোক এসে খবরদারী কর্ব্বে এ কল্পনাটা সহ্য কর্ত্তে পাচ্ছিনে।

সেদিন সকাল বেলা চাকর বাইরের ঘরে ডেকে নিয়ে এল। বাড়ীভাড়া কর্ত্তে লোক এসেছে। বাড়ীটা খালি ছিল। বাইরের ঘরে চেয়ারে একটি ভদ্রলোক ব'সে ছিলেন—বাড়ীটা তাঁরই দরকার। জিজ্ঞাসা কর্ল্লাম, "পরিবার নিয়ে থাক্‌বেন না মেস্‌ ?"

ভদ্রলোক অত্যন্ত বিনীতভাবে বল্‌লেন, "পরিবার বিশেষ নেই। আমি আমার ছোট বোন্‌, আমরা"—

বাধা দিয়ে বল্লাম, "কত দিন থাক্‌বেন ?"

ভদ্রলোক বল্লেন, "বরাবরই থাক্‌বার ইচ্ছে।"

বল্লাম—"ভাড়া ত্রিশ।"

ভদ্রলোক পকেট থেকে দশ টাকার তিনখানা নোট বের ক'রে টেবিলের উপর রেখে বল্লেন, "মণিমোহন চৌধুরীর নামে জমা ক'রে নিন্‌—পর্শু আস্‌ব আমরা।"

*　　*　　*　　*

"সাতনম্বরের বাড়ীর ভাড়াটেরা পর্শু এলেন কি তিন দিন পরে এলেন সে খবর রাখিনি। একদিন ছাতে উঠে ঘুরে বেড়াচ্ছি অকস্মাৎ গানের আওয়াজ শুনে সাতনম্বরের ছাতের দিকে নজর পড়্‌ল। তিন ফিট উঁচু ছাতের প্রাচীর—কিছু দেখ্‌তে পেলাম না, কিন্তু মনে হ'ল যে গান গাইছে সে স্ত্রীলোক এবং সুন্দরী।"

এবার আমি বাধা দিয়া কহিলাম, "হঠাৎ এরকম অনুমানের হেতু কি ভবকান্তদা' ?"

ভবকান্তদা' উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "মৃত্যুর কোনও হেতু নেই। শুনে যাও। সে রকম আশ্চর্য্য সুর আমি জীবনে শুনিনি, একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। ক্রমে গান শেষ হ'য়ে গেল কিন্তু নড়্‌তে আমি পার্ল্লাম না, সাতনম্বরের ছাতের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রইলাম। মিনিট পাঁচেক পর দেখ্‌লাম একটি মাথা আব তাতে একরাশ কোঁকড়ানো চুল। তার কিছুক্ষণ পরেই মাথাটি মুখসুদ্ধ দেখ্‌লাম—সুরের মত রূপও তার আশ্চর্য্য। বর্ণনা কর্ব্ব না। মাথার মালিক পায়ের অঙ্গুলে ভর দিয়ে প্রাচীরের উপরে ঝুঁকে পড়ে আমাদের ছাতের দিকে চাইলেন—বেশী দুর তো নয় মাঝে কাঠাখানেক জমিতে নেপাল ধোপার খোলার ঘর দু'খানা ছিল—দু'জনে চোখোচোখী হ'ল।

আমি লজ্জায় মুখ ফেরালাম এবং আড়চোখে একবার দেখ্‌লাম—ও ছাতে লজ্জার বালাই নেই মোটে। তখন সাহস হ'ল, ছাতের ধারে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমরা নতুন এলে বুঝি ? নাম কি তোমার ?"

অতি স্নিগ্ধকণ্ঠে জবাব এল, "নলিনী।"

আর কিছু জিজ্ঞাসা কর্ত্তে সাহস হ'ল না। কি যেন একটা ব'লে ঘরে এসে ম্যাকবেথ খুলে বস্‌লাম; কিন্তু একছত্র পড়তে ইচ্ছে হ'ল না। কোঁকড়ানো চুলওয়ালা মাথা আর একখানি চমৎকার সুন্দর মুখ মনে পড়ে যেতে লাগ্‌ল।"

এই সময় দেখিলাম কানাই মুচকি হাসিয়া শশধরকে চিমটি কাটিতেছে—ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে কানাইয়ের দিকে চাহিলাম। সে গম্ভীর হইয়া

বসিল। ভবকান্ত দা' ইতিমধ্যে একটি চুরুটে অগ্নি সংযোগে ব্যস্ত ছিলেন। চুরুটে একটি টান দিয়া নাক দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন—

"পরিচয় হ'তে দেরী হ'ল না। পরদিন বিকেলে বৈঠকখানায় ব'সে আছি, দেখ্লাম 'সেলার স্যুট' পরে বছর ষোলো বয়সের একটি ছেলে বই হাতে ক'রে আস্ছে—সম্ভবতঃ স্কুল থেকে। জানালা দিয়ে দেখেই চমকে উঠ্লাম। মাথায় ষ্ট্রহ্যাট, চুল দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু মুখখানা অবিকল সেই নলিনীর মত। তাকে ডাক্লাম। ঘরে এসে ঢুক্তেই তাকে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—"তুমি আমাদের সাতনম্বরের বাড়ীতে থাক বুঝি ?"

ছেলেটি বেশ সপ্রতিভ ভাবে বল্ল, "হ্যাঁ। কেন বলুন তো ?"

একটু হেসে বল্লাম—"ছাতে যিনি গান করেন তিনি"—প্রশ্নটা সমাপ্ত কর্ত্তে লজ্জা হ'ল। ছেলেটিরও দেখ্লাম মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে, বল্লে,—"দিদি। আমরা যমজ।"

একটু সাহস ক'রেই বল্লাম—"তোমার দিদিকে বোলো তাঁর গান আমার খুব ভাল লাগে।"

ছেলেটি মুখ নীচু ক'রে হেসে বল্লে—"আচ্ছা।"

* * * *

গান শোনার পর গল্প গুজব, তারপর আমার প্রেম নিবেদন এবং নলিনীর কৌতুকহাস্য-সহকারে সে প্রেম গ্রহণ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক ব্যাপার সপ্তাহখানেকের মধ্যে ঘট্ল। দুপুর বেলা নলিনীর সঙ্গে দেখা হ'ত না, সে বলেছিল তার কোন্ মাসী না কে আছেন, তিনি

প্রাতে এসে রান্না-বান্না শেষ ক'রে সারা দুপুর বাড়ীতে কাটিয়ে সন্ধ্যায় চ'লে যান। কাজেই দুপুর বেলা সে ছাতে আস্‌তে পারে না। এক সন্ধ্যাকাল ছাড়া আর দু'জনার দেখা হবার উপায় নেই। কাজেই প্রাতঃকাল থেকে আরম্ভ ক'রে সমস্ত দিনটা দীর্ঘকালের রোগী যেমন অন্ন-পথ্যের দিনের জন্য প্রতীক্ষা করে—তেমনি ক'রে ব'সে থাকৃতাম। সে প্রতীক্ষার তীব্রতা যে কি এখন ব'লে তোমাদের বোঝাতে পার্ব্ব তা মনে হচ্ছে না। সেই সমস্ত দুপুর চিলেকোঠায় শুয়ে আর-একবাড়ীর ছাতে পদশব্দ শোন্‌বার জন্য কাণ পেতে থাকা—আর নেপাল ধোপার বেলগাছ থেকে বেল পড়্‌লে তার শব্দে লাফিয়ে ওঠা তাও৽ একদিন দু'দিন নয় পুরোপুরি পাঁচমাস ধ'রে, সে সব কথা ঠিক্ নিজে অনুভব না করলে বক্তৃতা ক'রে বোঝানো যাবে না।"

এই সময় শশধর একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। তাহাদের পাশের বাড়ীর ভাড়াটের পরিবারস্থ কাহারও কল্যাণে সে বার তিনেক বি-এ ফেল করিয়াছিল শুনিয়াছিলাম—বুঝিলাম শশধর কাহিল হইয়া পড়িয়াছে।

ভবকান্তদা' তাঁহার প্রথম প্রেমের অনুভূতি এরকম রসঘন করিয়া পরিবেষণ করিতে থাকিলে বেচারীকে লইয়া বিপদে পড়িতে পারি ভাবিয়া কহিলাম,—"মিলনের আর কত বাকী ভবকান্তদা' ?"

ভবকান্তদা' কিন্তু চুরুটে একটি প্রবল টান দিয়া তাহার মুখাগ্নি উদ্দীপিত করিয়া কহিলেন,—"হচ্ছে। শোন, শুধু মৌখিক প্রেম নিবেদন এবং গ্রহণ ক'রে আমি খুসী হ'তে পারিনি। ভাল খাবার—ফলমূল মিষ্টি একা খাইনি কোনোদিন, আমার ভাগের বারো আনা

রুমালে বেঁধে যথাস্থানে ফেলে দিয়েছি। নলিনীর দাদা বাড়ীভাড়ার টাকা দিয়েছেন, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে, তিনি পাছে সন্দেহ করেন, এই ভয়ে, নিয়েছি ; কিন্তু সন্ধ্যাকালে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে নলিনীদের ছাতে ফেলে দিয়ে বলেছি—"তোমার দাদা ভাড়ার টাকা দিয়েছেন, নাও, জমিও তুমি।"

নলিনী একটু থম্‌কে দাঁড়িয়ে কি ভেবেছে আর কুড়িয়ে নিয়েছে। এমনি ক'রে মাস চারেক কাটবার পর শেষে একদিন—না থাক্!"

কানাই ও শশধর হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল। আমিও কহিলাম, "বাকীটা চুকিয়ে দিন্ একেবারে ভবকান্তদা'।"

ভবকান্তদা' অত্যন্ত করুণস্বরে কহিলেন, "বেশ! হঠাৎ একদিন ভোরে দরজায় হিন্দী ভাষায় চীৎকার শুনে দেখি গালময় লালপাগড়ী,—নলিনীদের বাড়ীর ঠিক্ সামনে আধ ডজন সার্জ্জেণ্ট। নীচে নেমে এলাম। নলিনীদের বাড়ীর দরজায় তালা বন্ধ। ইনস্পেক্টার বল্লেন—"এটা আপনার বাড়ী?"

বল্লাম—"হ্যাঁ। কেন?"

"সার্চ্চ কর্ব্ব!"

"ব্যাপার কিছু বুঝ্‌তে পার্ল্লাম না। আর তখন বছর উনিশ বয়স—পুলিশ দেখে ভয় একটু ছিলই, বল্লাম—"করুন।" এদিকে মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্ত্তে লাগ্‌লাম—নলিনী যেন বাড়ীতে না থাকে! তালা ভেঙে ইন্‌স্পেক্টার ঢুকলেন—বাড়ী খালি—কেউ নেই, শুধু কলতলায় একগণ্ডা ভাঙা হাঁড়ি পড়ে আছে।"

ইনস্‌পেক্টার মুখ ফিরিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস কর্‌লেন—"এরা গেল কোথায়?"

মুখ শুকিয়ে গেল, বল্লাম, "কারা ?"

"নীরদ খাস্তগীর আর বিনোদ চৌধুরী ?"

আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লাম—"তাদের তো চিনিনে।"

ইনস্‌পেক্টার তীব্রদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন,—"বাড়ী আপনার—"

বল্লাম—"আমাদের ভাড়াটের নাম ছিল মণিমোহন চৌধুরী"

"ক'জন লোক ছিল এ বাড়ীতে ?"

অনায়াসে মিথ্যা কথা ব'লে দিলাম—"একজন ভদ্রলোক মাত্র !"

তারপর গোয়েন্দা আপিসে যেতে হ'ল, আমাকে কিন্তু অনেক জেরা ক'রেও সাহেব নলিনীর কথা আমার মুখ থেকে বের কর্ত্তে পাল্লেন না।

কানাই কহিল—"সেই নীরদ খাস্তগীর তা হ'লে ?" শশধর তাহাকে ধমক দিয়া কহিল, "চুপ্‌ ! আপনি বলুন ভবকান্তদা' !"

ভবকান্তদা' কহিতে আরম্ভ করিলেন,—"সমস্ত দিন যে সেদিন কি যন্ত্রণা ভোগ কর্ল্লাম তা বলবার নয় ! কোথায় গেল নলিনী ? ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘুমিয়ে পড়েছি হঠাৎ দেখি সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। চোখ মেলেই দেখি আমার চায়ের টেবিলের উপর একখানা মোটাখামের চিঠি। খুল্‌লাম—নলিনীর চিঠি। চিঠিখানা না প'ড়েই বুকে চেপে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আপন মনেই বল্লাম বাঁচালে ভগবান !

তারপর বাতি জেলে চিঠি পড়্‌তে আরম্ভ ক'রে দিলাম। বড় চৌকো কাগজের পাঁচপৃষ্ঠা। প্রথম চার পৃষ্ঠা পড়্‌তে পড়্‌তে প্রায় পাঁচ সাতবার আমাকে চোখের জল মুছ্‌তে হ'ল—নলিনী তার প্রতি

আমার স্নেহের যে পরিচয় পেয়েছে তারই একটি বর্ণনা দিয়ে বার দশেক আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে—চিঠিখানাকে দু একবার—থাক্ গে! কিন্তু শেষ পৃষ্ঠায় চোখ পড়্‌তেই চমকে উঠ্‌লাম—এ কি কখনও সম্ভব হ'তে পারে ? নলিনী—ভাব্‌তে আর পাল্লাম না—মাথা ঘুরে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে গেলাম।

কানাই এবং শশধর সমস্বরে চীৎকার করে উঠ্‌ল—"কি হ'ল শেষ পৃষ্ঠায়।"

ভবকান্তদা' কহিলেন, "মুখে বলতে পার্ব্বনা। জীবনে কাজে লাগবে ব'লে চিঠির সে পাতাটা আমি রেখেছি—তোমরা প'ড়ে নাও।" বলিয়া ভবকান্তদা' টেবিলের টানা দেরাজ খুলিয়া ফ্রেমে বাঁধানো একখানি কাগজ বাহির করিয়া দিলেন। শশধর পড়িতে লাগিল—"কিন্তু একটা কথা আপনাকে না ব'লে পাচ্ছিনে। আপনার অগাধ স্নেহ দয়ার চক্কেই পরিচয় পেয়েছি—কাজেই আপনাকে একটু সতর্ক করা দরকার। আপনার বুদ্ধিটা বড় সরল—লোক চিন্‌তে আপনি পারেন না। আমি আলিপুরের ডাকাতির ফেরারী আসামী, পিছনে অনবরত ফেউ ঘুরছে—নৈলে নিজ মুখেই সব বল্‌তাম। আমি পুরুষ মানুষ—যে ছেলেটাকে বই-হাতে আস্‌তে দেখেছেন সে আমার যমজ ভাই নয়, সে আমিই। পুলিশের চোখ এড়াবার জন্য মেয়ে সেজে আমাকে বাড়ীতে থাক্‌তে হ'ত—সকালে ফিরিঙ্গির ছেলে সেজে কন্‌ভেণ্টের ইস্কুলের দিকে যেতাম—কাজেই দুপুরে কোনদিন আমাকে দেখ্‌তে পান নি। আর কিছু ভাব্‌বার নেই। যদি বেঁচে থাকি কখনও দেখা হবে। তবে একটা কথা—সত্যি কথাই বল্‌ছি—আপনার যে মূর্ত্তি

আমি দেখেছি তাতে মেয়ে হ'য়ে জন্মাতেও আমার আপত্তি ছিলনা।"

শশধর চিঠি পড়িয়াই আর একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "ট্র্যাজেডি।"

কানাই মুচকি হাসিয়া কহিল—"বেশ মজাব কথা তো!"

আমি জিজ্ঞাসা কবিলাম "কি কল্লে'ন তাবপব ?"

ভবকান্তদা' কহিলেন—যা কবা উচিত অর্থাৎ যা না কল্লে' চলত-না তাই—বিবাহ। নলিনীকে ভুল্‌বাব জন্য। বাগবাজাবের মুখুয্যেদেব বাড়ীর বিধুমুখীব শবণ নিলাম! সে বেচারী বছর খানেক পর নিমতলার ঘাটে—আর সে তো জানই। তাবপব বিধুমুখীকে ভুলবার জন্য ভবানীপুবের মালতীকে।"

কহিলাম—"কিন্তু যাই বলেন ভবকান্তদা', মালতী-বৌদিব মর্ব্বার পর আপনাব আব তিন নম্বব কবা উচিত হয়নি।"

ভবকান্তদা' কহিলেন—"উপায় ছিলনা ভাই। বলে'ছি তো প্রেম একটা নেশা এবং বিবাহ একটা মুদ্রাদোষ,—একবার অভ্যাস হ'য়ে গেলে আর ছাড়াবাব কোনোও উপায় নেই—উপায় নেই!"

বলিয়াই পিছনেব খোলা দরজার দিকে চাহিয়া ভবকান্তদা' তার-স্বরে হাঁকিলেন "গিন্নি! পেয়ালা চারেক চা!"

গ্রন্থকার প্রণীত

উদাসীর মাঠ

— অপূর্ব্ব গল্প-সংগ্রহ গ্রন্থ—

চমৎকার ছাপা ও বাঁধা

মূল্য—এক টাকা

মানময়ী গার্লস স্কুল

(নাটক)

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত

মূল্য—বার আনা